Pranab says no but Didi keeps fishing

HT Correspondent
Kolkata, December 18

THE LEFT can relax. Bengal's political chessboard won't see any drastic realignment of forces before the Assembly polls.

Mamata Banerjee's anti-CPI(M) grand alliance walked into a blind lane on Sunday when the Congress effectively ruled out sharing any space with the BJP. Pranab Mukherjee said nothing could be identified as an anti-CPI(M) or a pro-CPI(M) alliance in a multi-party political system. "Every party has its own policy and programmes. How can anything be branded as anti-someone or pro-someone?"

Bottomline: No alliance with the BJP. And this despite no obvious reluctance on the BJP's part.

SUBHANKAR CHAKRABORTY/HT

Mamata chats up L.K. Advani's wife at the Netaji indoor stadium on Sunday.

In town to attend a Trinamool Youth Congress rally, L.K. Advani made no direct reference to the grand alliance but said, "All anti-Communist forces should rally behind Mamata to make it possible."

The CPI(M) was not unbeatable. If the RJD could be ousted in Bihar after 15 years in power, so could the CPI(M) if the Trinamool's allies came together, he said.

"I urge the EC to assume the role it did in Bihar. If the elections in Bengal are free and fair, the Left Front will be nowhere," he said.

The CPI(M) ridiculed Advani's call. Anil Biswas said it was ready for any "democratic" measures and the Opposition's dream would never come true.

Dream or not, Mamata is never the one to give up. She said she was still ready to share the platform with the Congress. "There is no communal politics involved (in joining hands with the BJP)."

She found an ally in Siddhartha Shankar Ray, who said, "If the Congress had joined the alliance, we could have defeated the Left Front." The NDA wasn't communal and didn't really want the Ram temple. His only goal now would be defeating the Left, Ray said. A grateful Mamata wished him good health and a long life.

Mamata tries to get Advani, Pranab on same platform

HT Correspondent
Kolkata, December 14

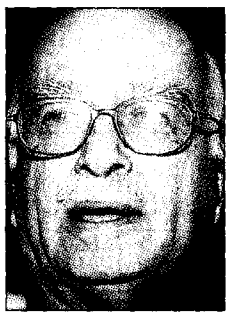

The guest

The host

The unknown factor

MAMATA BANERJEE is a great believer in reconciling irreconcilables when it comes to fighting the CPI(M). She has invited L.K. Advani and Pranab Mukherjee to share the same dais at the Trinamool Youth Congress meeting in Kolkata on December 18.

Having already invited Advani, she sent a letter to Mukherjee on Wednesday. Advani has confirmed his attendance, but the Congress will have to cover a long road of 'ifs' and 'buts' in a short while if it has to agree. It's to Mamata's credit, all the same, that Pranab hasn't said an outright 'no'.

"I have received the letter but haven't read it yet. Let me go through it first," he said when asked if he would attend the meeting. Lest a summary rejection should nip all alliance hopes in the bud, he said the Congress usually avoided attending other parties' programmes but quickly added that he would talk to Mamata on her proposal to form a broad-based front comprising the Trinamool, the BJP and the Congress to fight the CPI(M) in the next polls.

"Since she has invited us for talks, we will have to have a dialogue with her." He would soon talk to Sonia Gandhi on Mamata's offer, Pranab said.

But acting state Congress president Pradip Bhattacharya said, "We have not moved an inch from our stand of having nothing to do with any party that has a political alliance with the BJP."

As for Pranab attending the meeting, Congress leaders said it was unlikely as the high command wouldn't give its nod, though the party would talk to Mamata about fighting the CPI(M) together.

Trinamool insiders said Mamata's hasty decision to invite Pranab was meant to nullify a growing impression in the Congress — especially after Mamata's invitation to Advani — that she was no longer interested in joining hands with the Congress. After calling for a grand alliance against the CPI(M), she could not afford to seem disinterested in any potential partner. This would also throw the ball in the Congress' court to prove its anti-CPI(M) credentials.

Maybe, Mamata knows in her heart of hearts that she isn't going to have her grand alliance. But it's still a win-win situation for her. She will still keep her own anti-CPI(M) credentials intact.

And in Bengal, where the BJP is only a nominal presence, it's the Congress that will be pilloried by anti-Left voters for spurning Mamata's offer and squandering a chance of ousting the CPI(M).

15 DEC 2005 THE HINDUSTAN TIMES

জোট নিয়ে দু'পক্ষের মন বুঝতে দিল্লি গেলেন মমতা

নিজস্ব সংবাদদাতা কলকাতা ও নয়াদিল্লি: এন ডি এ-তে থেকেও আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে নিয়ে জোট গড়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার দিল্লি গিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে দিল্লিতে তিনি এন ডি এ-র আহ্বায়ক জর্জ ফার্নান্ডেজের সঙ্গে কথা বলবেন, কথা বলবেন বি জে পি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গেও। মমতার সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ও তথ্যমন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সিরও কথা হতে পারে বলে তৃণমূল সূত্রের খবর।

দিল্লি পৌঁছে মমতা অবশ্য জানান, তিনি কিছু ব্যক্তিগত কাজ এবং নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছেন। সংসদের অধিবেশনও চলছে।

প্রিয়বাবু আগেই জানিয়েছিলেন, জোটের সম্ভাবনা নিয়ে মমতার সঙ্গে কথা বলবেন প্রণববাবু। এ দিন প্রিয়বাবু কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন। সেখানে তিনি বলেন, "আশা করি, শীঘ্রই আলোচনা হবে। প্রণববাবুই আলোচনা করবেন।" কংগ্রেস নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন মিত্র, আব্দুল মান্নানেরা সকলেই জোটের পক্ষে। সুদীপবাবু বলেন, "বাম-বিরোধী ভোট যাতে ভাগ না-হয়, সেটা সকলকেই দেখতে হবে। এই নিয়ে দ্বিমত থাকা উচিত নয়। তবে কী পদ্ধতিতে সেটা করা যায়, তা ঠিক করতে হবে। আশা করি, প্রণবদা নিশ্চয় কোনও উপায় বার করবেন।"

জোট গড়ার প্রস্তাব মমতাই আগেই দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে মমতার উপরে চাপ বাড়াতে কংগ্রেস নেতৃত্ব বলতে আরম্ভ করেছেন, মমতার বি জে পি-র সঙ্গ ত্যাগ না-করলে তাঁর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাবে জোট গড়া সম্ভব নয়। সনিয়া গাঁধী তাঁর রাজনৈতিক সচিব আহমেদ পটেলকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন বলে কংগ্রেস সূত্রের খবর। জোট প্রসঙ্গে প্রণববাবু বলেন, "এই নিয়ে কাগজে অনেক লেখালেখি চলছে। আমি বিভ্রান্তি বাড়াতে চাই না। আগে সনিয়ার সঙ্গে কথা বলব। তার পরে সময় হলে জানাব।"

মমতা জানেন, কংগ্রেসের সভানেত্রী সনিয়া ঠিক কী চাইছেন, সেটা প্রণববাবুই ঠিক ভাবে তাঁকে জানাতে পারবেন। কিন্তু প্রণববাবুর সঙ্গে কথা বলার আগে মমতা বিষয়টি নিয়ে বি জে পি নেতৃত্বের সঙ্গে সবিস্তার আলোচনা করে নিতে চান। গত মাসে নীতীশ কুমারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে পটনায় গিয়ে মমতা কথা বলেছিলেন জর্জের সঙ্গে। তখনই মমতা সব দলকে সঙ্গে নিয়ে সি পি এম-বিরোধী জোট গড়ার প্রস্তাব দেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং বি জে পি-র সভাপতি লালকৃষ্ণ আডবাণীর সঙ্গে পটনায় দেখা হলেও সে-ভাবে কথা হয়নি মমতার। কিন্তু কলকাতায় ফেরার কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি জোটের ডাক দেন।

বি জে পি-র রাজ্য নেতৃত্ব সাধারণ ভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে মমতার মহাজোট গড়ার ডাকের বিরোধী নন। বি জে পি-র রাজ্য সভাপতি তথাগত রায় ইতিমধ্যে সে-কথা জানিয়েও দিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আডবাণী ও জর্জ এই বিষয়ে কী রায় দেন, তার উপরে মমতার পরবর্তী কার্যকলাপ অনেকটাই নির্ভর করছে।

কংগ্রেস কিন্তু নির্বাচনের আগে পায়ের নীচে জমি ফিরে পেতে ইতিমধ্যে আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। অধীর চৌধুরীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে থানায় থানায় বিক্ষোভ দেখাল কংগ্রেস। সম্প্রতি শহিদ মিনার ময়দানে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি প্রণববাবু প্রায় দু'মাসব্যাপী যে-কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন, সোমবার ছিল তার প্রথম দিন। প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য জনান, রাজ্যে ৩৭৫টি থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। প্রদীপবাবু বলেন, "বহু দিন পর সর্বস্তরের কংগ্রেসকর্মীরা পথে নেমেছেন। কিছু কিছু জায়গায় আইন-অমান্যও হয়েছে।"

আই জি (আইনশৃঙ্খলা) রাজ কানোজিয়া জানান, মুর্শিদাবাদ-সহ সব জেলাতেই কংগ্রেসের বিক্ষোভ ছিল শান্তিপূর্ণ। বিক্ষোভ-কর্মসূচিতে প্রদীপবাবু, সুদীপবাবু, সুব্রত মুখোপাধ্যায়দের বিভিন্ন থানার সামনে দেখা গিয়েছে।

বি জে পি-সঙ্গী মমতার সঙ্গে জোট নয় : কং

আজকালের প্রতিবেদন: কলকাতা ও দিল্লি, ৬ ডিসেম্বর— মমতা যতদিন বি জে পি-র সঙ্গে রয়েছেন ততদিন তাঁর সঙ্গে কোনও জোট নয়। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখার্জি, প্রাক্তন সভাপতি সোমেন মিত্র ও প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য একথা বিভিন্ন মহলে এদিন স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। দলের নেতাদের প্রণব বলেন, 'আমাদের মূল কাজ কংগ্রেসকে চাঙ্গা করা। ভোট এলে জোটের কথা ওঠেই। নতুনত্ব কিছু নেই। মহাজোট বলে কিছু হয় না। বি জে পি-কে সঙ্গে নিয়ে তো আমরা চলতে পারি না।' এদিন দিল্লিতে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি একটু ঘুরিয়ে বলেন, 'বি জে পি-র সঙ্গে যারা থাকবে তারা কিন্তু সি পি এমেরই সুবিধা করে দেবে।' তবে প্রিয় বলেন, মমতার কথাটাও গুরুত্ব দিয়ে ভাবা দরকার। ও হয়ত এখনই বি জে পি-কে ছাড়তে পারছে না। তবে আমি জোর দিয়ে বলছি, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী প্রগতিশীল মোর্চা হলে সি পি এম উড়ে যাবে। ঝগড়ায় না গিয়ে বরং মমতা আর প্রণবদার কথা বলা উচিত। কারণ বামবিরোধী ভোট ভাগ হোক আমরা তা চাই না। এ ব্যাপারে মমতার সঙ্গে আমি একমত। তবে দু'দলের নীতি আলাদা। মমতা বি জে পি-র সঙ্গে রয়েছেন। মমতা সত্যিই কী বলতে চেয়েছেন তা জানি না। তবে জোট নিয়ে নিশ্চয়ই মমতার সঙ্গে আলোচনা হতেই পারে। তবে তার আগে পরিষ্কার হওয়া দরকার, মমতা বি জে পি-র সঙ্গে থাকবেন কিনা। এদিকে এদিন কলকাতায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ধর্নামঞ্চে মমতা বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন, প্রিয়বাবু ঠিক কি বলছেন জানি না। আগামী নির্বাচনে বামবিরোধী ভোট ভাগাভাগি বন্ধ হওয়ার জন্য জোটের প্রয়োজন। আমি শুধু কংগ্রেসের কথা বলছি না, সি পি এমের বিরুদ্ধে যারা লড়তে চায় তারাই জোটে আসতে পারে। কংগ্রেসের সঙ্গে নিশ্চয়ই আলোচনা করা যেতে পারে। পাশাপাশি মমতা এও জানিয়ে দেন, তাঁর পক্ষে এন ডি এ ছাড়া কোনও অবস্থাতেই সম্ভব নয়। দিল্লিতে কংগ্রেস সি পি এমের সমর্থনে সরকার চালাচ্ছে। এটা কংগ্রেসের বিষয়। আমরা এন ডি এ-তে রয়েছি। এটা আমাদের নীতি। এসবের বাইরেও রাজ্যের স্বার্থে কংগ্রেসের জোটে আসা প্রযোজন। তবে ওদের পরিষ্কার করে বলতে হবে এ রাজ্যে সত্যিই ওরা সি পি এমের বিরুদ্ধে লড়তে চায় কিনা। আমি ১৫ দিন সময় দিয়েছি এই কারণেই যে কোনওদিন নির্বাচনের সময় ঘোষণা হতে পারে। তাই আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া ভাল। জেলায় জেলায় কর্মীদের মধ্যে আগে থেকে সঙ্কেত যাওয়া দরকার। এদিকে মমতার সঙ্গে

এরপর ৬ পাতায়

07 DEC 2005

THE STATESMAN

Trinamul breathes fire as Bengal awaits Santasso

Statesman News Service

KOLKATA, Oct. 19. — The mother of all battles? Or, a real, never-before humdinger? The Trinamul Congress' decision to take on the might of the state's administrative machinery as the Salim Group comes calling seemed to have set the scene tonight for a no-holds-barred confrontation whose outcome might not be easily predictable.

Miss Mamata Banerjee today spurned Mr Buddhadeb Bhattacharjee's invitation to talks on the kerfuffle over the chief minister's efforts to get the Salim Group of Indonesia to set up factories in the state. "The invitation is rather belated. If he were sincere, it would have been extended before he met the Salim Group chief, Mr Benni Santasso. It comes after everything has been settled," the Trinamul Congress chief said.

Trinamul activists plan to obstruct Mr Santasso, who flies in tomorrow, wherever he goes. They don't want him in the city. Miss Banerjee has appealed to parents to bear with the Trinamul protest action and not to let their children out "for three hours from noon" when the agitation is expected to peak. The Trinamul is vehemently opposed to any deal with the Salim Group which, Miss Banerjee said, was blacklisted in Indonesia. It is against the transfer of agricultural land for "dubious" industrialisation. "We are not enemies of development and industrialisation. But we won't let the CPI-M sell land to have its partymen line their pockets," she said. Miss Banerjee repeated her charges, duly denied by the CPI-M, that her telephone was being tapped and that she was being tailed by plainclothes policemen.

The state's apprehensions became all too palpable this evening when the home secretary refused to rule out the possibility of trouble tomorrow. Mr Santasso will be escorted to Oberoi Grand, where he is to put up. He will be driven to Writers' Buildings for a meeting with the chief minister in the evening when a memorandum of understanding between the state and the group is to be finalised.

Kolkata Police high-ups remained tight-lipped about security arrangements for the visit and the route chosen for Mr Santasso's convoy from the airport. After a meeting of senior officers at Lalbazar this evening, the deputy commissioner (headquarters), Mr Anuj Sharma, restricted himself to saying that the security would be tight. Police said that Mr Santosso's programme and place of stay could be changed if security arrangements warranted that. The chief minister appealed to the Trinamul Congress to refrain from obstructing Mr Santasso which, he said, would send the wrong message about the state to all foreign investors. "Please don't opt for that path (of obstruction) as it will harm the state's interests," Mr Bhattacharjee told Miss Banerjee through the media. Given the tense atmosphere, the state deemed it prudent not to take Mr Santasso to Uluberia, where his group plans a two-wheeler factory.

The chief minister, claiming transparency in his government's dealings with foreign investors, said that the Trinamul Congress was free to seek clarifications about the Salim Group's plans.

Anil's warning to Mamata

KOLKATA, Oct. 19. — Trinamul Congress will suffer politically if it continues to oppose development projects in West Bengal, the CPI-M state secretary Mr Anil Biswas declared today. Apparently sounding a last-minute warning to Miss Mamata Banerjee before Salim group chief Mr Beni Santasso's visit tomorrow, Mr Biswas said: "It is now clear to the people that the Trinamul's political movement is skewed against development. The people of this state want development. Trinamul cannot stop it." Stating that Miss Banerjee should respond to Mr Buddhadeb Bhattacharjee's invitation and join other parties in inviting the Salim group, Mr Biswas said: "There is still time." — SNS

Editorial: Won't she learn? Page 6
Another report on page 8

Mamata sounds bugle for Salim showdown

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

Calcutta, Oct. 17: Mamata Banerjee today threatened a "bandh-like" situation across the state on Thursday when Salim Group boss Benny Santoso arrives in the city and her party workers stall roads in protest.

"I am against calling a bandh immediately after the Puja, but I should not be blamed if a bandh-like situation prevails across Bengal on Thursday. I appeal to parents not to send their children to schools that day as they might find it difficult to return home," the Trinamul Congress chief said.

She also apologised to people in advance and asked them to "bear with us".

Trinamul supporters will block "all important roads" between 12 noon and 3 pm on October 20 to protest against Santoso's visit.

Santoso is scheduled to finalise plots for Salim projects in the two 24-Parganas and Howrah during his trip.

"We cannot simply allow the CPM to take away agricultural land from poor farmers to satisfy a group of businessmen from Indonesia," Mamata thundered at a news conference this afternoon.

"If police apply force to stop our demonstration, they will be responsible in the event of untoward incidents."

The chief minister had earlier said that the government would not touch multi-crop land and would compensate farmers adequately even if their mono-crop or fallow plots were taken over.

State CPM secretary Anil Biswas today reiterated that the administration would rein in Trinamul supporters standing in Santoso's way.

Raj Kanojia, the inspector-general, law and order, said: "The police would do everything to ensure safe movement of the Salim team during its stay in the city. We have already worked out the security measures in consultation with the agencies concerned."

Mamata said she would be present through the three-hour agitation to see to it that "Buddhadebbabu's friends do not enter the city".

All "like-minded parties" have been invited to Mamata's show of strength. "I also appeal to the CPM partners to be part of our protests," she said.

Farmers, she added, will stage a sit-in at Salop in Howrah and Bhangar in South 24-Parganas, where the Salim representatives are expected to go on recce missions, from Wednesday night.

The Trinamul leader resented Calcutta police's restrictions on airport entry and exit for three days from Wednesday in connection with Santoso's visit. "I am surprised to know that Calcutta police will take control of the entire airport and close all entrances barring the main gate for three days only to facilitate the safe arrival of the Salim representatives. How can airport gates be closed for them? Are they VVIPs?" she asked.

The Congress, too, has planned demonstrations at the airport and across the city on Thursday. "We won't join Trinamul, but our youths will be on roads," said working president Pradip Bhattacharya.

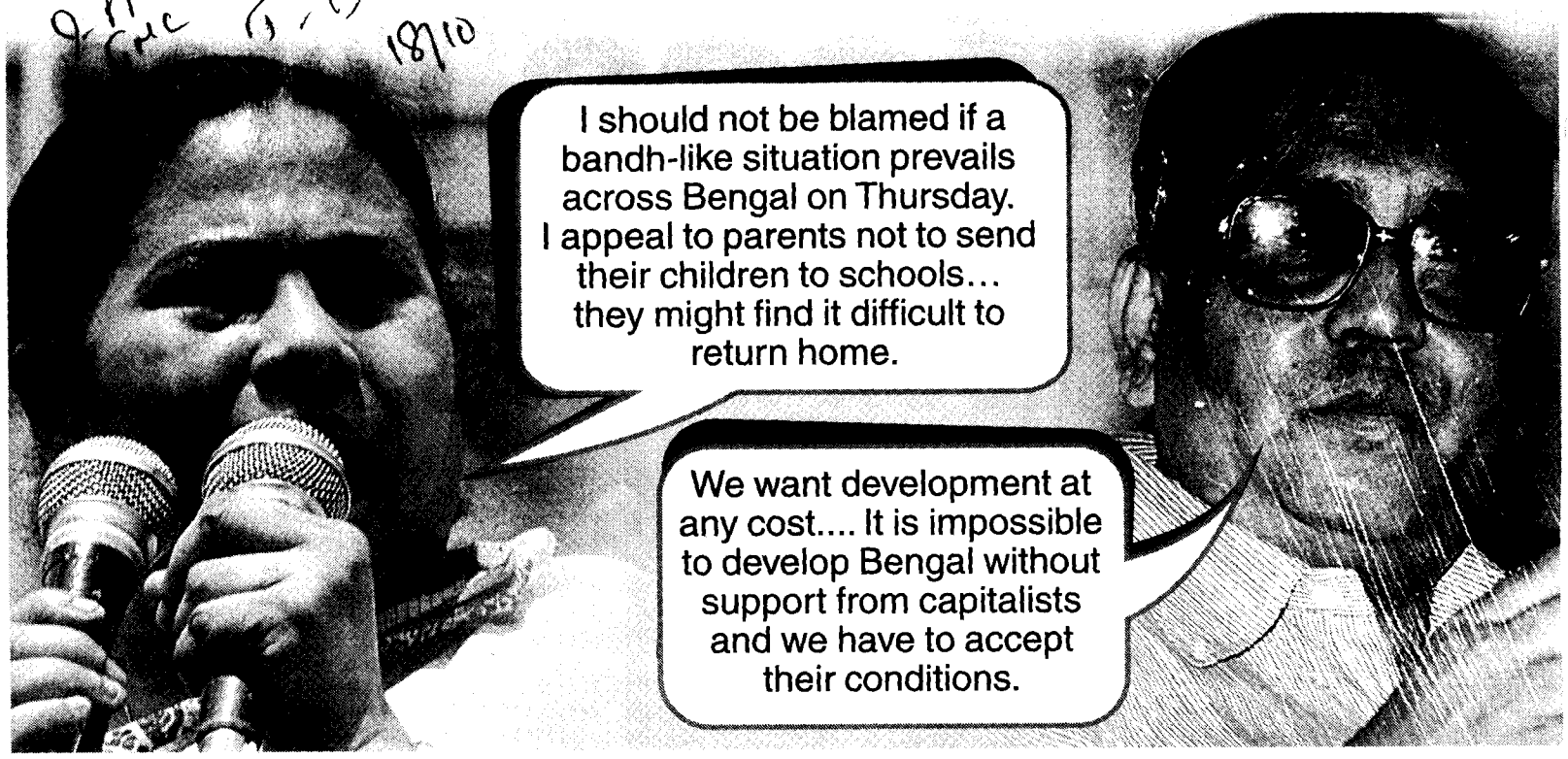

No capitalists, no development: Anil

A STAFF REPORTER

Calcutta, Oct. 17: The state CPM brass today further boosted Buddhadeb Bhattacharjee's drive to industrialise Bengal by reaffirming the importance of private capital in development.

State CPM secretary Anil Biswas told a gathering of party supporters here that development with the help of private capital needed to be looked at in the context of the times and outside any ideological straitjacket.

The leadership's emphasis on private capital for development came when a section of the party is finding it hard to eschew the old ideological approach and let the government lessen its role in development projects.

"In the changing times, the government would have to accept private capital," Biswas said. "We want development at any cost.... It is impossible to develop Bengal without support from capitalists and we have to accept their conditions."

The conditions, the CPM politburo member added, will have to be examined carefully. "We will not surrender to the capitalists."

Biswas admitted that when the Left Front came to power it did not "realise that we will stay on" for such a long time. "Now that we have been in power for 27 years, we have to think of long-term development."

Addressing a programme to mark the 85th foundation day of the Communist Party in India, Biswas said: "We had decided to take part in the government to offer relief to the people on temporary basis — by setting up schools and hospitals. But now we have to think about developing the state and initiate long-term measures to set up industries. If we fail to set up industries, the existence of the working class will be at a stake."

When the new industrial policy was drawn up in 1994, Biswas said it was decided that the government will have to woo investors to the state. "Our government's financial capability was limited."

In an echo of the chief minister's appeals to his party and partners, Biswas said: "We should not oppose new industries. We have to work to bring more of them to the state to offer employment to our people."

SP charges Sonia with phone-tap

HT Correspondents
Lucknow/New Delhi, December 30

UTTAR PRADESH CM Mulayam Singh on Friday took his crusade against the Congress right into 10 Janpath, charging the Centre of tapping Samajwadi general secretary Amar Singh's Delhi phone at Congress chief Sonia Gandhi's behest.

While the Congress said the allegations were baseless and prompted by Mulayam's worries over losing support on home turf, the home ministry issued a spirited denial after conducting an "immediate in-house probe". It also registered a case of criminal conspiracy and forgery against "unknown persons", who had provided the purported documentary basis for Mulayam's allegations.

Earlier in the day, Mulayam said principal secretary (home), Delhi, R. Narayan Swami had issued two orders on October 22 and November 9 to Ranjit Narayan, joint commissioner (crime), north zone, for tapping (011-39565414), a Reliance number, at Amar Singh's home.

The UP CM has taken up the matter with the PM, the home minister, the defence minister, the Delhi chief minister and the Delhi police commissioner. He said the PM had promised to look into the matter while Shivraj Patil had said the letter authorising the tapping was forged.

Later, L.C. Goyal, joint secretary (internal security) asserted that no phone was being tapped at the instruction of the Delhi Police or the home ministry.

31 DEC 2005 THE HINDUSTAN TIMES

Raj Thackeray meets Shiv Sena supremo

There is no change in decision to resign from party posts

Special Correspondent

MUMBAI: Raj Thackeray, who quit his party posts on November 27, met his uncle, Shiv Sena leader Bal Thackeray, on Thursday after a rapprochement bid effected by former Lok Sabha speaker Manohar Joshi.

However, Raj did not elaborate on what was discussed with Mr. Thackeray. Later, talking to the media, he said that he had not changed his stance on his decision to quit the party posts. In response to a question, he said that he was asked to visit his uncle only yesterday and he accepted the invitation.

During the past few days, Mr. Manohar Joshi and some other Sena leaders were making efforts to bring about a peaceful solution to the crisis in the party. A meeting of Sena leaders was also held at Matoshree on Monday to discuss the issue. After that meeting, Mr. Joshi had said that some solution could be expected in a couple of days.

However, no compromise seemed to be in sight. Raj Thackeray made it quite clear that he was not backing off from his criticism of the working of the party and the functioning of its executive president, Mr. Uddhav Thackeray.

Raj Thackeray

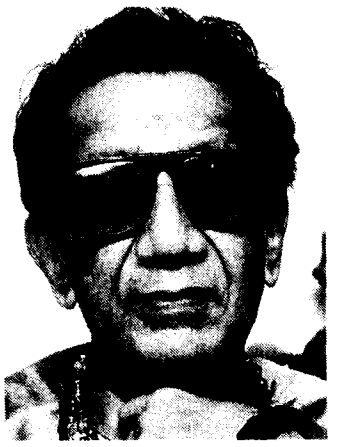

Bal Thackeray

Since his resignation from the party, several Sena leaders have been trying to make peace between Raj and Uddhav. However, repeated attempts to contact Raj by various leaders failed to elicit any favourable response from him. Even Uddhav Thackeray had repeatedly said that the doors were open to Raj and he still considered him his brother.

Raj is expected to launch a new party and is believed to be rallying support from various quarters.

Unconfirmed reports said he was expected to launch his new party on Sunday. Raj is expected to garner support from the student and youth wing of the Sena, the Bharatiya Vidyarthi Sena, of which he was president till recently.

He has also claimed the support of some Sena MLAs and MPs.

Raj meets Sena chief, says no change in stance

Mumbai: Dashing hopes of an amicable solution to the 19-day-old crisis in the Shiv Sena, rebel party leader Raj Thackeray on Thursday said there was no change in his stance that he had made public during his resignation from all party posts on November 27.

Raj, who along with Sena leader and former Lok Sabha Speaker Manohar Joshi, held discussion with Sena chief Bal Thackeray at his Bandra residence Matoshree for over an hour earlier in the day, said, "My stance is same as earlier."

Speaking to reporters at his Dadar residence, Raj, who had resigned from all party posts last month following differences with cousin Uddhav, however, did not elaborate what had transpired between him and his uncle at the meet. He referred to Joshi as "my well-wisher" and "the well-wisher of the party."

Earlier, Joshi had held a series of meetings with Raj and his cousin Uddhav separately over the last few days to find a solution to the crisis in the party. Raj, who had dashed a letter to the party supremo in the last week of November expressing displeasure about cousin Uddhav's leadership and functioning and his own "marginalisation" in the party, had also alleged that the party was being run by a "coterie of petty clerks who know nothing about politics." Agencies

Shriram Vernekar

Shiv Sena rebel Raj Thackeray arrives at his residence in Dadar on Thursday after meeting Sena chief Bal Thackeray

1 6 DEC 2005
THE TIMES OF INDIA

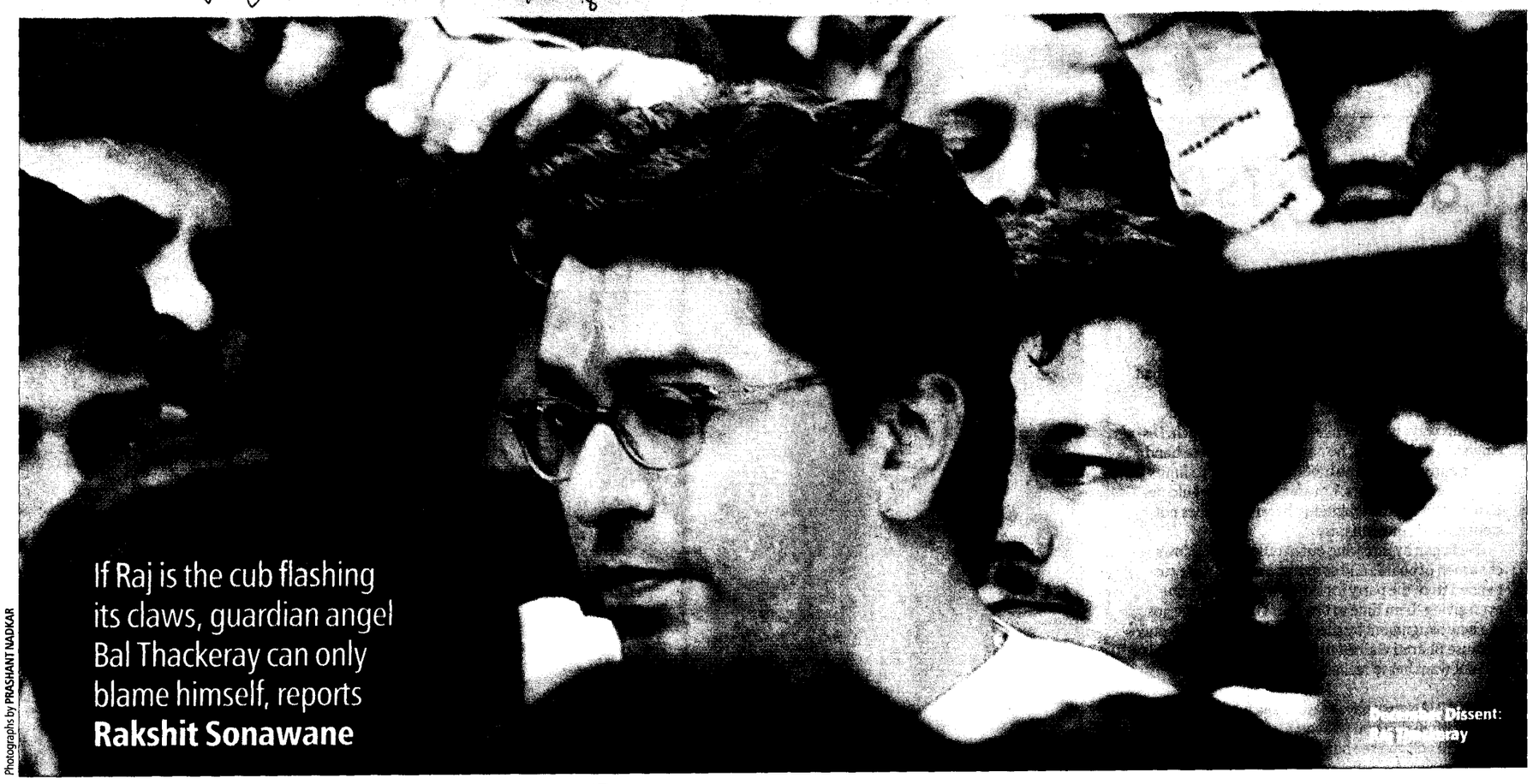

If Raj is the cub flashing its claws, guardian angel Bal Thackeray can only blame himself, reports **Rakshit Sonawane**

Photographs by PRASHANT NADKAR

Attack of the Clone

WAY back in the 1980s, when Raj Thackeray began perfecting his uncle's walk and talk, the first to appreciate the flattery was Shiv Sena supremo Bal Thackeray himself. It was widely felt that the aging patriarch, resigned to his own son Uddhav's lack of interest in politics, was seeing in his nephew the future of the Sena.

Not even Thackeray Sr, it seems, realised that the youth was so casting himself in his uncle's mould—blunt, aggressive, defiant and ambitious—that he would, one day, rise in rebellion against his own.

That day was nowhere on the horizon in 1989 when Thackeray Sr designated Raj the chief of the Bharatiya Vidyarthi Sena, the students' wing of the party. Other leaders had been with the party since its inception in 1966 and needed fresh blood to fight the street battles. The party had captured the Brihanmumbai Municipal Corporation in 1985 and was looking to spread its wings; leaders like Chhagan Bhujbal and Narayan Rane were being deputed to spread the 'S' word in rural Maharashtra.

Raj and his team were happy to supply muscle power wherever required. And he also took it upon himself to tap emotive "youth" issues, like unemployment and parochialism. Besides floating the Shiv Udyog Sena, an employment exchange, Raj developed a penchant for hitting the streets in protest against "outsiders"—migrants from other states—who were allegedly pocketing all the jobs.

Family fold: Bal Thackeray and Uddhav

Change of Pitch

ALL that changed in 1995, when the party captured the legislative assembly with BJP support. The aggressive rabble-rousers, who had steered the party so far, suddenly found themselves eclipsed by leaders focusing on economic well-being as more and more of them floated businesses, especially as contractors and real estate developers.

The turning point came in 2001, when Uddhav—a soft-spoken wildlife photographer—began showing an interest in politics. Thackeray Sr responded by crowning him executive president of the party, even though Raj—eight years younger than his cousin—was a decade older in politics.

It wasn't long before the fundamental differences between the cousins began to manifest themselves. Uddhav's 'soft' approach began annoying the cadres who had developed a taste for strong-arm tactics and the *Marathi manoos* card. His 'Mee Mumbaikar' (I Mumbaiite) campaign, launched in 2003 to free the party of the shackles of the *Marathi Manoos* as also Hindutva—picked up when the party tied up with the BJP in 1989—only accentuated the distance.

Contrast this with Raj and his supporters who, in 1991, dug up the pitch at the Wankhede Stadium in Mumbai to prevent a cricket match between India and Pakistan in protest against terrorism in Kashmir, and began inflaming passions among local youth on the employment issue. Shiv Sainiks went on the rampage, beating up migrant job-seekers. Sainiks elsewhere in the state took the cue, creating law and order problems in cities like Nashik.

1966: Shiv Sena formed. Bal Thackeray is 40, Uddhav 6, Raj not born. Congress encourages Sena to counter the growing CPI influence among textile workers

1967: First political breakthrough: Sena wins 42 seats with Prajatantra Socialist Party in Bombay Municipal Corporation

1969: First street-battle over Maharashtra-Karnataka border dispute, with Kannadiga-owned hotels targeted. 'Marathi Manoos' card helps consolidate position among Maharashtrians

1970: Sena-CPI clashes climax in murder of CPI MLA Krishna Desai. Sena star on the rise among textile workers and in state politics

1985: Captures BMC, fans out across state with leaders Chhagan Bhujbal, Anand Dighe, Narayan Rane and Chandrakant Khaire. As Mayor of Bombay, Bhujbal renames city as Mumbai

1988: Raj Thackeray, 21, makes debut, organising rally of unemployed youths

1989: Raj made chief of Bharatiya Vidyarthi Sena. Sena joins Hindutva bandwagon with BJP, ally since 1984

1992: First major rebellion, when Bhujbal quits with 18 MLAs

1993: Active participation in post-bomb blast riots

1995: Sena-BJP wrest power in state. Manohar Joshi CM

1999: Narayan Rane succeeds Joshi. Combine loses to Congress-NCP

2002: Uddhav made Sena executive president on Raj's proposal

2003: Uddhav's Mee Mumbaikar drive. Raj launches campaign against migrant job-seekers

2004: Under Uddhav, Sena loses assembly polls

2005: Rane quits party post, sacked. Joins Congress, becomes revenue minister, defeats Sena in Malvan by-poll. A few days later, Raj quits party posts

Decisive Moment

THE move was at odds with the national profile the Sena was simultaneously seeking for itself. In states like Uttar Pradesh—home to the Mumbai migrants Raj and his men were targeting—local Shiv Sainiks cried foul and, finally, it was at Thackeray's intervention that the party abandoned its aggressive stance against 'migrants'.

In the process, however, Raj felt sidelined. The cold war between the cousins intensified further on the eve of the assembly polls in 2004, when Raj's nominees were rejected by Uddhav.

Even as Raj found an ally in Rane, the bond with his uncle continued to be strong. Raj, a cartoonist like his uncle, paid the latter an unusual tribute by bringing out a photo-hagiography six months ago at a grand function at the Gateway of India.

That the warmth was—is?—reciprocated was evident during the July deluge. When the flood waters entered Matoshri, the home shared by Thackeray Sr and Uddhav, it was to Raj's house that the Sena supremo was evacuated in a dinghy. The three Thackerays shared a roof for a whole week until things returned to normal.

Crossing the Line

FOR Thackeray Sr, it seemed, Raj was always an over-enthusiastic kid, who, at times, went out of control and had to be consoled and even warned.

The last occasion when Thackeray Sr publicly scolded Raj was on the eve of the Malvan assembly by-election on November 19. The election itself had been necessitated by Rane's recent resignation — he quit the Sena in July this year accusing Uddhav and his coterie of ruining the party.

Raj had been sulking after having to cut short his Konkan visit following tension in the area and, on his return to Mumbai, had accused Uddhav of sending Sainiks from Mumbai deliberately, despite his clear instructions to the contrary.

Tempers ran high when Sanjay Raut, the executive editor of Sena's mouthpiece *Saamna* and a staunch Uddhav supporter, accused Raj of being a coward and not fighting it out in Konkan and risking arrest like a "real" Sena leader.

The election rally at Malvan on November 17 was crucial. Bal Thackeray, age 79, announced he was retiring from active politics and would function only as an advisor, with Uddhav at the helm of the Sena. The announcement also sealed Raj's fate, but Thackeray Sr, used to having his directives obeyed unquestioningly, could not have predicted the outcome.

On November 25, Raj dashed off a stinker to his uncle, blaming Uddhav and his coterie for running the party like petty clerks and sidelining him and his supporters. Thackeray Sr responded by summoning him, assuming his nephew was in another one of his periodic sulks. But Raj, it seemed, had made up his mind.

On his return from Nashik, for which he had left soon after despatching the letter, Raj did not visit his uncle, but announced that he was quitting party posts (as Sena leader and as chief of the BVS). Subsequent peace offerings by Thackeray Sr emissaries proved futile.

Blood Bonds

DESPITE the rift, the emotional bonds between uncle and nephew probably persist. "The main reason Raj has left Mumbai for Pune is because he can't face his uncle," says a Raj supporter. "He knew that if he had had to have met his uncle before quitting the party posts, he would not have been able to carry out his resolution. He worships his uncle."

Even in his resignation announcement, Raj compared his uncle to Vaishnavite deity Vithal, saying that he had no differences with his Vithal, but with the *badavas* (priests at the Vithal shrine in Pandharpur, southern Maharashtra) around him.

Thackeray Sr's only reponse to Raj's rebellion came in an emotional editorial in *Saamna*, in which he said, "The tears of a fish are not visible in water—nobody cares."

He also made it clear that the Sena was not the private property of the Thackeray family (in which Raj was attempting to claim his share).

For Thackeray Sr, who once only had to lift a finger to bring Mumbai—and at times Maharashtra—to a standstill, Raj's revolt has come as an apocalypse: The defiant nephew, who modelled himself on his uncle and subsumed the basics of the party, has refused to obey him. Caught in a time warp, the nephew has only manifested the qualities and philosophies of his uncle.

Thackeray Sr may not agree, but he cannot but understand.

Thackeray vs Thackeray

KUMAR KETKAR

RAJ Thackeray has crossed the proverbial Rubicon. He cannot and will not come back to the Shiv Sena, which is effectively under control of his cousin, Uddhav. They are not only competitors for the legacy of Balasaheb, but also sworn enemies of each other. Politics and power have proved to be thicker than blood, as it has often been in history.

The cousins have only two things in common: The surname which goes with the legacy of the Shiv Sena and the academic background of the J J School of Art. But Raj has followed the footsteps of the uncle. He is a cartoonist and Uddhav is a photographer. But these are their hobbies. What has put them at the loggerheads is the leadership of the organisation, known for its mindless militancy and mayhem.

The SS supremo declared Uddhav his heir apparent a few years ago and it is since then the internecine rivalry has come to surface, creating not just one but multiple factions in the organisation. Perhaps Narayan Rane saw the writing on the wall and chose to walk out on the Thackerays before the landmine exploded.

In this case, the landmine is laid by the nephew, Raj. He has not only challenged the abilities of Uddhav to lead the organisation, but has also condemned the coterie surrounding the executive president as "nincompoop clerks".

Raj is a man of action. He built the Vidyarthi Sena and organised a large number of boys and girls under the banner of Shiv Udyog.

Saffron fringe: Shiv Sena workers in Bandra

He is a flamboyant and streetsmart leader who copies Balasaheb in toto—in dress as well as jokes and mimicry.

Uddhav thinks that he is an MD of the organisation and says that he wants it to run like a company. But when it comes to elections or agitations, Uddhav uses the same language as his father. He urged the Sena activists to attack MSEB board offices and defended the attacks on the electricity board employees when the state suffered heavy loadshedding. He has also called for attacks on shops selling Valentine Day cards. So it is not as if he is any more peaceloving than his rabblerousing cousin.

BE that as it may. Uddhav has the official mantle now and Raj has challenged him. Raj has not as yet revealed his strategy but it is clear that his options are extremely limited. He cannot join the Congress now because Narayan Rane has not only upstaged him but has also won the by-election by a record margin in the heartland of Konkan. If Raj joins the Congress, he will be the "follower", not the leader.

CONTINUED ON PAGE 12

Raj will meet me, listen to me, says Thackeray

Mumbai: Shiv Sena chief Bal Thackeray has said his belligerent nephew Raj will definitely meet him and listen to him, ending the crisis gripping the party.

"Raj will come when I call him. He is adamant, but he will listen only to me. I have fed him on my lap," he told party legislators here on Tuesday night. The meeting held at the Thackeray residence, 'Matoshree', concluded with the Sena chief telling the party legislators that he would call Raj in a day or two.

Meanwhile, Sena executive president Uddhav Thackeray said he was hopeful that the imbroglio following the Raj's resignation from party posts criticising his (Uddhav's) leadership would be resolved. Uddhav told reporters his cousin could meet Bal Thackeray any time so that his misgivings could be dispelled. "If he doesn't want to talk to me, he can talk to the Sena chief. There can be a solution to the issue."

In a bid to effect a patch-up between the cousins, senior party leader Ramdas Kadam and a few party MLAs met Raj on Wednesday. Agencies

Uddhav addresses Sena legislators at 'Matoshree' on Wednesday

01 DEC 2005

Jolt to Thackeray as Raj quits Sena

'I Have Resigned As I Don't Want To Be A Party To Their Sin'

TAKING CENTRESTAGE: Raj Thackeray after quitting Shiv Sena in Dadar and his wife (right) listening to his public announcement of resignation from the balcony of her house

TIMES NEWS NETWORK

Mumbai: Giving another blow to his uncle Bal Thackeray in the aftermath of the Malwan poll debacle, Shiv Sena leader Raj Thackeray on Sunday quit as party leader and member of the national working committee. He also resigned as chief of the Sena's campus wing—the Bharatiya Vidyarthi Sena (BVS) which he has been heading for the past several years.

Sporadic violence erupted in parts of Dadar, the Sena stronghold, in the wake of Raj's exit. Enraged by their leader's 'humiliation', the BVS workers went on the rampage in the Shivaji Park area after Raj's public meeting outside his residence where he announced his decision soon after praying at the famed temple of Sai Baba in Shirdi.

Bal Thackeray summoned key party leaders to 'Matoshree', his Bandra residence, on Sunday night for urgent consultations. Speculation was rife that Raj would be expelled from the party by the aging party supremo.

Earlier, Raj addressed a large public meeting near his Shivaji Park residence after faxing his resignation to 'Matoshree'. He said a band of petty 'karkoons' (clerks) was running and ruining the Sena. However, he did not mention his cousin, Sena's executive president Uddhav Thackeray or the 'karkoons' by name.

"I am being insulted in the party. I have been relegated to the sidelines. The Sena leadership doesn't have any faith in me. I think I have no right to continue in the Sena as its leader," he said.

Stating that the 'karkoons' were out to finish the Sena, Raj said, "I have quit the leader's post as I don't want to be a party to their sin (of bringing the Sena to an end)."

He won prolonged cheers when he asserted that he had no plans to join Congress, the NCP or any other party for that matter. "Sanjay Nirupam himself is on a slippery wicket in the Congress," he remarked, referring to the state Congress spokesperson's statement on Friday that Raj was free to join Congress but only if he was willing to accept Sonia Gandhi as his leader.

"The country and Maharashtra needs Sena. I will do nothing that will go against the interest of Maharashtra and Sena," Raj declared.

He employed a popular religio-cultural imagery of Maharashtra while reiterating his loyalty to Thackeray. "I have no quarrel with Lord Vitthal. My fight is with the priests who act like middlemen." Applause. "Balasaheb was my deity. He is my deity. He will be my deity forever." More applause.

To a large section of partymen, Raj's 15-minute address was a re-play of vintage Thackeray. The Sena pin-up boy's carefully-cultivated image as Bal Thackeray clone struck instant rapport with the crowd which comprised old-timers and Gen. Now, Sainiks as w

Hotly denying the charge of political ambition, he said, "I don't wish to be Sena's working president. It was I who had proposed Uddhav's name as executive president in the party's Mahabaleshwar conclave in 2001. I have worked for the party selflessly with no expectation of political rewards. I did my job of strengthening the party to the best of my ability."

Stating that he was insulted and humiliated by the "band of 'karkoons'" for the last six years, the Sena leader said his resignation was an "eruption" of emotions suppressed for long. "I had never imagined that a day such as this would come in my life," he remarked.

Raj Thackeray resigns from Shiv Sena posts

Says he will not join any party and will always respect his uncle

Special Correspondent

MUMBAI: Raj Thackeray on Sunday resigned from his position as Shiv Sena leader and also as president of the Bharatiya Vidyarthi Sena (BVS), the party's student wing.

Announcing this at a public meeting outside his house, a tearful Raj Thackeray, who is Sena leader Bal Thackeray's nephew, said that for 10 years he had suffered a lot in the party. He had a difficult time and there was a limit to his tolerance. However, he would always have the greatest respect for his uncle.

He clarified that he was not going to join any other party. Mr. Raj Thackeray was expected to resign after a letter he sent to Mr. Bal Thackeray, expressing his unhappiness over the way the recent Malvan by-election was handled. He blamed Udhav Thackeray, the party executive president, and his supporters for the defeat and said he should be removed from the post.

He said he had given deep thought to his decision and had done everything he could to reconcile himself to the situation but things had become intolerable. He said he did not wish to blame anyone for this but could not work in such an environment.

SEEKING A CHANGE: *Raj Thackeray at a Press conference in Mumbai on Sunday.*
PHOTO: VIVEK BENDRE

Hundreds of Raj Thackeray's supporters thronged the tree-lined lane outside his residence in Shivaji Park here. Since morning, there was much slogan shouting in anticipation of his resignation.

Mr. Raj Thackeray returned on Sunday afternoon from Nashik, where he had gone to visit the Sai Baba temple at Shirdi. Hordes of Shiv Sainiks waving saffron flags lined the roads, showing their support for him.

His arrival at the public meeting created a stir: slogans rent the air and giant saffron flags were raised as supporters tried to get as close they could to their youthful leader. The former Lok Sabha speaker, Manohar Joshi and Shiv Sena Rajya Sabha MP Sanjay Raut came to meet Mr. Raj Thackeray.

Mr. Joshi told the media that he still hoped the issue could be resolved as Mr. Raj Thackeray had not officially quit the party. However, the crowd raised slogans against Mr. Raut, Mr. Joshi and Subhash Desai, the party MLA and spokesperson.

Announcing his resignation, Mr. Raj Thackeray said he was not even born when the Sena was formed but had seen it from when he was very young, and had never imagined that things would come to such a pass.

Since 1988, he has been an office-bearer of the party. He said he had no desire to see the end of the party but was not going to tolerate the way it was being managed by "four *karkuns* (clerks)." When he did not He said he had obeyed the Sena leader and had not demanded anything for himself or his supporters. He said his decision to quit was not connected with any post he was seeking. He had recommended that Mr. Uddhav Thackeray, his cousin, be made executive president but that was a decision he was to rue later, he added.

Rebellion in the Shiv Sena

Raj Thackeray quitting all party posts is only the beginning of much greater turmoil.

Kalpana Sharma

NEWS ANALYSIS

THE CRACKS have been evident for more than a year. Now the Shiv Sena has finally exposed the deep fissure that cuts through its core, one that cannot be papered over any longer. On Sunday, Shiv Sena supremo Bal Thackeray's nephew Raj Thackeray threw the gauntlet down in style when he publicly announced his resignation from all positions in the party. If the stampede outside his Shivaji Park residence and the anger displayed by his followers is any indication of the passions this has aroused, it is evident that this is only the beginning of much greater turmoil and fratricide in the Shiv Sena.

Ever since Raj Thackeray sent a letter to the senior Thackeray last week, expressing his intense disappointment over the party's performance in the recent by-elections to the Malvan Assembly seat and the Mumbai Northwest Parliamentary seat, and insisting that someone had to take responsibility for this debacle, it was clear that he had decided to push the envelope as far as he could.

For the last two days there has been intense speculation in the media about when Raj would resign and whether he would join another party. That he would act was not in doubt any longer.

Of course, this is not the first time the nephew has rebelled. Ever since Bal Thackeray anointed his low-key son Uddhav Thackeray as the party's executive president and therefore his successor, Raj has been chafing. He has always believed that he is the true inheritor of his uncle's legacy. He has demonstrated this in the style and content of his public persona that mirrored his uncle's. And the fervour of his followers has been evidence of his popularity.

So his uncle's decision last year to virtually crown Uddhav was a blow to the 37-year-old Raj's ambition from which he never recovered. Although at various stages, the senior Thackeray was able to compel the cousins to sink their differences, the rift was growing each day.

When Raj Thackeray's close friend and supporter Narayan Rane was expelled from the party six months ago, the party began to fall apart. For 39 years the quintessential Sainik, Mr. Rane joined the Congress Party, became the State's Revenue Minister and systematically went about drawing Shiv Sena cadre way from the party, particularly from its stronghold in the Konkan.

Mr. Rane's steamroller victory in the recent Malvan by-election, where the Shiv Sena candidate lost his deposit, set aside all doubts about the extent to which he has destroyed the Sena's base in the Konkan. This happened despite Uddhav's extensive campaign in the region and the closing rally on November 16 to which the ailing senior Thackeray made what he claimed was his farewell appearance. He announced his "retirement" from public campaigning.

Planned move

In fact, the Sena's closing rally in Malvan on November 16 gave the first hint that Raj was planning to pull out. His absence was eloquent, indicative of his alienation from the party leadership. Since then, it was only a matter of time before he would make the move. The fact that he has chosen to act within days of the Sena's electoral massacre suggests that considerable planning has gone into his move.

Raj Thackeray has not yet left the party. But for all accounts and purposes, it is clear that he will not work in a party led by his cousin Uddhav. Bal Thackeray also has now gone too far in indicating his preference for his son over his nephew to make any kind of compromise possible at this stage.

It is also clear that the major part of the grassroots support, that has not already left and joined Mr. Rane, remains with Raj. If the Sena has any hopes of retaining any kind of presence in Mumbai and the rest of Maharashtra, it will have to find a way of retaining Raj. He is the only one of its leaders who has a mass following and the ability to inspire the kind of blind loyalty to their leader that typifies the Sena cadre. But he says he cannot now turn back.

So will there now be a Raj Sena and an Uddhav Sena? Are the last days of a party that survived all these years on the basis of a blind loyalty to one individual being played out?

THE HINDU 28 NOV 2005

Cong opens door to Raj

Ex-Sena man Sanjay Nirupam woos Thackeray's nephew

HTC and Agencies
Mumbai, November 26

OPENING ITS door for Shiv Sena leader Raj Thackeray, the Congress on Saturday said he was welcome to join the party fold provided he shuns the Sena ideology and accepts the leadership of party president Sonia Gandhi.

"We are keeping the doors open to Raj. It is now up to him to state whether he wishes to join the Congress and what are his expectations", Maharashtra Pradesh Congress Committee spokesperson Sanjay Nirupam told reporters here.

It was now up to Raj to respond and express his expectations. The same will be conveyed to the party leadership, who will take a decision on the issue, if Raj responds to the move, said Nirupam — who himself crossed over to the Congress from the Sena earlier this year.

The simmering discontent in the Shiv Sena turned into a pitched battle on Friday when Raj Thackeray shot off an angry letter to party chief Bal Thackeray, alleging injustice to him and his supporters. An irate Thackeray, sources said, was seriously considering disciplinary action against him.

RUMBLINGS IN THE WEST

"For the last few years, the party has repeatedly faced defeat. Will someone take responsibility for that?" wrote Raj. He also alleged that Thackeray did precious little when Raj raised the matter with him. "The questions I raised about changes to be made in the party should be taken up immediately if you want to save the Sena," Raj wrote. He also indicated that he expected a reply to the letter he sent to Thackeray on Friday before leaving for Nashik.

The party's top brass is divided over taking action on Raj.

On Friday, Thackeray attempted to contact Raj telephonically, but in vain. "The decision on Raj is expected within a couple of days," the leader said.

According to Nirupam, some Congress leaders were in touch with Raj, who, of late, has been vocal of his disliking of the "style of functioning" of cousin and party executive president Uddhav Thackeray.

Raj Thackeray is reported to have sent a letter to party supremo Bal Thackeray demanding that the leadership take responsibility of the Sena's humiliating defeat in the Malwan Assembly by-election and the Mumbai north-west parliamentary by-election.

"I know what Raj must be undergoing through now (within the party), and we want to tell him that he should not feel lonely. The Congress party is with him", Nirupam said. Nirupam said that if Raj Thackeray were to accept the offer to join the Congress, the party would be immensely benefited.

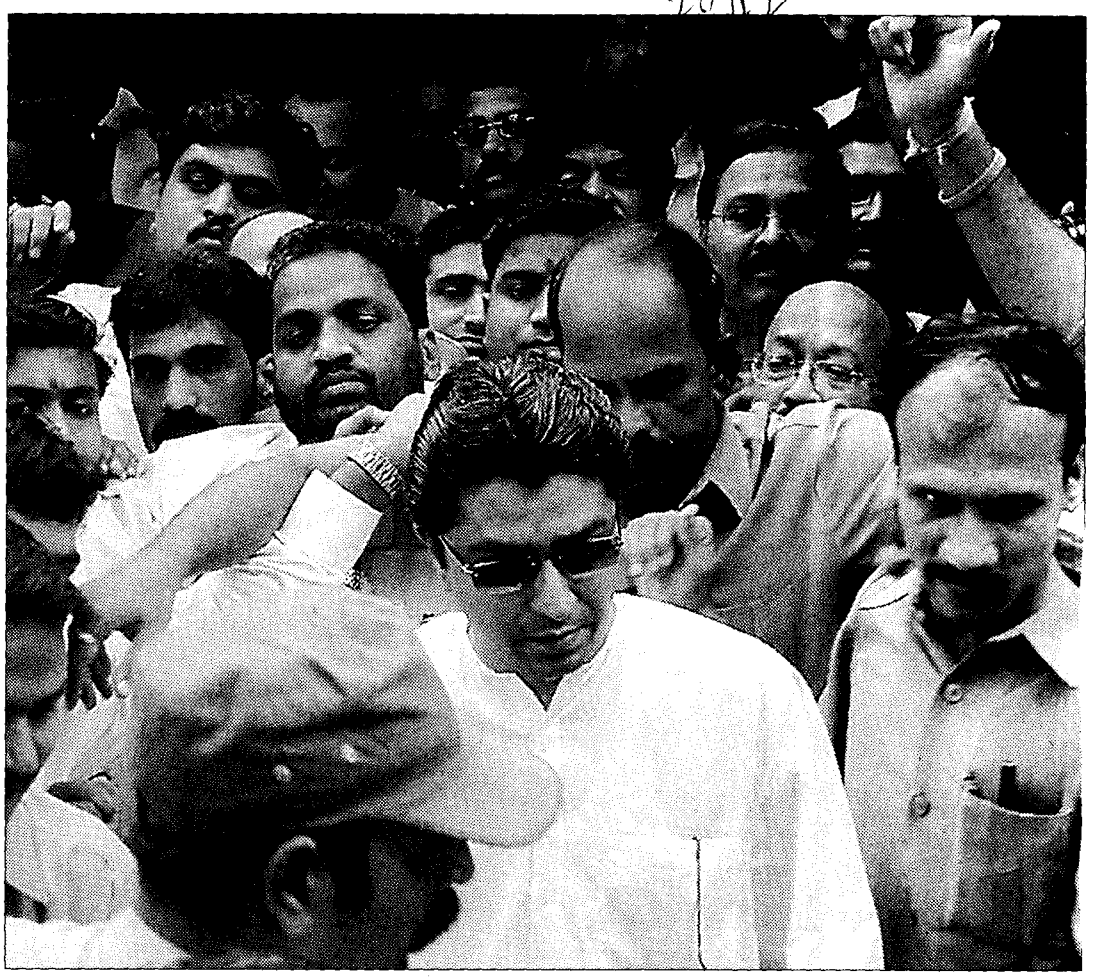

UNI

Shiv Sena leader Raj Thackeray with his supporters outside his residence in Mumbai.

Sena in patch-up mode

PRESS Trust of India
Mumbai, November 26

WITH STRUGGLE for power gripping Shiv Sena, senior party leader Manohar Joshi on Saturday said party chief Bal Thackeray should address the issues raised by Raj Thackeray, in the wake of the Malwan debacle.

Describing Raj as a "very matured" leader who understands what is good for the party, Joshi said Balasaheb could sit and talk to his nephew and "I don't think this issue can cause some major tussle in the party".

"I've talked to both Udhavji and Raj. I have already talked to Balasaheb. I'll say Raj has some expectations and they can be considered.....I don't think this issue can cause some major tussle in the party", said Joshi, who, too, had previously brought about rapprochement between the two cousins.

Reports had it that Raj has complained to the Sena chief about he and his supporters being ignored — an indirect reference to Thackarey senior preferring Uddhav.

The Sena leader reportedly wanted the supremo to immediately make changes in the organisation if he wanted to "save the party". Party sources said that a settlement was necessary in the wake of the strongly worded letter addressed to the Sena chief, in which he is understood to have expressed strong displeasure at the party state of affairs under Uddhav's leadership.

The letter by Raj has come at a time when the supremo was planning an overhaul of the party organisation in the wake of the debacle in Malwan as well as Mumbai north-west. Sena executive president Uddhav Thackeray was also likely to visit Nasik on Saturday to have a talk with Raj, party sources said.

DAMAGE CONTROL

JOSHISPEAK
Senior Sena leader Manohar Joshi said Raj's demands could be considered and he doesn't think the issue will cause some major tussle in the party

CHANCE OF SETTLEMENT
According to sources inside the party said other Sena leaders too said a settlement is necessary to avert a crisis

Raj Thackeray in revolt mode

Nandu R Kulkarni/SNS

MUMBAI, Nov. 26. — Shiv Sena leader Mr Raj Thackeray is all set to defy the leadership of his cousin and the party's executive president, Mr Udhav Thackeray, to revive the "original" Shiv Sena that "cared more for Marathi-speaking citizens than Hindutva".

The development undermines the foundation of the organisation the family launched. Mr Raj Thackeray, Mr Bal Thackeray's nephew and considered heir to the latter's political legacy until the supremo started promoting his son, sent a formal letter to him two days ago seeking to know his "status" in the Shiv Sena. *Saamna* executive editor and Rajya Sabha MP Mr Sanjay Raut was the go-between.

It is now clear that, much like the average Shiv Sena worker, Mr Raj Thackeray holds his cousin responsible for the party's deposit-forfeiting defeat in the recent Malwan Assembly by-election, which saw Mr Narayan Rane, the former chief minister ~ who having split the Sena, is now determined to wipe out the party he once belonged to ~ romp home.

Another split, brought about by a Thackeray, will surely leave the organisation shattered.

Indications are that Mr Raj Thackeray is ready to set up a "real Shiv Sena" if Mr Udhav Thackeray refuses to quit. The Sena chief, though aware of his son's unpopularity, is too weak to run the party and has told insiders that he is helpless.

The letter to the Sena chief raises questions Mr Bal Thackeray might not be able to answer easily, given that he is conscious of his nephew's standing. The Sena chief's insistence that his son should succeed him has brought the 40-year-old party to the brink of disaster.

The nephew's supporters, mostly members of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Sena, the party's students' wing, organised a show of strength at his Shivaji Park residence. Mr Raj Thackeray is the president of Vidyarthi Sena whose members are not happy with either Mr Udhav Thackeray or Mr Rane. They say that the "original" Shiv Sena, launched in the interests of the sons of the soil, needs to be revitalised.

Analysts feel that if Mr Raj Thackeray splits the Sena, he will have a larger base than his cousin.

Mr Udhav Thackeray is yet to comment on the letter. The Sena chief wanted the cousins to work in harmony but the defeat at Malwan has put paid to such hopes.

Nirupam rubs it in

MUMBAI, Nov. 26. — The Congress today said that it was ready to accept Mr Raj Thackeray in the Congress provided he gives up the Sena ideology and accepts the leadership of Mrs Sonia Gandhi. **PTI**

MAHARASHTRA ▮ Seven more to follow suit before winter session, says Rane

3 MLAs quit Sena, join Congress

EXPRESS NEWS SERVICE
MUMBAI, NOVEMBER 4

THREE Shiv Sena legislators, who had supported Sena-MLA-turned-Congress-minister Narayan Rane during his rebellion against the Sena leadership, today joined the Congress after resigning from the Maharashtra Assembly. Maharashtra Pradesh Congress Committee chief Prabha Rau formally inducted Ganpatrao Kadam (Rajapur seat), Subhash Bane (Sangameshwar), and Shankar Kambli (Wengurla) into the Congress.

Rane, who is Revenue Minister in the state Cabinet, was also present. Since his expulsion from the Sena on June 28, Rane had been claiming the support of 10 Sena legislators, including the three who quit today.

Quizzed about the other seven MLAs, Rane and Rau refused to reveal their "strategy".

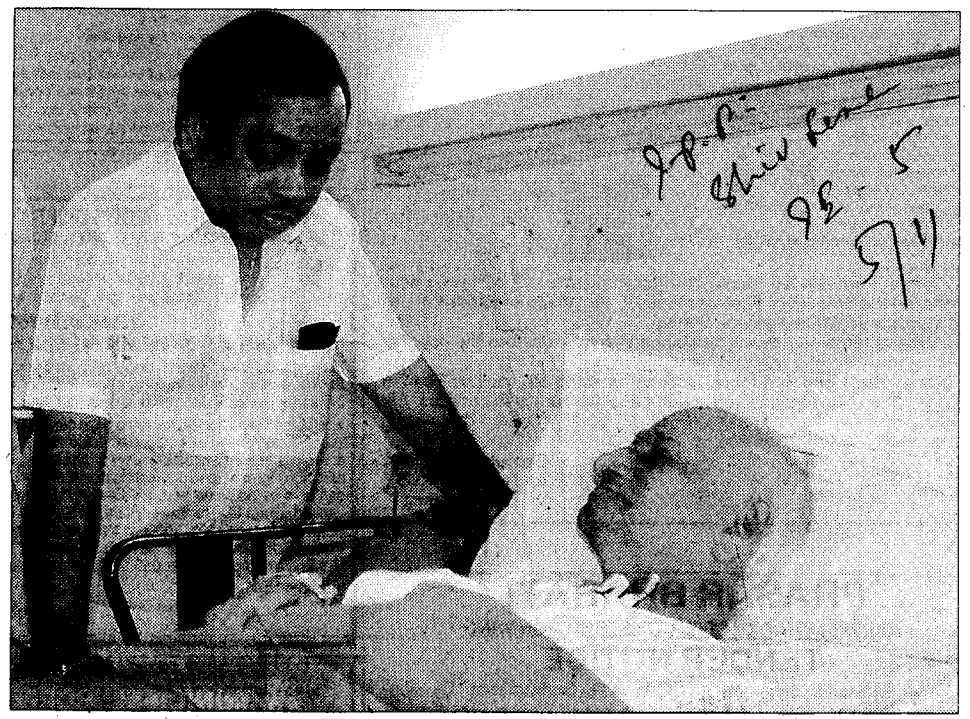

Narayan Rane visits ex-Union minister Madhu Dandavate at a Mumbai hospital on Friday. *PTI*

Asked why the Sena legislators had chosen to join the Congress, Rau said it was out their regard for Congress ideology and its democratic traditions. Rau did not allow the trio to speak to the media. "They won't speak to you today. I am here to give their point of view," Rau said.

Asked if the three had been promised anything, Rau said the party would discuss suitable assignments for them at a later stage. Rau was ambiguous on whether the three Congress entrants would be given party ticket for the by-poll to their Assembly seats. "The Congress would definitely want to give them ticket for the by-poll," Rau said.

Rau told reporters that the three MLAs had resigned from primary membership of the Sena and from the Assembly. The three MLAs had earlier met Assembly Speaker Babasaheb Kupekar and submitted their resignations.

Rane later said they had also sent letters to Sena chief Bal Thackeray, stating that they were resigning. Seven more Sena MLAs would resign before the winter session of the Assembly, he claimed.

The Sena tally in the Assembly has now gone down from 62 to 59. Before Rane quit, the Sena had 63 legislators.

বুধবার মিছিলে কাস্তে-হাতুড়ি আনার নির্দেশ দিলেন মমতা!

আজকালের প্রতিবেদন: ১৪ সেপ্টেম্বর তৃণমূলের মিছিলে মমতা দলের কর্মীদের কাস্তে এবং হাতুড়ি আনার নির্দেশ দিলেন। কৃষি জমিতে শিল্পনগরী করার বিরুদ্ধে মমতা বুধবার কলকাতায় মিছিলের ডাক দিয়েছেন। মিছিলের জন্য মমতা ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এদিকে, দিল্লিতে গেছেন সৌগত রায় ও পঙ্কজ ব্যানার্জি। দিল্লির কাজ মিটে গেলে মঙ্গলবার রাতেই তাঁরা কলকাতায় ফিরছেন। মমতা এদিন এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, কলকাতা ও তার আশপাশের সমস্ত জেলা থেকে লোক আসার কথা বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন রাজীব দেব, জাভেদ খান, অরূপ বিশ্বাস, মদন মিত্র, সঞ্জয় বক্সি, অতীন ঘোষেরা। রাজীব জানান, কলকাতার সমস্ত ওয়ার্ডের কর্মীরা এই মিছিলে আসবেন। মমতা বলেন, তৃণমূল শিল্পের বিরুদ্ধে নয়। উন্নয়ন আমরাও চাই। কিন্তু এভাবে নয়। চাষীদের কম অর্থ দিয়ে জমি নেওয়া চলবে না। আরও প্রতিরোধ হবে। মমতা এদিনও বলেন, রাজারহাট, কুলপি, হলদিয়ায় কত চাকরি দেওয়া হয়েছিল? সি পি এম আবার মিথ্যে কথা বলা শুরু করেছে। ধাপ্পা দিচ্ছে। আগামী বছর নির্বাচন। নির্বাচনের আগে ওরা সাধারণ মানুষকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। ১৫ সেপ্টেম্বর মমতা যাবেন হাওড়ার কুলগাছিয়ায়। ২১ সেপ্টেম্বর হাওড়ার সলপে সভা আছে। মমতা আজ, মঙ্গলবার তৃণমূল ভবনে মিছিলের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনার জন্য সভা ডেকেছেন। বৈঠকে থাকবেন অজিত পাঁজা, কৃষ্ণা বসু, সুব্রত বক্সি, তমোনাশ ঘোষ, পার্থ চ্যাটার্জিরা। মমতা বলেন, শুধু শিল্পই নয়, আমরা ডিলিমিটেশন নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে যাব। সি পি এম একতরফাভাবে সীমানা পুনর্বিন্যাস করতে চাইছে। আমরা তাই প্রতিবাদ করেছি। আমরা জনশুনানি চাই।

Mamata spoils another seat recast panel hearing

'Fear' of defeat in politics of disruption

A STAFF REPORTER

Calcutta, Sept. 8: The shadow of a personal poll setback in her Calcutta South Lok Sabha constituency looming, Mamata Banerjee today forced yet another abandonment of the Delimitation Commission's public hearing.

The commission announced the cancellation of today's hearing within five minutes of its commencement, after Mamata's supporters in Mahajati Sadan began to hurl missiles — bottles and other objects — at commission members and officials seated on the dais.

"We (the commission) express deep anguish at these unfortunate incidents... further course of action on the delimitation exercise for Bengal will be deliberated upon...." said Shangara Ram, its secretary.

"The so-called public hearings are a farce," said Mamata. "We are going to press for transparent sittings in districts where people want to speak out against the killing of democracy in Bengal."

In the past four days, Mamata has disrupted two other public hearings of the commission — created by the earlier NDA government in Delhi to recast constituencies on the basis of the 2001 census — in Siliguri and Durgapur. The Trinamul Congress is still an NDA partner.

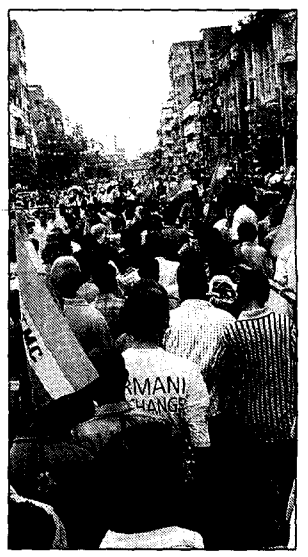

Mamata Banerjee outside Mahajati Sadan; her supporters lay siege to Central Avenue. Pictures by Sanjoy Chattopadhyaya

But observers said Mamata's concern stems from the fear that she might end up on a weak wicket with several segments known to be her strongholds lopped off from her constituency. In their place, areas known to be pro-CPM might be added to Calcutta South, making the 2006 Assembly polls tricky for the Trinamul chief.

The CPM candidate had shaved off her victory margin by 127,000 votes in the last general elections.

"She is fast losing ground, even in Calcutta. Results of the Lok Sabha elections in May 2004 and the Calcutta Municipal Corporation election this May prove this. And she knows what lies in store," state CPM secretary Anil Biswas said.

Trinamul got only one seat from Bengal in the last Lok Sabha elections — Calcutta South — and lost the city civic body to the CPM this year.

Trinamul had fared well in the 2001 Assembly elections bagging 13 of the 24 seats in the city. The Congress tallied two and the CPM and its allies 9. In North 24-Parganas, Trinamul won 12 of the 25 seats, three more than the CPM.

Mamata is now believed to be alarmed at reports that seats in Calcutta and North 24-Parganas, where her party had fared well, will decrease because of the restructuring.

The Congress, which did not play any role in the cancellation of the sittings on Monday and Wednesday, joined Trinamul supporters today.

Koijam joins NCP

Special Correspondent

NEW DELHI: The Nationalist Congress Party (NCP) received a boost in the North-East with the former Manipur Chief Minister, Radha Binod Koijam, joining the party here on Saturday.

Mr. Koijam, who headed a coalition Government led by the erstwhile Samata Party in the State, had quit the party two years ago. Mr. Koijam's induction into the NCP along with five others, including two former State Ministers, Maibam Kunjo Singh and Morung Makunga, was announced by the party general secretary, Tariq Anwar, at a press conference here.

Mr. Anwar said that with Mr. Koijam in the party, the NCP would gain strength in the region in general and Manipur in particular. With Assembly elections due in Manipur in February 2007, he said, the NCP would aim at emerging as the single largest party.

On his part, Mr. Koijam said Manipur was a "fertile ground" for the NCP to grow as a political party. "We expect to do well in the coming days and in Assam Assembly elections next year, we are equally hopeful," he said. Mr.

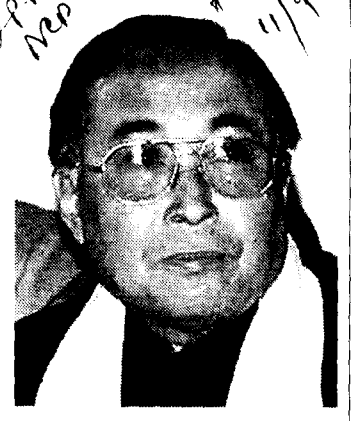

Radha Binod Koijam

Koijam criticised the Ibobi Singh Government in Manipur and alleged there was no governance as corruption prevailed at all levels.

The Manipur Government has not been able to take up issues concerning people such as repeal of the controversial Armed Forces Special Powers Act or on the demand of integrity.

On the demands over some territory in Manipur by the Naga groups, Mr. Koijam said the NCP would go by what has been mentioned in the Common Minimum Programme. "

Mahanta lays claim to AGP symbol

Bikash Singh

GUWAHATI 15 SEPTEMBER

FORMER Assam chief minister and founder president of Asom Gana Parishad (AGP), Prafulla Kumar Mahanta on Thursday announced that his newly-formed political party, Asom Gana Parishad (Progressive) party will claim the elephant symbol.

The party leadership of AGP(P) will place their claim before the Election Commission. Elephant is also the party symbol of AGP. The first executive committee meeting of AGP(P) was held on Thursday. The expelled AGP leader said his party would contest the 2006 Assembly elections in Assam and was trying to form a coalation with anti-Congress and anti-BJP parties.

Mr Mahanta said AGP(P) would follow the 1996 Assembly election model for striking alliances with the political parties. In 1996, the AGP had entered into a pre poll-alliance with the Left parties, including CPI, and CPI(M). "We are going to constitute an advisory board, which will include intellectuals. The board will chalk out future strategies for the party," he said.

Mr Mahanta is supported by four sitting MLAs and former ministers — Sahiul Alam Choudhury, Utpal Dutta, Gunin Hazarika and Bulbul Das. Mr Mahanta claimed support of 23 of the AGPs 26 district committees.

Taking potshots at the recent developments, AGP President Brindawan Goswami said, Mahanta's group was not the break way group. "These people were expelled from AGP," he said.

Mamata attacks CPI-M double-standard

Statesman News Service

KOLKATA, Aug. 28. — Trinamul Congress chief Miss Mamata Banerjee today urged her party workers to launch an agitation on two major issues — the proposed delimitation of constituencies and handing over 5100 acres of agricultural and other land to the Salim group of Indonesia and expose the double standard of the CPI-M.

Addressing a meeting of Trinamul Chhatra Parishad workers, she said that party workers would participate in the hearing and oppose the proposals put forward by the National Delimitation Commission early next month.

He said the National Delimitation Commission's draft to redraw the constituencies had been prepared arbitrarily at the CPI-M's instructions.

Miss Mamata Bannerjee at the meeting. — SNS

She said party leaders would be present at the hearing to oppose the draft.

She said the party would organise meetings and rallies to oppose the proposed handover of land to the Salim group of Indonesia.

Without naming Mr Subrata Mukherjee, she said her party is "a party of the workers and not the leaders and some leaders' joining the Congress will have no impact on the party."

She said the people are with her and under no circumstances she is going to tolerate the highhandedness of the CPI-M.

In another meeting to celebrate the anniversary of the Chhatra Parishad Congress leaders criticised CPI-M leaders who speak about Cuba and Chile but want the people of the state to forget great thinkers like Bankim Chandra and others.

The leaders said there is no room for emotion in politics and the Congress is the only viable alternative and the largest Opposition in the state.

Mamata sees red over riot article

Statesman News Service

KOLKATA, Aug. 19. — Trinamul Congres chief Miss Mamata Banerjee today took serious exception to an article by CPI-M former general secretary, Mr Harkishen Singh Surjeet, wherein he had stated that a "so-called fire brand lady" of West Bengal was among those who organised anti-Sikh riots soon after Indira Gandhi's assassination in 1984.

"There is not an iota truth in the insinuation and it was politically intended to malign me. I do respect Mr Surjeet's age and his political stature, but have filed a defamation suit against him, the publisher and the printer of the CPI-M's party organ, People's Democracy. The target is clear, since that epithet is often used about me," Miss Banerjee said.

She said that when Indira Gandhi was assassinated she and many other "followers" of Mr Pranab Mukherjee, the defence minister, were at Contai, Midnapore, to attend a meeting to be addressed by Rajiv Gandhi.

"In fact, we could manage to return alive to the city the next day. There were no anti-Sikh riots in Kolkata then and only a few sporadic protests were held. The riot that took place was in 1992 and it was sponsored by the ruling party," the Trinamul chief said.

Miss Banerjee said the "false propaganda" was launched only a few months before the state Assembly polls as the Trinamul is the main Opposition and the CPI-M is riddled with factionalism. "I was a student leader at the time of the assassination and soon after I contested the Lok Sabha elections defeating Mr Somnath Chatterjee, the present Lok Sabha Speaker. Why is it that such an obnoxious and defamatory charge was not levelled either after my victory then or during the past 21 years ?" she said.

The CPI-M state secretary, Mr Anil Biswas, however gave a clean chit to Miss Banerjee and said what Mr Sujeet wrote in the article was his opinion on the role of Congress leaders in West Bengal in 1984. "I have no knowledge of Miss Banerjee's involvement in any attack on Sikhs."

CPI-M leader Mr Surjeet has alleged that 'the so-called fire brand lady of West Bengal' was one of the organisers of the anti-Sikh riots.

Panel holds meet

The committee constituted to look into the need for providing employment and issues relating to rehabilitation of families of victims of the 1984 anti-Sikh riots, held its first meeting in New Delhi today.

The meeting was presided over by the secretary (border management) in the home ministry, Dr DK Sankaran, who is the chairman of the committee.

Pranab sings old tune on tie-up

Statesman News Service

KOLKATA, Aug. 19. — PCC president and Union defence minister Mr Pranab Mukherjee today reiterated that no poll alliance with Miss Mamata Banerjee was possible as long as she continued to support NDA.

Talking to newsmen at Bidhan Bhavan this afternoon, Mr Mukherjee said: "that the Congress' chief enemy is NDA and it cannot have alliance with any political party having ties with the NDA. Congress is an all-India party and NDA is its chief political enemy and so no alliance with any party having ties with NDA is possible."

On re-induction of Mr Subrata Mukherjee, he said he had already discussed it with Mrs Sonia Gandhi and Mr Mukherjee and his colleagues were likely to be re-inducted soon.

The PCC today felicitated Mr Mukherjee for being re-nominated as state President by the party chief Mrs Sonia Gandhi. Mr Mukherjee said that it would be difficult for him to carry on with the PCC president's post because of his busy schedule in Delhi. "But I have no other choice as Soniaji wants me to continue," he said.

Asked whether his absence here in the state would affect the party's functioning before the Assembly polls, Mr Mukherjee said: "I do not consider myself to be so important and all party leaders will work together to implement party programmes."

20 AUG 2005

Raj outburst leads to Sena rift

HTC and **Agencies**
Mumbai, August 16

THE ONGOING tussle between two scions of Thackeray clan, Raj and Uddhav, has risen to new heights with the former seeking expulsion of "inactive" members in Shiv Sena even as party chief, Bal Thackeray, on Tuesday, held discussions with senior leader and former Lok Sabha Speaker Manohar Joshi on the issue.

Top party leaders, including its chief Bal Thackeray, executive president Uddhav and Joshi met to discuss ramifications of Raj's outburst on Monday wherein he demanded removal of "inactive" members and suggested restructuring of the Sena.

Although Raj did not name the "inactive" people, the remarks were considered to be directed at Uddhav and some of the people appointed to the party posts by the latter, party sources said.

Raj had also indirectly criticised Uddhav's decision to send party workers from Mumbai along with him on his recent visit to rain-lashed Konkan region. He said their presence had created tension in Sindhudurg and on August 10 he cut short the visit as he "did not want Shiv Sainiks fighting among themselves". "It created unnecessary tension in Kankavali (Rane's stronghold) and other areas. There was panic in the area and people chose to stay indoors," Raj said on Monday. "Partyworkers from Mumbai joined me despite my requests to stay away from my town. Why? I don't know," he added in an irked tone.

Sena Rajya Sabha MP and executive editor of party mouthpiece *Saamna* Sanjay Raut, against whom Raj had made certain remarks, on Tuesday said he stuck to his article in the paper, which mentioned that Raj should not have cut short the Konkan visit and if the situation warranted so, should have got himself arrested. Raut is considered a supporter of Uddhav and was also a target of Rane's ire for "defaming people in the Sena who are opposed to Uddhav".

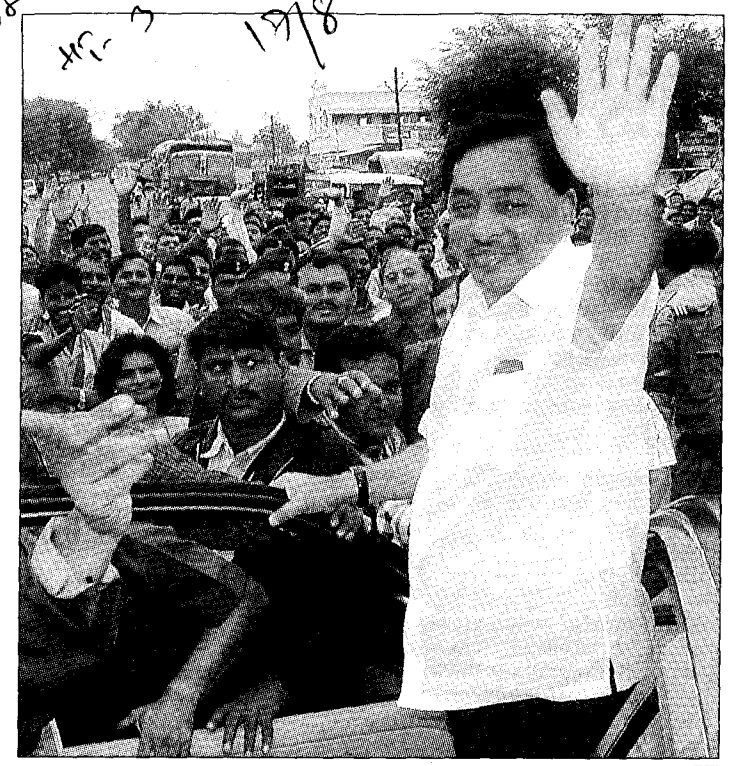

PTI

Narayan Rane waves at a crowd after addressing a rally at Chimbur on Tuesday.

THACKERAY CLAN FACEOFF

Joshi told reporters that the Sena chief was the final authority in the Sena. Asked if Raj's remarks would be construed as a breach of discipline, Joshi, who also met Raj and Uddhav separately, refused to comment. "Raj, like me, is a leader of the Sena", he said. "If there is any issue between the brothers, it should be sorted out amicably", he said. While Uddhav is the Sena chief's son, Raj is his nephew. Raj was not present at the meeting held at Bal Thackeray's residence *Matoshree*.

Uddhav had, on August 7, called a meeting of party workers at Kohinoor Hall at Dadar asking them to march towards Sindhudurg to make the tour a success.

Remarks too late: Rane

Agencies
Nagpur, August 16

MAHARASHTRA REVENUE minister Narayan Rane, who joined the Congress after being expelled from the Shiv Sena in July, on Tuesday said Sena leader Raj Thackeray's remarks on "incompetent leaders" in the saffron party are too late to save the sinking ship of Shiv Sena.

"The Shiv Sena is a sinking ship and nobody can save it. The comment by the junior Thackeray that 'the Shiv Sena has some imcompetent and useless leaders and needs changing of faces' is too late", Rane told reporters. "Had he made these observations when I was exepelled from party after my 39 years association, there could have been some propriety in his utterances", Rane, who is to tour the rain-affected Chandrapur district first time after his induction as revenue minister, said.

To a question, he ruled out Raj's leaving the Sena. Quoting him (Raj), Rane said he Raj is bonded by blood-relations and will continue to remain with the Sena. When his attention was drawn to the post of leader of Opposition in the Maharashtra Assembly, Rane took a dig at the saffron alliance saying, "Sena-BJP will never come to power in future due to prevailing political situation and weakning of both parties".

Firing a salvo at Uddhav Rane said, "He doesn't have the required qualities of a party chief. Forget about party chief, he is not even fit to be a shakha pramukh (chief of local unit)." Rane further said, "Eleven legislators and five MPs from the state are in constant touch with him. Their names would be revealed at an appropriate time".

He pooh poohed Sena's claim of calling a Maharashtra bandh after some Sena activists supporting him were cane-charged for rowdy behaviour by police in Mumbai in July.

BJP's infiltration

Finds Mamata again on the wrong foot

If Mamata Banerjee could explain the basis of the dramatics she indulges in, Trinamul may not be in the plight in which it finds itself. The latest example is the infiltration issue which she has hijacked from the BJP and used it to produce another spectacle in the Lok Sabha. Till now she has lent no more than lukewarm endorsement to the problem of large-scale infiltration along the state's borders which the BJP has for long seen as a Marxist plot to inflate voters' lists to its own advantage. There may have been two reasons why Mamata maintained a discreet silence in the past. First, she had wanted to demonstrate a distance from the BJP whose influence was of little consequence but whose connections could produce a negative effect. Second, there was a possibility of sending out the wrong signals to the minority community and giving the Left an advantage in terms of the 22 per cent minority vote in West Bengal. Why these considerations have been set aside and the issue pressed with all vigour at this moment is a question Mamata may not be able to answer. As always, she remains unpredictable.

What she may have done quite unsuspectingly is to bring the BJP closer to Trinamul. NDA leaders promptly seized the opportunity to join her in her appeal to the President. That in a way stalls the possibility of Trinamul tying up with Congress for the next assembly election. It also obliges her not just to maintain a formal connection but to share a campaign platform with the BJP. How this will help her is anyone's guess. It will be a miracle if the infiltration menace is not lost in the multitude of issues that she will churn up — rigging, violence in the countryside and financial management — with no effect so far on voters. The latest drama confirms an uncanny skill in playing the wrong card and in banking on sympathy rather than on strategy. The CPI-M can only be thrilled.

THE STATESMAN

অসুখ গভীরতর

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার ইস্তফা দিয়াছেন। এ বার লোকসভা হইতে। ইতিপূর্বে তিনি লোকসভার ওয়েলে বসিয়া থাকিয়াছেন, রেলমন্ত্রীকে লক্ষ করিয়া শাল ছুড়িয়া মারিয়াছেন, অন্য সাংসদের কলার ধরিয়া টানাটানি করিয়াছেন এবং দুই-দুই বার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে ইস্তফা দিয়াছেন। তাঁহার জনপ্রতিনিধিত্বের জীবনে বড় কম কথা নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে তিনি বিধি বা রীতি মানিয়া কাজ করিয়াছেন, এমনও নয়। এ বারই যেমন, তিনি একটি কাগজে পদত্যাগের কথা লিখিয়া তাহা সভার মার্শালের হাতে জমা দিয়া সভা ছাড়িয়াছেন। ইহাতেও হয়তো কেহ অবাক হইবেন না। রীতি-রেওয়াজ, বিধি-নিয়ম মানিয়া চলার পাত্রী হিসাবে মমতা পরিচিত নহেন। দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, শৃঙ্খলাহীনতা, অতিনাটকীয়তা— নিজেকে তিনি এই সব নেতিবাচক লক্ষণের প্রতিমূর্তি করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। এই আচরণই তাঁহাকে রাজ্য-রাজনীতিতে ক্রমশ একঘরে করিয়া দিয়াছে। অনেকাংশে ইহার ফলেই লোকসভায় তাঁহার দলের সাংসদসংখ্যা নয় হইতে একে নামিয়া আসিয়াছে। ধন্য!

কিন্তু ইহা এখন আর এক ব্যক্তি-রাজনীতিকের আচরণ বা স্বভাবের অপরিণতি ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্ন নহে। ইহা পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী রাজনীতির সামগ্রিক প্রকৃতি ও প্রবণতার প্রশ্ন। যাহা গভীর ভাবে উদ্বেগজনক, তাহা হইল, এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেসই আজও পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দল এবং তাহার নেত্রীই বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর একমাত্র সম্ভাব্য বিকল্প। তাঁহার মতো তাঁহার দলও প্রধানত এই পথেই রাজনীতি করিয়া থাকে, প্রায়শই জনজীবনে তাহার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং হঠাৎ হঠাৎ যেন ঘুম বাড়িয়া জাগিয়া উঠিয়া দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মধ্য দিয়া অস্তিত্ব জাহির করিতে চায়। শুক্রবারেই যেমন, লোকসভায় নেত্রীর অপকীর্তির সমর্থনে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় বিধায়করা রাজভবনের সামনে আইন অমান্য মঞ্চস্থ করিলেন। ঘটনা ঘটিল লোকসভায়, ডেপুটি স্পিকারের মুখের উপর কাগজপত্র ছুড়িয়া মারার অপকাণ্ডটিও ঘটাইলেন তাঁহাদের নেত্রী, আর কলিকাতায় তাহার সমর্থনে আইন-অমান্য। নেত্রীকে অন্ধ ভাবে অনুসরণ করা ছাড়া বিধায়কদের হয়তো উপায় নাই। তৃণমূল কংগ্রেসে তো কোনও কার্যকর সংগঠন নাই, কমিটি নাই, লোকাল কমিটি হইতে পলিটব্যুরো সবই মমতা একাই। সকলেই মমতার অনুগ্রহপ্রার্থী, এ ভাবেই বাংলার অগ্নিকন্যা তাঁহার দল গড়িয়াছেন। অতএব নেত্রীর অপকর্মের সমর্থনে আনুগত্য প্রকাশের প্রতিযোগিতা হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কী?

তবে বাংলার দুর্ভাগ্য যে, একের পর এক ভোট আসে, যায়, শাসক গোষ্ঠীর বিরোধী পক্ষের আসনটি তৃণমূল কংগ্রেসের হাতছাড়া হয় না। বার বার তাহার জনপ্রতিনিধির সংখ্যা কমে, প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার কমিয়া যায়, তবু বিরোধী পক্ষের আসন হইতে তৃণমূল কংগ্রেসকে টলানো যায় না। সদ্য সমাপ্ত কলিকাতা ও বিধাননগর পুরসভার নির্বাচনেও কংগ্রেস নয়, তৃণমূল কংগ্রেসই প্রধান বিরোধী শক্তি রূপে উঠিয়া আসিয়াছে। হয়তো ইহাতে উজ্জীবিত হইয়াই মমতার এই নাটক। কিংবা বিপরীতটাও সম্ভব। ক্ষীয়মাণ জনসমর্থন চাঙা করিতে এমন একটি চড়া পর্দার নাটক মঞ্চস্থ করা জরুরি ছিল। সামনেই রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন, সেই নির্বাচনে তাঁহার কোনও বিকল্প কর্মসূচি নাই, নাই বিকল্প মতাদর্শ। সুতরাং শাসক গোষ্ঠী শাসনে যত অসামঞ্জস্যও থাকুক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোটদাতারা বিকল্প হিসাবে আবাহন করিবেন, এমন সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। এই অবস্থায় হাওয়া গরম করার জন্য তো একটাই পথ মমতার সামনে খোলা থাকে। ভোটার তালিকায় কারচুপি এবং বৈজ্ঞানিক রিগিংয়ের বস্তাপচা পুরানো অভিযোগ। সীমান্তবর্তী জেলায় অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ লইয়াই তিনি লোকসভা গরম করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এই কাণ্ডের জের টানিয়া কি আগামী বছরের মহাকরণ দখলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা সম্ভব? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন রাজ্যবাসীর ভরসা রাখিবার আর কোনও উপায় নাই। বৃহস্পতিবার লোকসভায় তাহাই আবার প্রমাণিত হইল।

06 AUG 2005

ভোটার তালিকায় কত অনুপ্রবেশকারী, সার্বিক হিসাবই নেই তৃণমূলে

সঞ্জয় সিংহ

অনুপ্রবেশ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদে শোরগোল তুললেও ঠিক কত অনুপ্রবেশকারীর নাম ভোটার তালিকায় উঠেছে, তার কোনও সার্বিক হিসাবই নেই তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে। কারণ, রাজ্যের নিরিখে ভোটার তালিকা নিয়ে তাঁদের দলে কোনও 'স্ক্রুটিনি' হয়নি বলে তৃণমূলের নেতা থেকে কর্মীদের অনেকেই খোলাখুলি স্বীকার করেছেন। এমনকী বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতেও কোনও স্ক্রুটিনি হয়নি। স্ক্রুটিনি না-হলে ভোটার তালিকায় কতটা কারচুপি হয়েছে, তা নির্দিষ্ট ভাবে বলা মুশকিল।

তবু যে-তথ্যের ভিত্তিতে মমতা বৃহস্পতিবার সংসদে জ্বলে উঠেছিলেন, তা হল উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটার দলীয় বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সরবরাহ করা শ'দেড়েক অনুপ্রবেশকারীর নাম। রাজ্যের নির্বাচন দফতর সূত্রের খবর, ভোটার তালিকায় ওই অনুপ্রবেশকারীদের নাম ঢোকানো হয়েছে বলে একমাত্র জ্যোতিপ্রিয়বাবুই নির্দিষ্ট ভাবে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। বস্তুত এই ক্ষেত্রে তিনিই কিছুটা ব্যতিক্রমী কাজ করেছেন। এই প্রসঙ্গে সদ্য তৃণমূল ও বিধায়কের পদ ছেড়ে দেওয়া অরুণাভ ঘোষ মন্তব্য করেন, "স্ক্রুটিনিটা হবে কী ভাবে? এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে কোনও কমিটি তো গড়ে দেওয়া হয়নি।"

শুধু উত্তর ২৪ পরগনা কেন, রাজ্যের অন্যান্য সীমান্তবর্তী জেলা মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদিয়াতেও এই স্ক্রুটিনির কোনও কাজ হয়নি। হওয়ার প্রশ্নও নেই বলে তৃণমূলের এক বিধায়ক ও নেতা এ দিন জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, "নদিয়ায় তো তবু আমাদের সংগঠন, বিধায়কেরা আছেন। কিন্তু মালদহ, মুর্শিদাবাদে আমাদের সংগঠন কোথায়?"

তবু নেত্রী ও তাঁর ঘনিষ্ঠ নেতারা বুথে বুথে সি পি এমের সঙ্গে লড়াইয়ের হুমকি দিচ্ছেন কী ভাবে? এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়ের দাবি, "দলের তরফে যা যা করণীয়, আমরা তা করেছি।" তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি মদন মিত্রও জানিয়েছেন, ভোটার তালিকা স্ক্রুটিনির কাজ অবিলম্বে শেষ করার জন্য বার্তা পাঠানো হয়েছে। এ দিন দলের কয়েক জন প্রবীণ নেতা জানান, বিচ্ছিন্ন ভাবে কোনও কোনও নেতা বা বিধায়ক তাঁদের এলাকার ভোটার তালিকায় ভুয়া ভোটারের নাম বাদ দিয়ে আসলদের নাম ঢোকানোর কাজ করেছেন। যেমন, টালিগঞ্জের বিধায়ক ও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এলাকায় সাড়ে পাঁচ হাজার ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করিয়েছিলেন। পাশাপাশি ২৯৯০ নাম বাদ দেওয়ার জন্য ৭ নম্বর ফর্ম পূরণ করিয়ে নির্বাচন দফতরে জমা দিয়েছিলেন।

বাকিরা কী করেছেন, সেই ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়ে তৃণমূলের এক প্রবীণ বিধায়ক বলেন, "আমরা বিষয়টি নিয়ে নির্দিষ্ট কমিটি গড়ে দেওয়ার কথা বললেই নেত্রী বলতেন, 'চিন্তা করবেন না, ও-সব আমি সামলে নেব'।" দলের নেতাদের অনেকেই বলেন, "অনুপ্রবেশ বা ভোটার তালিকায় কারচুপি নিয়ে আমাদের নেতাদের কোনও মাথাব্যথা আছে বলে তো জানা নেই। কারণ, দলীয় কোনও সম্মেলনে বা রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এই বিষয়ে কোনও প্রস্তাব তো কোনও দিন দেখিনি।"

ফলে বিষয়টি নিয়ে দলেই বিতর্ক রয়েছে। বিতর্ক রয়েছে এই ভোটার তালিকা নিয়ে সংসদে নেত্রীর আচরণ নিয়েও। তারই প্রতিফলন দেখা গেল এ দিন বিধানসভা থেকে দলীয় বিধায়কদের রাজভবন অভিযানের সময়। নেত্রীকে সংসদে সি পি এমের চাপে মুখ খুলতে দেওয়া হচ্ছে না বলে এখানে রাজ্যপালের কাছে প্রতিবাদ জানানোর কর্মসূচি নেয় তৃণমূলের পরিষদীয় দল। রাজভবনে ১৪৪ ধারা ভেঙে গ্রেফতার হন ২৩ জন বিধায়ক। বিধানসভায় আছেন দলের ৫২ জন বিধায়ক। নেত্রীর প্রতি 'আস্থা' প্রদর্শনের কর্মসূচিতে তাঁদের অর্ধেকেরও দেখা মিলল না কেন? পঙ্কজবাবু জানিয়েছেন, এ দিন বিধানসভার চলতি অধিবেশনের শেষ দিন হওয়ায় অনেক বিধায়কই এলাকায় ফিরে গিয়েছেন। কার্যধারায় অংশ নিতে তাঁদের পাঁচ জনকে অধিবেশন কক্ষে থাকতে হয়েছিল।

ANADABAZAR PATRIKA

Mamata rules out return

K. SUBRAHMANYA

New Delhi, Aug. 5: Unmoved by the rejection of her dramatic resignation from the Lok Sabha yesterday, Mamata Banerjee today refused to return to the House.

"I am not going back to Parliament. There is no question of my going back," the Trinamul Congress leader said this morning before leaving for an eye operation.

The micro-surgery was carried out in the afternoon at a nursing home here. Flying shards of glass had hit her left eye when an alleged

Mamata: Firm

CPM-backed group attacked her car in Calcutta's Garden Reach about 10 years ago.

Stating that her resignation letter was not in "order", Speaker Somnath Chatterjee refused to accept it yesterday. He asked her to return to the House and explain her conduct of hurling papers at the deputy Speaker.

Seeking to capitalise on the incident to give impetus to her campaign for next year's Assembly polls in Bengal, Mamata has sought an appointment with President A.P.J. Abdul Kalam on Monday to explain her point of view through a memorandum.

A team of 10 Trinamul MLAs from Calcutta, led by the leader of Opposition Pankaj Banerjee, will accompany her to Rashtrapati Bhavan.

The Trinamul leader said the Left's hue and cry over her conduct yesterday was meant to "divert" attention from the matter she wanted to raise in the House. "The actual issue is illegal infiltration into Bengal and the bogus voters' list."

She alleged that her voice was being stifled.

Mamata's cry echoed in Calcutta where Trinamul MLAs marched to Raj Bhavan in protest against "an attempt to gag the voice of their party chief". Led by Trinamul party chief whip Sobhandeb Chattopadhyay, 24 leaders courted arrest violating prohibitory orders under Section 144 of the CrPC.

Mamata avoided a response to Chatterjee's remark in Parliament today about her not bothering to participate in a House debate last week on infiltration.

She also skipped comment on the CPI and the CPM's breach of privilege notice to the Speaker against her over yesterday's incident. Chatterjee told the House today that the notices are under his consideration.

At the beginning of today's proceedings, the Speaker made a *suo motu* statement wondering why Mamata had not participated in the July 26 debate. Members cannot raise the same matter twice in a session and so he had to disallow her from raising the infiltration issue, he explained.

"Just because one hon'ble member was not present during the discussion in the House does not justify trying to raise a similar issue within a week," he said.

6 AUG 2005

লোকসভায় অগ্নিশর্মা মমতা

নাটকের সাত কাণ্ড

নভেম্বর, ১৯৯২
মন্ত্রিত্ব ছাড়ার ঘোষণা ব্রিগেডে

এপ্রিল, ১৯৯৬
আলিপুরে প্রকাশ্য সভায় গলায় চাদর জড়িয়ে আত্মহত্যার হুমকি

[illegible]
পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে লোকসভার ওয়েলে বসে থাকা

[illegible]
রেলমন্ত্রীর দিকে শাল ছুড়ে মারা

[illegible]
লোকসভায় সমাজবাদী পার্টির সাংসদের কলার ধরে টানাটানি

[illegible]
পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা

মার্চ, ২০০১
তহলকা-কাণ্ডের জেরে রেলমন্ত্রিত্ব ত্যাগ

কাগজের তাড়া ছুড়ে ভেঙে পড়লেন কান্নায়

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ৪ অগস্ট: শেষ কবে লোকসভাকে এমন স্থানুবৎ দেখিয়েছে, মনে করা যাচ্ছে না। ঘড়ির কাঁটা পৌনে দু'টো ছুঁয়েছে কি ছোঁয়নি, রাজনৈতিক বিতণ্ডার কাঁটা থর থর করে কাঁপছে!

কাঁপছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও! ডেপুটি স্পিকার চরণজিৎ সিংহ অটওয়ালের থেকে মাত্র দু'হাত দূরে দাঁড়িয়ে হুমকি দিচ্ছেন। প্রেস গ্যালারি থেকে মনে হচ্ছে, এই বার কিছু একটা ঘটতে চলেছে। কিন্তু যা ঘটল, তা মমতার রাজনীতির পক্ষেও বেশ অপ্রত্যাশিতই। হাতে ধরা প্রায় গোটা পঞ্চাশেক কাগজের তাড়া তিনি ছুড়ে মারলেন ডেপুটি স্পিকারের দিকে! এতেই শেষ নয়। হতভম্ব চরণজিতের সামনেই মমতা এ বার ভেঙে পড়লেন অঝোর কান্নায়। সংসদের চলতি বাদল অধিবেশনের সবচেয়ে ঘটনাবহুল এবং নাটকীয় দিনটির ক্ল্যাইম্যাক্স এই ভাবেই গড়ে দিলেন তিনি।

রাজধানীতে দীর্ঘদিন প্রচারের বাইরে থাকা মমতা আজ জিরো আওয়ারের পরে ক্রমশ স্বর চড়াচ্ছিলেন পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে বক্তব্য পেশের দাবিতে। অনুমতি না পেয়ে শুধু কাগজই ছুড়ে মারেননি, মার্শালের হাতে জমা দিয়েছেন এক টুকরো কাগজে লেখা পদত্যাগপত্র। চিঠিটি সংসদীয় নিয়মমাফিক লেখা হয়নি বলে সেটি গ্রহণ করেননি স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পরে সংসদের বাইরে ঘিরে ধরা সাংবাদিকদের কাছে ক্ষোভে ফেটে পড়ে তৃণমূলনেত্রী অভিযোগ করেন, তিনি বলতে উঠলেই পশ্চিমবঙ্গের বাম সাংসদেরা 'দিনের পর দিন বাংলায় গালিগালাজ' করেছেন। মহিলা সাংসদ হিসাবে ন্যূনতম সম্মানটুকুও তিনি পাননি। কিন্তু, "আমায় মানুষ নির্বাচিত করেছে মাথা উঁচু করে চলার জন্য, ঝুঁকিয়ে চলার জন্য নয়।" অতএব পদত্যাগের সিদ্ধান্ত।

কিন্তু সেটা তো গৃহীত হল না?

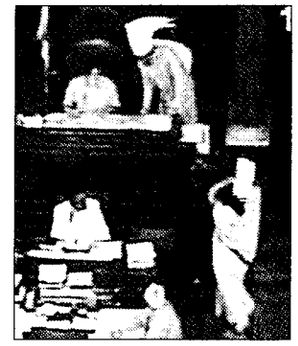

লোকসভায় সেই মুহূর্তের ছবি। দূরদর্শনের সৌজন্যে।

অতঃ কিম? আজকের দিনটা পর্যন্ত ভেবেছেন নেত্রী। 'কালকের কথা ঠিক করবে ভবিষ্যৎ।' তবে এটা জানা গিয়েছে, সোমবার মমতা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করবেন। পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্র বাঁচাও শীর্ষক একটি স্মারকলিপিও দেবেন। তাতে অনুপ্রবেশ সমস্যার কথা থাকবে।

আজ মমতার পদত্যাগপত্র মূলত তিনটি কারণে গ্রহণ করা হয়নি। এক, চিঠিটিতে সম্বোধন করা হয়েছে ডেপুটি স্পিকারকে। সংসদীয় নিয়ম অনুযায়ী প্রথম বারের সাংসদ ছাড়া অন্যেরা যদি পদত্যাগ করতে চান, তবে সম্বোধন করতে হবে খোদ স্পিকারকে। দুই, মমতা চিঠি তুলে দিয়েছেন ডেপুটি স্পিকারের পাশে দাঁড়ানো মার্শালের হাতে। নিয়মমাফিক চিঠিটি দেওয়ার কথা স্পিকারের হাতে। তিন, চিঠিতে শর্তসাপেক্ষে পদত্যাগ করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী পদত্যাগপত্রে কোনও পূর্বশর্ত রাখার কথা নয়।

সকাল থেকে শান্ত হয়ে বসে থাকা মমতা আজ দৃষ্টি-আকর্ষণী প্রস্তাবের পরেই রণং দেহি মূর্তি ধারণ করেন। অনুপ্রবেশের ফলে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিয়েছে বলে তিনি একটি মুলতুবি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় সেটি আগেই নাকচ করে দেন। হাতে ভুয়ো ভোটার তালিকার তাড়া (পরে যেটি তিনি ছুড়ে মারেন) নিয়ে তিনি বারংবার আবেদন করে যান, বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। ক্ষুব্ধ মমতা এ কথাও বলেন, রাজনৈতিক এবং প্রাদেশিকতার কারণে তাঁকে বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। বঞ্চিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ।

টেবিল চাপড়ে প্রাণপণ চিৎকার শুরু করেন মমতা। দাবি একটাই,

এর পর দশের পাতায়

● **মমতাকে তোপ সিপিএমের....পৃঃ ৫**
● **বাম-প্রস্তাবে নারাজ কংগ্রেস....পৃঃ ৫**

প্রচারের আলো হারিয়েই জঙ্গি মেজাজ

জয়ন্ত ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

৪ অগস্ট: আবার মমতা।

আবার সংসদে তিল থেকে তাল।

সময় বদলায়। কিন্তু রাজ্যে ক্ষমতার হাত বদল হয় না। আর বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের জয়ের মতোই দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র থেকে লোকসভায় বারবার জেতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সময়ের বদলে এক বছর আগেও যাঁরা সংসদে বিরোধী বেঞ্চে ছিলেন, আজ তাঁরা ট্রেজারি বেঞ্চে। মমতার বিদ্রোহিনী চেহারার কিন্তু বদল হয় না।

১৯৯৭ সালে রেল বাজেট পেশের দিন লোকসভার তৎকালীন স্পিকার পূর্ণ অ্যাজিটক সাংমার সামনেই রেলমন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ানের দিকে নিজের কালো শাল ছুড়ে দিয়েছিলেন মমতা। সে দিনও লোকসভার গ্যালারি থেকে তাঁকে দেখেছিলাম। আজ আট বছর পরেও তৃণমূলনেত্রীর সেই একই জঙ্গি মেজাজ। তখন সাংমার উপর রাগ করে সংসদে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সাংমা এতটাই ক্ষুব্ধ হন যে হুকুমনামা দিয়েছিলেন, ক্ষমা চাইতে হবে। প্রতিবারের মতো সে বারও চক্রব্যূহে বন্দি হয়েছিলেন মমতা। বহু পরে সন্তোষমোহন দেবের মধ্যস্থতায় মাথা নিচু করে সংসদে ঢোকেন।

নরসিংহ রাওয়ের আমলে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে অভিযোগ তুলেছিলেন, আজকের অভিযোগের সঙ্গে তার কোনও ফারাক নেই। সে দিনও মমতা বলেছিলেন, সিপিএমের বিরুদ্ধে তাঁকে লড়তে দেওয়া হচ্ছে না। সে দফায় ব্রিগেড প্যারেডে বামফ্রন্টের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে ইস্তফা দিয়েছিলেন তিনি। পদত্যাগপত্রটি নিজে প্রধানমন্ত্রীর হাতে দেওয়ার সৌজন্যটুকুও দেখাননি। অতিরিক্ত ব্যক্তিগত সচিবের হাত দিয়ে সাত নম্বর রেসকোর্স রোডে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সে বারও স্বরচিত চক্রব্যূহে বন্দি হয়েছিলেন মমতা। নরসিংহ রাও পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেননি। দীর্ঘদিন পরে কেন্দ্রীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রী গিরিজা ব্যাসকে মন্ত্রিসভা থেকে সরানোর সময় রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে মমতার নামটিও ঠাঁই পায়।

সেই ট্রাডিশন কেন সমানে চলেছে?

আজ সংসদের তুলকালাম কাণ্ডের পরে এই প্রশ্নটাই ঘুরে ফিরে এসেছে। সেন্ট্রাল হলে দলমত নির্বিশেষে সব সাংসদই বলেছেন, প্রচারের আলো কমে যাওয়ায় বাম-বিরোধিতার নিভু নিভু আগুনকে শেষ বারের মতো উস্কে দিতে চেয়েছেন মমতা। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে তৃণমূলনেত্রী এই বার্তাটি পৌঁছে দিতে চান যে, তিনিই সিপিএম-বিরোধী প্রধান শক্তি। আর তাই 'ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না', মেজাজ দেখিয়ে কাগজ ছুড়ে ফেলা।

কিছু দিন আগে গুড়গাঁওয়ের জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে ঝড় উঠেছিল সংসদে। গুরুদাস দাশগুপ্ত থেকে বৃন্দা কারাট, বামনেতারাই একতরফা ভাবে বিরোধিতার স্থানটুকু দখল করে নিয়েছিলেন। শুধু গুড়গাঁও কেন, রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে বাম নেতারা যে ভাবে সরকার-বিরোধী প্রচারকে তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন, তাতে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে মমতাও সমস্যায় পড়েছেন। আর তাই গত লোকসভা নির্বাচনের বিশেষ পর্যবেক্ষক আফজল আমানুল্লার রিগিং-রিপোর্ট থেকে অনুপ্রবেশ, সব ব্যাপারেই আজ হঠাৎ সরব হতে চেয়েছেন তিনি। অধিবেশন গোড়া থেকে সংসদে নিয়মিত হাজিরা দেননি মমতা। প্রশ্নোত্তরপর্ব বা দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব পেশ করার সময় দেখা যায়নি তাঁকে। আর আজ হঠাৎই তাঁর মনে হয়েছে, একগুচ্ছ কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে নিমেষে সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টি কেড়ে নিয়ে সিপিএমকে টিট করে দেবেন।

১৯৮৪ সালে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পরাস্ত করে মমতা সংসদে ঢুকেছিলেন জায়ান্ট কিলার পরিচয় নিয়ে। সেই সোমনাথবাবুই আজ লোকসভার স্পিকার। যদিও আজ ঘটনার সময় তিনি চেয়ারে ছিলেন না। দৃশ্যটি দেখেন ক্লোজড সার্কিট টিভির পর্দায়। সে দিন মমতার পরিচয় দিতে গিয়ে দিল্লির একটি সংবাদপত্র লিখেছিল, হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা। আর আজ একুশ বছর পরে যখন রাজ্যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 'চলছে না চলবে না' সংস্কৃতি বদলে উন্নয়ন-সংস্কারের ইতিবাচক পথে হাঁটছেন, তখনও পুরনো বোতলে পুরনো মদই পরিবেশন করতে চাইছেন মমতা।

এর পর দশের পাতায়

কাগজের

প্রথম পাতার পর

স্পিকার কেন তাঁকে বলতে দিচ্ছেন না? পরে তিনি স্পিকার সম্পর্কে রাজনৈতিক পক্ষপাতের অভিযোগ আনেন, পরে যা সংসদীয় কার্যবিবরণী থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু সে তো পরের কথা। আপাতত তখনই মমতার মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তেতে ওঠে বাম বেঞ্চ। ভেসে আসতে থাকে তির্যক মন্তব্যের গোলাবারুদ। সিপিএম সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "এ সব কী হচ্ছে?" কংগ্রেসের পবন বনশলও গলা মিলিয়ে বলেন, "চেয়ারকে অপমান করার অধিকার কারও নেই।"

গলা ভেঙে গেলেও মমতা চিৎকার করে চলেন। তাঁর পাশে দাঁড়ান জেডি(ইউ) সাংসদ প্রভুনাথ সিংহ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে ডেপুটি স্পিকার বলেন, "ম্যাডাম, স্পিকারের নিষেধাজ্ঞার কারণ আপনাকে জানাতে আমি বাধ্য নই। কিন্তু তবু আমি বলছি, এই একই বিষয়ে মুলতুবি প্রস্তাব এনেছেন বিরোধী দলনেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী। একই বিষয় নিয়ে দু'বার প্রস্তাব আনা যায় না।" মমতা চিৎকার করে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, দু'টো বিষয় আলাদা। বাম বেঞ্চ বনাম মমতার বাগ্‌যুদ্ধ চরমে ওঠে।

নাটকের অন্তিমে তিনি কাগজ ছোঁড়েন ডেপুটি স্পিকারকে লক্ষ করে। দশ মিনিটের জন্য সভা মুলতুবি হয়ে যায়। মমতা তখনও বসে বসে কাঁদছেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন প্রভুনাথ সিংহ, জয়াপ্রদারা। পরে আবার সভা বসলে মার্শালের হাতে পদত্যাগপত্র তুলে দিয়ে কক্ষত্যাগ করেন নেত্রী।

এর পরে আডবাণী প্রস্তাব দেন, স্পিকার তাঁর ঘরে মমতাকে ডেকে বিষয়টি মিটিয়ে নিন। প্রয়োজনে বিরোধী নেতারাও সেখানে থাকতে পারেন। কিন্তু বাম সাংসদেরা তা মানতে চাননি। প্রবল হইহট্টগোলের মধ্যে দ্বিতীয় বারের জন্য মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভা। তার পরেই স্পিকারের ঘরে সর্বদলীয় বৈঠক বসে।

নাম না করে মমতার বিরুদ্ধে লোকসভায় নিন্দা প্রস্তাব আনেন সংসদীয় মন্ত্রী গুলাম নবি আজাদ। বাম সাংসদেরা দাবি তুলেছিলেন, মমতাকে স্পিকারের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। তবে সোমনাথবাবু অবশ্য বলেন, "আমি কারও কাছ থেকে ক্ষমা প্রত্যাশা করছি না। এটা সাংসদের সিদ্ধান্ত। তিনি যদি নিজে মনে করেন ক্ষমা চাইবেন, তা হলে সেটা তাঁর সম্মানের পক্ষেই ভাল।" গুলাম নবি বলেন, কারও অধিকার নেই 'কুরসি'কে অপমান করার। সাংসদেরা নিজেরাই যদি সংসদকে অপমান করেন, তা হলে তা গণতন্ত্রের পক্ষেই অপমানজনক।

জঙ্গি মেজাজ

প্রথম পাতার পর

দু'দশকে বিরোধিতার ভাষা না-পাল্টালেও তৃণমূল নেত্রীর অতীতের সেই বিশ্বাসযোগ্যতা আর আছে কি? তাঁর মূল্যবোধের রাজনীতিও তো আজ প্রশ্নচিহ্নের মুখে।

তৃণমূল নেতা দীনেশ দ্বিবেদী অবশ্য বলেন, গুড়গাঁওয়ের মতো রাজ্যের আওতাভুক্ত বিষয় নিয়ে সংসদে আলোচনা হতে পারে, অথচ পশ্চিমবঙ্গের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে মমতাকে বলতে দেওয়া হবে না, এটাই বা কেমন গণতন্ত্র। বিরোধী নেত্রীর কণ্ঠ স্তব্ধ করার এই প্রচেষ্টার নিন্দা করছি আমরা।" আবার বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী বলেন, "কলকাতার পুর নির্বাচনেই তো বোঝা গিয়েছে যে মমতাই রাজ্যে প্রধান বিরোধী শক্তি। মমতার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানিয়েছিল বামেরা। আমরা তার বিরোধিতা করেছি।"

কিন্তু ঘটনা হল, অনেক বিজেপি নেতাই ঠারেঠোরে বলছেন, মমতার আজকের আচরণ তাঁর শক্তির নয়, রাজনৈতিক দুর্বলতারই পরিচয়।

05 AUG 2005

Mamata in House drama

FLINGS PAPERS AT CHAIR, RESIGNS

Statesman News Service

NEW DELHI, Aug. 4. — Trinamul Congress chief Miss Mamata Banerjee today hit a new low when she threw a bunch of papers at the Deputy Speaker, Mr Charanjit Singh Atwal, in the Lok Sabha after her notice of an adjournment motion to discuss the illegal migration of Bangladeshis to India was disallowed by the Speaker. She shocked the House further by tossing a letter of resignation before walking out of the House.

Mr Atwal was conducting the proceedings when the incident occurred during the pre-lunch session.

Speaker Mr Somnath Chatterjee rejected her letter of resignation saying it had not been properly prepared.

The Trinamul Congress leader became almost hysterical when Mr Atwal told her that he could do nothing about her motion as the Speaker had already disallowed the notice.

"The Speaker should explain why he disallowed the discussion. He never allowed me to speak," wailed Miss Banerjee amidst shouts of protest from the Left. After arguing with the Chair for 20 minutes, she began crying, prompting Samajwadi MP Jayaprada to go to her seat to calm her down.

Miss Mamata Banerjee at her residence in New Delhi on Thursday. — PTI

Shortly afterwards, Miss Banerjee rushed towards the Chair and threw a bunch of papers at the podium. The House was abruptly adjourned.

This is not the first time Miss Banerjee has thrown things at the Chair. Several years ago, when Mr PA Sangma was the Speaker, she threw her black shawl at him.

Mr Gurudas Dasgupta of the CPI described her behaviour as "unprecedented in the history of Parliament" and demanded action against her. Mr LK Advani said the Speaker should invite her to discuss the issue.

Outside Parliament, Miss Banerjee said she had not really insulted Mr Atwal, throwing the papers only as far as the table before him.

Let someone take over: Somnath

NEW DELHI, Aug. 4. — Not exactly amused by a walkout staged by a defiant Mr Tarit Baran Topdar of the CPI-M, an irate Mr Somnath Chatterjee told the Lok Sabha that he would go out and "let someone else take over". The incident happened during question hour when Mr Topdar said he had not been allowed to ask a supplementary despite repeated requests. "Let there be a new Speaker," Mr Chatterjee said. — SNS

Assembly uproar

Sparks flew in the Assembly over Miss Banerjee's resignation. Trouble started when Ms Kanika Ganguly of the CPI-M referred to the manner in which Miss Banerjee had behaved. Trinamul MLAs demanded an apology. Things went out of control when Trinamul MLAs who had been outside the House rushed in and started shouting slogans. Finally Speaker Mr Hashim Abdul Halim restored order. He rebuked Ms Ganguly for raising a point during a discussion on a Bill. The Trinamul today rallied behind Miss Banerjee.

Patil's absence prompts Speaker to adjourn
House page, 5

Rane attacks Sena's 'anti-Marathi' moves

TIMES NEWS NETWORK

Mumbai: Rebel Shiv Sena leader Narayan Rane on Sunday accused the Sena of not doing justice to the Marathi *manoos*. Addressing a well-attended rally near the office of the Sena mouthpiece Saamna at Prabhadevi amid tight police security, Rane targeted not only Sena executive president Uddhav Thackeray and his PA Milind Narvekar, but for the first time also criticised two other Sena leaders—Raj Thackeray and Manohar Joshi—though without mentioning their names.

WAR OF WORDS

"The Shiv Sena was opposed to the sale of mill lands. But now these lands are being purchased by Sena leaders themselves," he thundered in an obvious reference to the recent purchase of the defunct Kohinoor Mill by Raj and Joshi for a whopping Rs 421 crore.

The meeting was organised by Congress activist Mukesh Purav, but there was not a single Congress flag at the venue. Rane, who is set to join the Congress, said he has been a diehard Shiv Sainik for 39 years and was committed to the welfare of the sons of the soil.

But he accused the Sena, under the leadership of Uddhav, of not doing anything for Marathis. The venue was hemmed in by multi-storeyed buildings which have come up in the place of old chawls and mills where Marathis lived and worked.

He said, adding that while Sena leaders have moved from Kalyan and Dombivli to Bandra, Marathis were forced to leave their homes in the city and go to the distant suburbs.

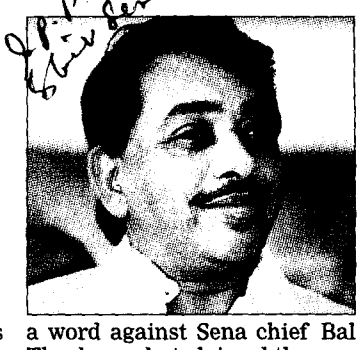

He didn't utter a word against Sena chief Bal Thackeray, but claimed the party was not being controlled by him anymore.

He alleged that the Sena was totally commercialised now. "If you want to become a shakha pramukh you have to pay Rs 5 lakh. If you want a ticket to contest the civic election then you have to shell out Rs 10 lakh, for an MLA's ticket the price is Rs 50 lakh and for a seat in the Rajya Sabha the price is Rs 5 crore," he alleged.

He added that he quit the Sena because he was being increasingly sidelined.

"I still don't know what the charge against me is. I don't know why I was expelled from the party," he said.

Rane later addressed a large rally at Kalachowkie. However, the police revoked permission for his rally at Goregaon in the evening since they feared large-scale violence. While Kalachowkie is the stronghold of Sena MLA Bala Nandgaonkar, Goregaon is the constituency of Subhash Desai, Sena MLA and a trusted aide of Uddhav.

THE TIMES OF INDIA

Rane to join Congress in CM's presence

Statesman News Service

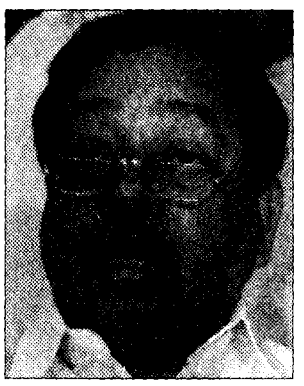

MUMBAI, July 25. — Erstwhile Shiv Sena leader Mr Narayan Rane today announced his decision to join the Congress here in the presence of chief minister Mr Vilasrao Deshmukh and MPCC president Mrs Prabha Rau.

The formalities, he said, would be carried out at the MPCC headquarters in Tilak Bhavan on 28 July when he and his followers would fill up the membership forms of the Congress.

The former chief minister, however, was evasive about the 12 MLAs who had supported him in his revolt against Sena executive president Mr Udhav Thackeray. "They are with me and will take their decisions in the days to come," Mr Rane said.

Like Mr Rane, the MLAs too will have to quit their Assembly seats since they do not have the necessary strength to defect.

While making his statement at the Gandhi Bhavan, a Congress office near the Vidhan Bhavan, Mr Rane was flanked by Mr Deshmukh and Mrs Rau.

Mr Deshmukh seemed to have reserved his comments for 28 July, his only comment being that Mr Rane's entry into the Congress would strengthen the party.

The former Sena leader issued a statement blasting Mr Udhav Thackeray for destroying the organisation built by his father Mr Bal Thackeray. He said that he still revered the Sena chief, referring to him as saheb, and also expressed regret over the police lathicharge on Shiv Sainiks on Sunday. He also accused Mr Udhav Thackery of "misusing the Sainiks' strength". He said the executive president was so immature that he did not realise the strength of the Sena. Mr Rane alleged that Mr Udhav Thackeray, surrounded by a caucus, had been plotting against him since his days as chief minister of Maharashtra.

26 JUL 2005

21 JUL 2005
THE HINDUSTAN TIMES

Bengal MLA gets life for murder

HT Correspondent
Kolkata, July 20

A SITTING MLA has been sentenced to life for murder, only the second time such a thing has happened in West Bengal.

Probodh Purkait of the SUCI, elected from Kultali in Sourt 24-Parganas, and four of his associates were convicted on Wednesday for the murder of two Congress workers 20 years ago. Judges A.K. Basu and P.K. Deb of Calcutta High Court awarded life sentences to the other four too.

The judges also upheld the life term of six other SUCI cadres. Two of them, who were on bail, have been directed to surrender within one month. Purkait and the other four convicted on Wednesday, including a gram panchayat pradhan, will also have to surrender before the trial judge. Only after that can they appeal to the Supreme Court for bail.

Purkait was elected to the Assembly in 1967, 1969 and 1977, after which he has held on to his seat. Now serving his ninth term, he first heard of the sentence from journalists. "Is it so? I didn't know that," the MLA said.

The SUCI ruled out resignation but Speaker Hasim Abdul Halim said Purkait would lose his Assembly membership automatically. "I shall make an announcement after receiving a copy of the court order," Halim said.

It is the second time an MLA has been sacked under such circumstances. CPI MLA Kongsari Haldar had lost his membership in the early 195s0s after he was convicted in a murder case. He got bail later.

The SUCI will move Supreme Court on Purkait's behalf. State secretary Provash Ghosh said Purkait was in Kolkata at the time of the murder and had been framed by his rivals in the CPI(M).

The case dates back to January 14, 1985, when Congress workers Abdar Rahman Laskar and Abdur Molla had angered the SUCI by snatching a mike. The next day, a 400-strong mob had attacked Abdar's house and raped his aunt. They found Abdar and Abdur in another house, dragged them out and murdered them.

Quashing the acquittal of Purkait by another court, the High Court judges ruled: "There was overwhelming evidence against them." They rejected Purkait's alibi that he was not present on the spot.

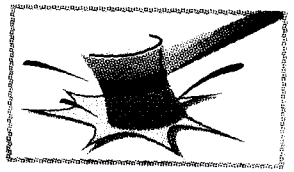

JUDGMENT DAY

Who's the convict?
Probodh Purkait, 9-time SUCI MLA from Kultali

What did he do?
In 1985, allegedly led a mob that killed two Congress men

What happens to his Assembly membership?
He loses it

What next?
He must surrender within a month. After that, he may move Supreme Court for bail

INDIAN EXPRESS
7 JUL 2005

'Sena has become a private family firm'

Bal Thackeray has always promoted his family — be it Raj, Uddhav or even Smita Thackeray. As for Thackeray being a dictator, that too has been well known, with the man himself admitting that he holds the "remote control". So why the sudden revolt now?
◗ Ajit Rana

I revolted because after 39 years of my association with the party I found that it is not run as it used to be when Saheb (Bal Thackeray) had all the powers in his hand. For the past two years, after his son, Uddhav, was appointed the executive president, everything has changed. There is corruption at high places and the common party worker has no access to the executive president, who is surrounded by a selfish coterie. Loyal and senior people are marginalised.

Bal Thackeray has accused you of goondaisim. But hasn't goondaism been a part of the Shiv Sena all these years, with Sainiks going on the rampage often — whether on cricket fields, theatres or even museums?
◗ Amjad K Maruf

FIRING LINE
NARAYAN RANE,
Leader of Shiv Sena breakaway faction

Sometimes one has to come out on the streets for a public cause and it leads to violence. But I would like to point out that the first ever police case filed against me was not for theft or dacoity, but when I came out on the streeets at Subhash Nagar, Chembur (Mumbai) in 1968 to protect Saheb, whose car was attacked by goondas. I joined the Sena when I was in Class VIII. I told them that I was 18 years old and enrolled myself as a party worker. I still remember sitting in half-pants on a gutter outside Saheb's residence as a guard. But now everything has changed. My 39 years of loyal service was rewarded by kicking me out, and now they are calling me names.

The Shiv Sena, especially its supremo Bal Thackeray, has always criticised the Nehru-Gandhi family and accused the Congress of nurturing "dynasty politics". Isn't the Sena guilty of the same now?
◗ Gaurav Dua

The Sena has become a private family entity like a proprietorial firm. Saheb has been blinded by his love for his son. This is going to be disastrous for the party. I can't even call him Dhritrarashtra of Mahabharata, because Dhritrarashtra's son, Duryodhan, had some qualities.

You have been a Shiv Sainik for decades. Do you now feel the need to distance yourself from its exclusivist ideology? Shouldn't this be a pre-requisite for joining a mainstream party, like in the case of Sanjay Nirupam?
◗ Pranav Sachdeva

Give me some time to think about it. I will not sit idle. I will continue to work for the welfare of people.

When it is clear that you do not have the majority support of the Sena MLAs, is it ethical to stick to the post of the leader of the Opposition just because of some legal loopholes?
◗ Madhu Agrawal

I have already resigned as the leader of the Opposition in the Assembly. I am not hungry for power. I revolted because I found that there was a conspiracy being hatched in the party by the executive president and his coterie to remove me. I invited their wrath when I spoke on behalf of the common party worker at a meeting. Since then they wanted to kick me out.

Your comments about "dictatorship"' in the Shiv Sena are in total contrast to your stand when you were made the chief minister. So what made you change your tune? Is it just another case of opportunistic politics?
◗ Subhash C Agrawal

I am not an opportunist. I have been a loyal Shiv Sainik for the past 39 years and have toiled and sacrificed for the party all these years. The problem started when the heir apparent appointed by Saheb proved to be totally insensitive to the problems of party workers. I complained to Saheb but he ignored it.

In your political career spanning four decades you have always criticised the Congress. You have not spared Sharad Pawar either. In such a situation, which party do you plan to join?
◗ Ramesh Prasad

I have not yet decided which party to join. I can only say that my exit from the Sena is not the end of my political career. I will not sit idle.

FIRING LINE
NEXT WEEK
BHUPINDER SINGH HOODA, Haryana Chief Minister

BESIDES defeating Jat strongman Devi Lal thrice from the Rohtak Lok Sabha constituency, **BHUPINDER SINGH HOODA** left rivals within his own party far behind in the race for the Chief Minister's post. But his problems are not over yet. Hooda is yet to tackle issues like criminalisation of the State and unemployment. Also, he has to redeem his pre-poll pledge to ensure equitable distribution of canal water among all regions of Haryana. Send him your questions at **firingline @expressindia.com.**

Sena forces adjournment of House

Speaker Reserves Ruling On Rival Sena Claims

TIMES NEWS NETWORK

Mumbai: Speaker of the Maharashtra legislative assembly Babasaheb Kupekar, who has reserved his ruling over the legal battle between two Shiv Sena factions led by expelled leader Narayan Rane and Ramdas Kadam, on Monday adjourned the house early in the day amidst pandemonium.

Tension prevailed in the Vidhan Bhavan when both factions of the Sena, one led by expelled leader Narayan Rane and other led by Ramdas Kadam entered the house. Rane entered the house first and quickly occupied the front row seat reserved for the leader of the opposition next to the deputy speaker.

Trouble began immediately after the speaker called the house to order to take up the question hour. As Rane rose to raise a point of order he was sought to be shouted down by Sena and BJP members. But he persisted in talking about the disqualification of 23 Sena MLAs about which he has already submitted a representation to the speaker.

Kupekar informed the house that he has received several representations , including the one from Rane about disqualification of 23 MLAs. He said all these were being processed by him and he would need time to study them.

Shriram Vernekar

Narayan Rane waves to his supporters as he walks back from Vidhan Bhavan to his bungalow opposite Mantralaya on Monday evening

However, Sena members insisted on knowing from Kupekar when he would announce his decision on the petition by their party expelling Rane from the organisation and removing him from the post of the leader of the opposition. Not surprisingly, Rane received support from the treasury benches. Ruling coalition MLAs were obviously enjoying the tussle between Rane and the Sena legislators.

Amidst noisy scenes , Rane said that he had filed a petition with the speaker demanding disqualification of 23 party MLAs for not attending a meeting convened by him on July 8. He urged the speaker to give his ruling to end the confusion. Incidentally, as many as 52 Sena MLAs had boycotted the meeting convened by Rane, but he has chosen to act against 23 of them in an obvious effort to divide the legislators.

Several Sena and BJP MLAs took objection to the way treasury benches members rushed to the podium in an aggressive manner gesticulating at Sena-BJP alliance MLAs who were trying to shout down Rane. Munde requested the speaker to reprimand them for such behaviour. He was supported by Sena MLA Subhash Desai and Datta Nalawde.

Some Sena members also took objections to remarks from treasury benches that there was a vertical split in their party. Desai pointed out that a petition has been submitted to the speaker signed by as many as 52 out of 63 Sena MLAs who are with Sena chief Bal Thackeray and his son Uddhav.

Both the Sena factions kept on demanding that the speaker must give immediate ruling to end the uncertainty. When there was too much of noise and tempers rose high, the speaker adjourned the house twice in the hope that tempers will cool down.

12 JUL 08 THE TIMES OF INDIA

Rane targets Uddhav loyalists

Threatens to Expel 25 Legislators For Not Attending Meet

TIMES NEWS NETWORK

Mumbai: The Shiv Sena-Narayan Rane row turned murkier on Saturday with the expelled Sena leader threatening expulsion proceedings against 25 of the 51 party MLAs who did not attend the Friday meeting convened by him.

Rane has targeted lieutenants of Uddhav Thackeray, including Subhash Desai, Sada Sarvankar and Gajanan Kirtikar, for the legislative axe. At the other end of the spectrum, the Congress, at a meeting of the party's coordination panel on Saturday, reviewed the political situation arising out of Rane's revolt. "The Congress is keen to rope in Rane. But, we are watching the situation as he is locked in a legal feud with his party," a Congress leader told TOI after the meeting, which was attended by AICC observer Margaret Alva, CM Vilsarao Deshmukh and MPCC chief Prabha Rau.

Meanwhile, Rane told media persons on Saturday that he was ready with petitions to state assembly speaker Babasaheb Kupekar for the expulsion of 25 Sena MLAs who disobeyed his whip for the Friday meeting.

He has been claiming support of 26 MLAs, apart from the nine legislators who have been his supporters. "If I am asked with affection to resign I will quit as leader of the opposition. However, if someone is itching for a legal battle I am all prepared for it," he added.

Sources close to Rane maintain that the leader would have been ready for a patch-up with the Sena had party chief Bal Thackeray personally intervened in the matter and put a call to Rane. However, Sena's working president Uddhav Thackeray has firmly rejected reconciliation. Rane has for nearly a week been steeling his nerves for a protracted legal fight with the Sena, which expelled him on Tuesday after he came out openly against the Uddhav faction.

Little wonder then that Rane has handpicked die-hard Uddhav loyalists for the expulsion proceedings. Ramdas Kadam, who was elected as leader of the Sena's legislature party in place of Rane last Tuesday, also figures on the list.

However, Rane has spared the remaining 26 MLAs as he is optimistic of their support on the floor of the state assembly where the week-long spat between the former chief minister and the Sena will reach its climax — or anti-climax, as the case may be on Monday.

Asked if he would attend the tea-party convened by the Congress-led Democratic Front government on Sunday, Rane said, "I will go if other opposition leaders (read BJP honchos Gopinath Munde and Nitin Gadkari) join me".

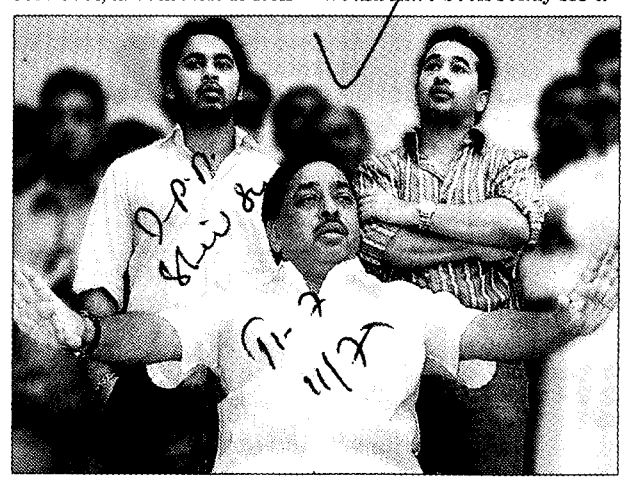

Sena MLA backs Rane at Cong MP's behest

Shirdi: Shiv Sena MLA from Kopargaon Ashok Kale has decided to back Narayan Rane at the behest of Congress MP Balasaheb Vikhe-Patil. Kale said Vikhe-Patil advised him to support Rane, thus indicating that the Congress had extended its support to the ousted leader. "I like Rane's style of functioning and leadership. Although I have not left the Sena, I have decided to join Rane," Kale told TOI on Saturday. There were indications that Rane would not get any support from Ahmednagar district, as all the three MLAs had decided to remain loyal to Thackeray. TNN

Gadkari meets Rane to defuse Sena crisis

Mumbai: Senior BJP leader Nitin Gadkari met expelled Narayan Rane on Saturday evening in a last-ditch attempt to defuse the crisis in the Sena. The talks went on till late night. "As a Sena ally, the BJP is perturbed over the crisis in that party. Let's hope something good comes out of my meeting with Rane," Gadkari told TOI as he drove to Rane's Bandra residence. Should his attempts come to naught, the Sena-Rane spat will enter its decisive phase on the floor of the Maharashtra legislative assembly on Monday, the opening day of the monsoon session. TNN

11 JUL 2005 THE TIMES OF INDIA

09 JUL 2005
THE STATESMAN

Defiant Rane to take battle to House

SFG 917 9-P-P- Shiv-Sena

Statesman News Service

MUMBAI, July 8. — Issuing a three-line whip, the ousted Shiv Sena leader Mr Narayan Rane today threatened party MLAs with stern action if they fail to attend Monday's proceedings of the Maharashtra Assembly where some important bills are to be discussed. This was his first reaction to 51 Sena MLAs presenting themselves before the Assembly speaker Mr Babasaheb Kupekar.

Ten MLAs and two MLCs attended the rival legislative party meeting called this afternoon by Mr Rane. The show of strength he had planned did not take place. He accused Shiv Sena of keeping 50 MLAs, who paraded in front of Assembly Speaker on Thursday, under "house arrest."

He stuck to his claim of having the support of 26 MLAs who "had spoken to him on telephone from their confinement."

The Shiv Sena has kept its 51 MLAs in two five star hotels in western suburbs. They were first lodged at Le Meridian and then shifted to Grand Hayatt. They are expected to enjoy five-star hospitality till Monday when the monsoon session of the Assembly starts. Mr Rane has no access to them.

For the past three days, BJP leaders Mr Gopinath Munde and state president Mr Nitin Gadkari have been working on a patch up formula between the Thackerays and Mr Rane. They called off their mission after several parleys with Sena chief Mr Bal Thackeray and Mr Rane. The ousted leader of the Opposition ruled out compromise after the party mouthpiece carried an editorial by Mr Thackeray castigating Mr Rane. "The language of the editorial was too offensive to think of any patch up move," said Mr Rane.

Mr Udhav Thackeray, Sena's working president, buoyed by 51 MLAs standing by him, said Mr Rane would pale into oblivion in due course for betraying (*gaddari*) the party. The new leader of Shiv Sena in the Assembly Mr Ramdas Kadam equals Mr Rane in muscle power and also hails from the Konkan region.

Mr Rane's move to issue a whip on the eve of monsoon session points to his clear intention to meet the Shiv Sena challenge by raising technical points. He said he still was the leader of the Opposition and would continue to do so as any decision on his future could be taken inside the Assembly.

"If I have to quit, I will do so inside the House and no one can compel me to resign when the session is not on." If the 51 odd MLAs defy his whip, Mr Rane, sources close to him claim, can expel them from "Shiv Sena" legislative party.

The Assembly Speaker Mr Babasaheb Kupekar may or may not give his ruling on the issue of de jure leader of the Opposition in the current session on a plea that he is still examining the legal and statutory implications of rival claims.

The deadlock, thus, would persist inside the House also. Under the circumstances, if Mr Rane acts against MLAs, the legislative Assembly is certain to witness acrimonious scenes from Monday onwards.

Analysts, however, say the rebel leader's desperation was clear from his unscheduled visit to Delhi on Wednesday night to meet Mrs Margaret Alva, in-charge of Maharashtra Congress affairs.

Expelled Shiv Sena leader Mr Narayan Rane and his MLAs greet their supporters outside his residence in Mumbai on Friday. — PTI

SENA CRISIS | Rane says expulsion illegal, dashes to Delhi to seek 'legal help'

Thackeray parades 51 MLAs

ENS & AGENCIES
MUMBAI, JULY 7

CHALLENGED to prove its strength by expelled leader Narayan Rane, the Shiv Sena today paraded 52 of its 63 MLAs, who are backing party supremo Bal Thackeray, before Maharashtra Assembly Speaker Babasaheb Kupekar.

"The Speaker met each of the 52 MLAs individually. We expect a decision from him regarding the meeting held yesterday," newly-elected leader of the Sena legislature party Ramdas Kadam told reporters at the Vidhan bhavan here.

Kupekar had asked Shiv Sena MLAs to meet him amidst claims by Rane about the support enjoyed by him in the Sena legislature party. The Shiv Sena had yesterday elected Kadam, a staunch Thackeray supporter, as leader of the party in the Assembly, replacing Rane.

Kupekar told reporters that he would give a ruling on the issue soon.

Speaker under fire

MUMBAI: Shiv Sena chief Bal Thackeray today alleged that Maharashtra Assembly Speaker Babasaheb Kupekar of the NCP was trying to "put Sena into difficulties" by recommending the name of Rane supporter Vinayak Nimhan as the new Chief Whip of the Sena legislature party.

Earlier, Rane told reporters that he met Kupekar this morning and handed him a letter pointing out that his expulsion from Sena was illegal.

"As per the Sena constitution, seven days' notice has to be given before expelling a member. In my case, this rule was not followed," he claimed.

Rane said Sena MLAs not attending tomorrow's meeting of party legislators, convened by him in capacity as leader of Opposition, may lose their Assembly membership.

Replying to a question, he said the purpose of his visit to Delhi yesterday was to take legal advise from a senior counsel.

Maharashtra deputy chief minister R.R. Patil at Vidhan Bhawan in Mumbai on Thurasday. *Express photo*

BJP will back Sena: Mahajan

AGENCIES
MUMBAI, JULY 7

THE BJP is firmly behind Shiv Sena in the ongoing tussle between the party and expelled leader Narayan Rane, said party general secretary Pramod Mahajan. "We hope that the strength of Shiv Sena remains 62 after Rane's expulsion from the party," Mahajan told reporters after a meeting of the party's state unit here. "We are not concerned with the tussle within the Sena, but wish that it is resolved amicably," Mahajan said. Mahajan said his party has not given any thought on the issue of staking claim for the post of leader of Opposition so far. The BJP meeting was attended by state chief Nitin Gadkari and legislative party leader in the lower House Gopinath Munde, among others.

Bal Thackeray plays a familiar tune

Narayan Rane's expulsion can affect the Sena's fortunes in the Konkan region and in Mumbai's apex civic body.

Ranjit Hoskote

THE SIMMERING tension within the Shiv Sena in Maharashtra, with the interests of long-serving cadre members ranged against the dynastic hopes of party chief Bal Thackeray, exploded into open conflict this week, when Mr. Thackeray publicly announced the expulsion of Narayan Rane on Sunday morning.

Mr. Thackeray has always timed his theatrical gestures well. He chose to embarrass Mr. Rane, his one-time confidante, former Chief Minister and currently Leader of the Opposition in the State Assembly, barely a week before the House convenes for its monsoon session. Mr. Rane, for his part, has chosen the path of nonchalant defiance, refusing to vanish as directed, affirming his status as a "loyal Sainik," and summoning a meeting of the Sena's legislature party. (Ramdas Kadam, an MLA from Khed in the Konkan region, was elected the new leader of the Shiv Sena in the Maharashtra Assembly on Wednesday.)

Internal dissensions

The face-off has dramatised the internal dissensions that afflict Maharashtra's vanguard right-wing party, known for its aggressive self-image and agitational approach to political and cultural issues. The Sena was founded in June 1966 as the first move in a violent nativist campaign aimed at disenfranchising such supposed 'outsiders' in Mumbai as the city's South Indian and Gujarati population segments. At first, it served the Congress as a tool to break the hold of the Left over Mumbai's working-class districts. For four decades, its policies have been laid down by Mr. Thackeray, whose brand of charismatic leadership has attracted generations of unemployed and disenchanted Maharashtrians belonging to the middle and the working classes.

By the early 1990s, however, it had become clear that other leaders within the party would stake claim to individual satrapies within the larger context of the Sena's influence. These ambitions began to collide, by the end of the decade, with the dynastic logic of leadership that the ageing Mr. Thackeray clearly wished his followers to accept, as he promoted his son Uddhav and his nephew Raj as the eventual inheritors of his mantle. And when the Thackeray cousins clashed over the sensitive succession issue, the party chief made it clear that it was his son who held his mandate.

Mr. Rane has paid the price for refusing to subscribe without murmur to this inner-party autocracy. Enjoying considerable prestige as a local leader in the coastal Konkan region as he does, Mr. Rane has not been at ease with Uddhav Thackeray's style of functioning or the directions in which he appears to be taking the party. In this, he represents the misgivings of the older cadres of the Sena, whose psychology was shaped by the party's street-fighting years, its involvement in criminal activities such as extortion and para-legal turf settlements in inner-city areas, its unbridled use of strong-arm tactics, and its contempt for the rule of law.

Mr. Uddhav Thackeray appears to have other plans. Since 2003, he has attempted to take the Sena beyond the limits of its traditional perceptions and antagonisms; he has, for instance, attempted to befriend the Dalits, with whose political formations the Sena has consistently done battle since the late 1960s. He is also in favour of a pan-Maharashtra approach aimed at expanding the Sena's reach beyond its bastions in Mumbai and coastal Maharashtra. Although the Sena suffered heavy losses in the 2004 Lok Sabha and State Assembly elections, the younger Thackeray seems committed to projecting a more suavely neo-conservative, centre-right image of the party in the long run.

Mr. Uddhav Thackeray's efforts may well reflect a generational shift away from the incendiary populism and robustly plebeian stance of the party's traditional cadres, with their roots in Mumbai's textile-mill areas, and towards a bourgeois self-perception more in consonance with the new, upwardly mobile classes of a Mumbai and Maharashtra in the throes of change prompted by globalisation. In other words, the Rane episode can be seen, not only as a case of rival egos, but also as an opposition between the street-fighters and bully-boys, on the one hand, and the bourgeois neo-conservative element, on the other.

Mr. Rane's downfall within the Sena follows a familiar script laid down for party leaders who become too powerful or popular, so trespassing upon Mr. Thackeray's prerogatives or interfering with his succession plans. In the early 1990s, for instance, Mr. Thackeray's favoured storm-trooper, the OBC (Other Backward Caste) leader Chagan Bhujbal, fell out with his chief when he began to carve out a support base of OBC and Maratha constituents for himself within the Sena. In December 1991, Mr. Bhujbal and his followers defected to the Congress; he has been the butt of irate satire for his former mentor ever since. Mr. Bhujbal was replaced, in Mr. Thackeray's esteem, by Manohar Joshi, a Brahmin teacher and party activist who eventually came to preside over a chain of restaurants and a tuition-class empire.

Mr. Joshi, who was appointed Chief Minister when the Sena-Bharatiya Janata Party combine came to power in Maharashtra during the mid-1990s, fell out of favour in turn. Mr. Thackeray brusquely ordered him to resign in January 1999, holding him responsible for souring relations between the two right-wing parties; he was also alleged to have condoned corruption on the part of individuals close to him. Mr. Joshi, whose allegiance to the Sena has not wavered despite this rough treatment, was replaced by Mr. Rane, then seen as a rising star who had helped extend the Sena's sway in the Konkan.

Fall from grace

Mr. Rane's fall from grace, and his future moves, will very probably impact the Sena's fortunes in the Konkan region, over which he retains a powerful hold. The Nationalist Congress Party has already made inroads into the Sena's base there in recent times, and it is even being speculated that Mr. Rane is going with the flow rather than guiding it. The Thackeray-Rane face-off is also expected to affect the Sena in Mumbai's apex civic body, the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), which the party has dominated for two decades. More than half of the 101 Sena members of the BMC's council belong originally to Sindhudurg, Mr. Rane's home base.

While political observers and ordinary citizens in Maharashtra alike wonder whether the rift in the Sena will widen into a full-scale split, violence has already broken out in Mumbai between rival units within the party. The Sena appears, finally, to have turned its dreaded capacity for destruction upon itself.

BROOKING NO OPPOSITION: *Shiv Sena chief Bal Thackeray.* – PHOTO: VIVEK BENDRE

Rane's headache: Anti-defection law

By Prafulla Marpakwar/TNN

Mumbai: A day after his expulsion from the Shiv Sena, Narayan Rane faces an uphill task as far as engineering a split in the party goes, thanks to an amendment to the anti-defection law.

When Chhagan Bhujbal quit the Shiv Sena in 1991, he had successfully mobilised the support of 19 legislators to engineer a split in the party. At that time, the provision under the constitution was that if one-thirds of a legislature party quit, they would not attract the provisions of the anti-defection law. However, when it was found that defections continued unchecked despite the rules, the NDA government, in 2003, amended the constitution in an attempt to completely ban defections. Then law minister Arun Jaitley effected drastic changes in the anti-defection law, replacing the one-third clause by a two-thirds requirement. As per the amendment which came into force in July 2003, two-thirds of a political party can form a new group and merge with another party. "The anti-defection law will not be applicable if there is a merger of two-third of the members," a senior lawyer said.

Under such circumstances, if Rane has to split the Shiv Sena, he will have to mobilise the support of at least 42 of the 63 members and merge the group with a party of his choice. "At the moment, I am studying the provisions of the anti-defection law and seeking legal opinion on the future course of action," Rane told TOI.

Significantly, despite being expelled from the Shiv Sena, Rane will continue to be a member of the Shiv Sena legislature party. In his book 'Anti-Defection Law and Parliamentary Privileges', constitutional expert Subash Kashyap has clearly stated that the anti-defection law does not recognise either an expelled member or an 'unattached' member.

Experts have stressed that the law needs to be amended to prevent party leaders from resorting to expulsions and to stop presiding officers from declaring some members as unattached with a view to circumventing the anti-defection law. Kashyap's book also says that the law should be amended to clarify the activities of a political party both inside and outside the House and the effect of declaration of expulsion or unattached status of any member. According to Kashyap, it is not permissible for a member to voluntarily resign. The corollary should be that it should not be open to the party to expel him on the ground of anti-party activities outside the House.

According to the law, two-third members of a political party can form a new group and then merge with another party. If Rane is keen on splitting the Sena, he will have to mobilise the support of at least 42 of the 63 Sena members

The SC, while disposing of a case filed by one G Vishwanathan against the TN speaker, held that an expelled member would continue to remain a member of the political party that had set him up as a candidate.

A senior Shiv Sena leader said under such circumstances, even if Rane has been expelled from the party, he continues to be its member on the floor of the House.

RANE DRAMA

All Eyes Are Now On Uddhav

Our Political Bureau
MUMBAI 4 JULY

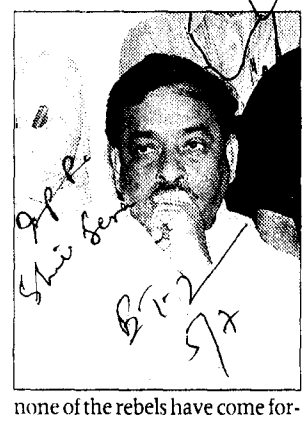

As ousted Shiv Sena leader Narayan Rane tries to gather his supporters for a possible rebellion against Bal Thackeray and a cloud hangs over the fate of the Shiv Sena, all eyes are, however, fixed on Raj Thackeray. Will the charismatic Raj, once considered heir apparent to Balasaheb and now sidelined by his cousin Uddhav, come forward to support Mr Rane in this battle royale?

"Raj and myself are sailing in the same boat. He is feeling ignored in the party like me," Mr Rane said a day after he was asked to quit the Sena. Some Sena observers said Mr Rane could be expecting an open support from the younger Thackeray to bolster his cause and paint Uddhav as the villain of the piece. "Till now, he always had a tacit assistance from Raj. It will be important to see whether he comes forward in Rane's support openly," a Sena leader said.

But Raj till now has refrained from giving vent to his anger against his cousin Uddhav in public. In private though, he has projected a different picture. "The time has come for Raj to pick up the gauntlet," a Raj supporter said.

Meanwhile, Mr Rane's claim of 42 MLA's may not find any takers, as none so far have raised their voice in support of Mr Rane.

The former chief minister, angry and upset on Sunday, claimed that 42 Sena MLAs and five MPs are in touch with him. Talking to mediapersons after indictment by the Sena chief Bal Thackeray, he hinted of a possible split in the party. But a day later, none of the rebels have come forward in support of Mr Rane. "Supporting him is one thing. And quitting the party with him is another," a Sena MLA observed candidly.

He said that though Mr Rane has a wider support base in the Sena, it will be difficult for his supporters to leave the party at this juncture.

"There's no immediate incentive for defecting. Neither are the elections round the corner nor is there a chance to form the government. In this situation, Mr Rane has an uphill task to woo MLAs to come with him," he said.

There were earlier reports that Mr Rane is planning to float an independent outfight or join the NCP. But he himself denied these reports. "I have not planned anything as of now," he said on Monday evening after attending the last meeting of the business advisory committee of the state legislature as a leader of the Opposition. He is expected to step down from this post on July 11, the first day of the monsoon session.

"Some MLAs and MPs are in constant touch with me. But I have yet to finalise my next move," he said.

The Economic Times

Five TRS Ministers quit in A.P.

One Minister refuses to resign

S. Nagesh Kumar

HYDERABAD: Five Telangana Rashtra Samithi (TRS) Ministers resigned from the Y.S. Rajasekhara Reddy Government on Monday. This brings to an end the party's 12-month-old uneasy coalition with the Congress in Andhra Pradesh.

Without informing the Chief Minister, TRS Ministers G. Vijayarama Rao (Civil Supplies), T. Harish Rao (Youth Services), A. Chandrasekhar (Minor Irrigation) and V. Laxmikanth Rao (Backward Classes Welfare) submitted their letters of resignation to Governor Sushil Kumar Shinde on Monday afternoon.

They also handed over a copy of the resignation letter of Naini Narasimha Reddy (Technical Education) faxed from Detroit, United States, where he is participating in a meeting hosted by the Telugu Association of North America.

The Governor reserved his decision as he awaited the Chief Minister's opinion. Dr. Rajasekhara Reddy, who called on the Governor minutes after the TRS Ministers put in their papers, said he would communicate his view to Mr. Shinde after weighing the pros and cons. He was talking to reporters at the Raj Bhavan where he had gone to brief the Governor about his trip to Israel, Egypt and Dubai.

The senior TRS leader, S. Santosh Reddy, who holds the Transport portfolio, refused to quit the Cabinet. He termed the decision of TRS president K. Chandrasekhar Rao asking them to resign "political brinkmanship." He said this was not the opportune time for such action. Before asking him to quit, Mr. Chandrasekhar Rao ought to have stepped down as Union Minister, he said.

The TRS leaders, however, contended that the Minister had been consulted and that he had offered to abide by the collective decision."It is a matter of one or two days before he too resigns," Mr. Vijayarama Rao said at the Raj Bhavan.

He blamed Dr. Rajasekhara Reddy for the crisis accusing him of acting against the interests of Telangana and treating the TRS Ministers in a contemptuous manner. He said the TRS had no intention of pulling out of the Centre, where the UPA Government was in power as distinct from the Congress Government in Andhra Pradesh. "Moreover, we have confidence in the leadership of Sonia Gandhi and in the UPA to deliver a separate Telangana," he said.

The TRS leader said they had been cautioning the Chief Minister for the last six months against taking decisions detrimental to the interests of Telangana. These included the location of Pulichantala project, attempts to deprive water from the Pranahita river to Telangana, reviving talks with the naxalites and implementation of GO 610 for repatriation of non-local employees from Telangana. "Unfortunately, the Chief Minister brushed us aside yesterday when he told reporters that it is a waste of time to talk to us," he said.

The withdrawal of support by the junior coalition partner with 26 MLAs is unlikely to affect the stability of the Government as the Congress enjoys a majority of 185 in the 294-member Assembly. All the other parties in the House, barring the TDP (46) and the BJP (2), support the YSR Government.

No going back, says TRS chief: Page 12

Ex-CMs get the boot

Thackeray expels Rane

Statesman News Service

MUMBAI, July 3. — Shiv Sena chief Mr Bal Thackeray today expelled the Opposition leader in the Maharashtra Assembly, Mr Narayan Rane, from the party. The expulsion comes a day after the former chief minister expressed his intention to step down as party leader in the Assembly.

Announcing the expulsion, Mr Thackeray said Mr Rane should also resign from the Assembly because he was elected on a Sena ticket. "While announcing his decision to step down as party leader, Mr Rane had talked about his 'self-respect' being above everything else. If he has any self-respect, then he should also resign his Assembly seat," the Sena chief told reporters after addressing a meeting of party legislators and office-bearers here today.

Explaining his decision, Mr Thackeray said: "Mr Rane suddenly took the decision (to quit as party leader). He has betrayed the party. He began a show of strength... people were threatened. I cannot tolerate gangsterism in the Sena."

Mr Thackeray, who was flanked by his son and Sena executive president Uddhav and nephew Raj, said Mr Rane's exit would not be a setback for the party. "We have become immune to jolts... I am not bothered about the consequences. Whatever has to happen would happen," he added.

Initial indication suggested that Mr Rane would walk over to the NCP. When asked if he thought any other political party or leader was behind Mr Rane's move, Mr Thackeray said: "May be, may be not." To a more specific question whether NCP chief Mr Sharad Pawar was behind Mr Rane's action, the Sena supremo said: "If there is indeed somebody, then you know who that person is."

Mr Rane blamed Mr Uddhav Thackeray, and his coterie of running the party as an autocratic organisation. He added that the organisation that was launched by Mr Bal Thackeray on 19 June 1966 was defunct. "Yes I have rebelled against Mr Uddhav Thackeray and his caucus. The Shiv Sena these days is a three-member party." Mr Rane, however, said he would abide by the Sena chief's directive to quit as MLA, but he would do so on the first day of the Assembly's monsoon session on 11 July.

Police today had to intervene to avert a clash between supporters of Mr Uddhav Thackeray and Mr Rane.

With Mr Rane's expulsion barely a week before the monsoon session, the Shiv Sena faces a piquant situation of appointing an Opposition leader.

In New Delhi, Mr DP Tripathi, NCP general-secretary in-charge of Maharashtra, said Mr Rane was welcome to join the party.

Mr Rane himself denied that he was planning to join the NCP. Sources said Mr Rane had had at least three meetings with Mr Pawar.

The Congress said the Shiv Sena was heading for a split, but side-stepped questions whether Mr Rane would join the party.

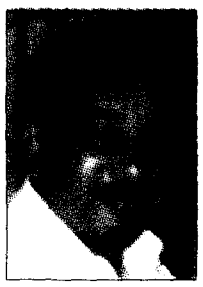

Son factor

MUMBAI, July 3. — Mr Narayan Rane today launched a stinging attack on Mr Bal Thackeray, alleging his love for his son (Uddhav) has "scored over everything else". He also accused Uddhav and his aides, Mr Milind Narvekar and Mr Subhas Desai, of "conspiring" against him for the past four to five years. Mr Rane said: "Uddhavji's great leadership ensured that the Sena-BJP lost power in the Assembly polls." Mr Rane claimed the support of 20 MLAs and five MPs. — SNS

AGP axe on Mahanta

SNS & PTI

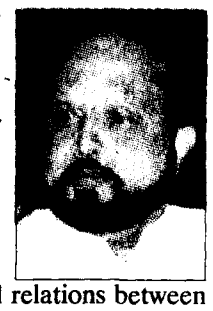

GUWAHATI, July 3. — The Asom Gana Parishad founder-president and former chief minister, Mr Prafulla Kumar Mahanta, was tonight expelled from the party, capping months of strained relations between him and the present AGP leadership and throwing the party into turmoil.

The AGP executive committee approved the expulsion of Mr Mahanta, who was the chief minister of Assam twice, for airing his views against the party leadership publicly, the party general secretary, Mr Hiten Goswami told reporters after a two-hour meeting of the committee. He said although some members differed on the action to be taken against Mr Mahanta, at the end it was a "unanimous" decision.

Earlier, the party's steering committee, the highest decision-making body, decided to expel Mr Mahanta.

Four Mahanta loyalists — Mr Gunin Hazarika, Mr Bubul Das, Mr Sahidul Alam Choudhury and Mr Utpal Dutta — were served show-cause notices for attending a political convention organised by Mr Mahanta's lobby. Political fortunes of Mr Mahanta started plummeting after he found himself mired in a bigamy scandal in the aftermath of party's debacle in the 2001 Assembly elections.

Today's development has virtually set the stage for a split in the party a second time. Mr Mahanta had earlier threatened to float a new party in case of a harsh decision against him.

04 JUL 2005 THE STATESMAN

Mamata in attack mode

Statesman News Service

BASAPARA (Birbhum), July 27 — After emerging as the major anti-Left force in the recently held Kolkata Municipal Corporation elections, the Trinamul chief Miss Mamata Bannerjee is gradually getting into her attacking mood just before the Assembly polls that is scheduled next year.

This was evident when Miss Bannerjee describing the CPI-M as "the killer of democracy," urged the people to put up a strong fight against the party in the next Assembly polls. She was addressing a rally in Basapara in Birbhum's Nanoor police station area where she recalled the incident in which 11 landless farmers had been allegedly by the CPI-M cadres on 27 July, 2000.

The rally was visibly the largest that the Trinamul chief has attended outside Kolkata in the recent past. After the rally, political observers feel that her rank is swelling again. Miss Bannerjee appeared to be in one of her aggressive moods –the first time since the party's set back in the last Lok Sabha polls. This would certainly cause some sleepless nights to the LF camp before the polls.

She held the state government responsible for the delay of the Nanoor massacre trial. "Five years have passed since 11 people were brutally killed here. But the accused are still moving around scot free. The trial dates have been postponed 16 times owing to the tactics adopted by the CPI-M for saving its accused cadres. But the state government has done nothing to speed up the trial process."

"The state government should remember that the Best Bakery case has been shifted to a different state to ensure the speedy disposal of the case. The witnesses of the Nanoor case are being repeatedly threatened. Even a life-taking attempt has been made on the prime witness Abdul Khalek. If the trial is not completed soon, we will launch an agitation throughout the state."

The Trinamul chief also announced a series of programmes that would be launched in the state from next month. "On 9 August Gandhiji started the Quit India movement and on that day we would launch an agitation in every block of the state. On 15 August we would organise an agitation demanding the basic rights of the people that have been trampled in the red era," Miss Bannejee announced.

She added that the Trinamul would undertake public relation activities after the pujas. "This is necessary because people have to be made aware about the situation prevailing in the state," she added. Miss Bannerjee concluded her speech by announcing that the Trinamul would not enter into any alliance with the Congress in the next assembly polls.

28 JUL 2005 THE STATESMAN

ভিড়ে আপ্লুত মমতা, জোট ও দলের প্রস্তুতির প্রশ্নে নীরব

প্রসূন আচার্য

ভিড়ের সঙ্গে ভোটের সম্পর্ক কতটা? অন্যান্য বছরের মতো এ বারেও ২১ জুলাই ধর্মতলায় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে লক্ষ মানুষের জমায়েত আবার এই প্রশ্ন সামনে এনে দিল। কারণ, এখনও পর্যন্ত মমতা ভিড়কে ভোটে পরিণত করার 'জাদু' দেখাতে পারেননি। সি পি এমের সংগঠনের পাশাপাশি 'ন'দলের জোট' বামফ্রন্ট সঙ্গে থাকায় বছরের পর বছর যা দেখিয়েছিলেন জ্যোতি বসু। মমতা কিন্তু এ দিনও জোট সম্পর্কে নীরব।

আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন। কলকাতা-সহ রাজ্যের ৮০টি পুরসভার নির্বাচনের ফলাফলই বলছে, তৃণমূলের পিঠ ঠেকে গিয়েছে দেওয়ালে। মঞ্চের ব্যাক ড্রপেও ছিল, দেওয়াল থেকে রক্ত ঝরছে। ভিড় দেখে উচ্ছ্বসিত মমতা সি পি এম-কে বুথের পরিবর্তে ব্রিগেডে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ফেললেন। তিনি বললেন, "তৃণমূলের শক্তি বেশি, নাকি সি পি এমের? ব্রিগেডে তার পরীক্ষা হোক। দু'পক্ষে ১১ জন করে থাকবে। আমরা আমাদের কথা বলব। ওরা ওদের কথা বলবে। পুলিশ নিরপেক্ষ থাকবে। আমরা শুধু তেরঙ্গা ঝান্ডা নিয়ে যাব। দেখি, লড়াইটা কেমন জমে! মানুষ কার দিকে যায়!"

বামপন্থীরা সন্ত্রাস করে এবং বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রে কারচুপি করে ভোট করছে— এই অভিযোগ মমতা এ দিনও তুললেন। বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় রেখে নির্বাচনের উপরে তাঁর কোনও ভরসাই নেই। নির্বাচন কমিশন যাতে বিহার বিধানসভার নির্বাচনের মতো পশ্চিমবঙ্গে 'অবাধ নির্বাচন' করে, সেই দাবিতে অগস্টে মমতা সদলবল যাবেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল কালামের কাছে। মমতার মতে, "মাওবাদীদের দেখেই সি পি এম বেড়ালের মতো ম্যাও ম্যাও করছে। আমরা যদি সংগঠিত ভাবে গণতন্ত্র ফেরানোর দাবিতে আন্দোলন করি, পাল্টা প্রত্যাঘাত করি, সি পি এম পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পালিয়ে যাবে।"

মমতা যা-ই বলুন, সংসদীয় গণতন্ত্রে কিন্তু ভোট-রাজনীতিই শেষ কথা। রাজ্যে ৫২ হাজার বুথ। তৃণমূলের অধিকাংশ প্রথম সারির নেতাই মনে করেন, বামেদের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার একটাই পথ। বুথ কমিটি গঠন। ক'টি ক্ষেত্রে বুথ কমিটি গড়েছে তৃণমূল? বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় জবাব এড়িয়ে বলেন, "অনেক জেলায় ব্লক স্তর পর্যন্ত কমিটি গড়া হয়েছে। এ বার নিচু তলায় কমিটি হবে।" অর্থাৎ বুথ কমিটি গড়া হয়নি।

এক গুচ্ছ কর্মসূচির সঙ্গে মমতা জানিয়েছেন, গণতন্ত্র ফেরানোর দাবিতে প্রতিটি জেলায় কনভেনশন করা হবে। সেই সঙ্গে ডিসেম্বরে রাজ্য জুড়ে জনসংযোগ যাত্রা করবেন তিনি। পশ্চিম মেদিনীপুরের বি জে পি নেতা রমাপ্রসাদ তিওয়ারির মতো কিছু বাম-বিরোধী নেতা সদলবল তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় মমতা বাড়তি শক্তি পেয়েছেন। বি জে পি-র সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে এ বারেই প্রথম তিনি বি জে পি-কে আমন্ত্রণ জানাননি সমাবেশে। মুসলিমদের মন পেতে জাভেদ খান,

এর পর নয়ের পাতায়

সেই মমতা, সেই ২১ জুলাই। বৃহস্পতিবার ধর্মতলায় তৃণমূলের সভায়। ছবিটি তুলেছেন রাজীব বসু।

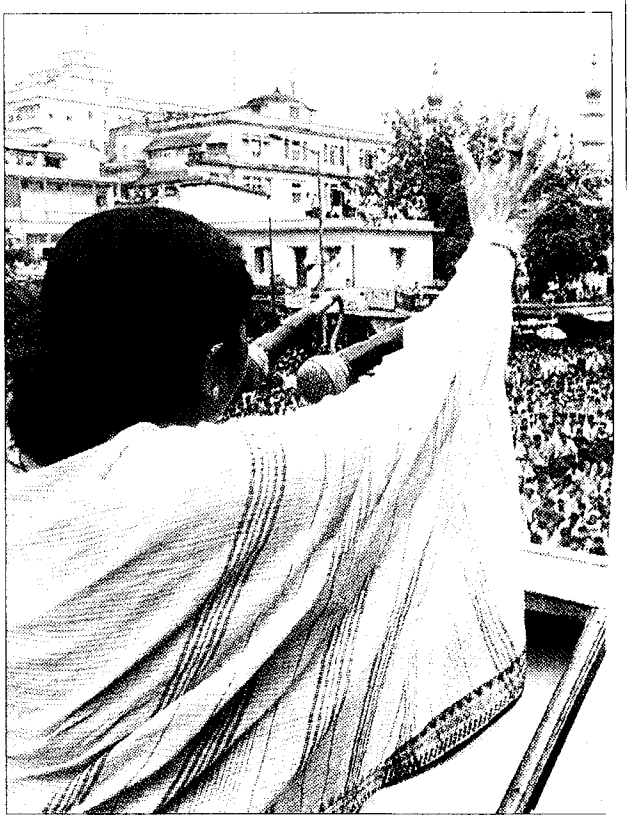

ভিড়ে আপ্লুত মমতা

প্রথম পাতার পর

মুজাফফর খান, সুলতান আহমেদদের গুরুত্ব দিয়েছেন।

কিন্তু দেখা গেল, সমাবেশ শেষের পরে প্রত্যন্ত জেলা থেকে থেকে আসা গরিব মানুষের একটা অংশ শহরের নেতাদের কাছে অভিযোগের সুরে 'কিছু করা'র জন্য অনুনয় করছিলেন। তাঁদের কেউ গ্রামেই ঢুকতে পারছেন না। আবার কোথাও নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী ভোট দিতে পারেন না। এর সঙ্গে যোগ করা যাক কৃষ্ণা বসুর কথা— "হয়তো এমন হবে, নির্বাচনে লড়াই বৃথা হয়ে যাবে।" অজিত পাঁজা, সৌগত রায়, পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদন মিত্রদের বক্তব্যে ছিল একই সুর। মোদ্দা কথা, নিচু তলা পর্যন্ত সংগঠন না-গড়ে ভিড়ের উপরে ভরসা করে গণতন্ত্রকে ভূলুণ্ঠিত এবং নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার অভিযোগ সেই চিরাচরিত নীতিতেই তৃণমূলনেত্রী আটকে থাকছেন।

সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস মনে করেন, "ধারাবাহিক রাজনীতির মাধ্যমে নিচু তলায় সংগঠন না-গড়া, প্রতি বছর ২১ জুলাই নানা কর্মসূচি ঘোষণা করেও তা পালন না-করা, সর্বোপরি 'ব্রিগেডে চ্যালেঞ্জ' জানানোর মতো রাজনীতিকে খেলার ছলে ব্যবহার করা জন্যই তৃণমূলের এই অবস্থা।" অনিলবাবু বলেন, "রাজনীতি হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান। নেত্রী রাজনীতিকে সমাজবিজ্ঞান হিসাবে ব্যবহার করেন না বলেই মানুষের কাছ থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। যেমন মাওবাদীদের নিয়ে তিনি ব্যঙ্গ করলেও আমরা তা করছি না। বরং রাজনীতি দিয়েই পাল্টা মোকাবিলার চেষ্টা করছি।" রাজ্যে গণতন্ত্র ফেরানোর ব্যাপারে মমতাকে কটাক্ষ করে অনিলবাবু বলেন, "উনি কী করে গণতন্ত্রের কথা বলেন? ওঁর পার্টিতেই তো গণতন্ত্র নেই। একের পর এক নেতা এই অভিযোগ তুলে দল ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন!"

মমতা যে সংগঠনকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে বামেদের বিরুদ্ধে জমায়েত এবং বিক্ষোভ-কর্মসূচির ঘূর্ণিবাত্যায় ঘুরে চলেছেন, বিধানসভার আসন পুনর্বিন্যাসের শুনানির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-কর্মসূচি থেকেই তা পরিষ্কার। ৫ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি, ৯ তারিখে দুর্গাপুর এবং ১০ তারিখে কলকাতায় শুনানি আছে। পুনর্বিন্যাস কমিটিতে তাঁকে না-রাখার প্রতিবাদে তিনি ওই তিন দিন সংশ্লিষ্ট জায়গায় বিক্ষোভের ডাক দেন। একাধিক বিধায়কের প্রশ্ন, বিক্ষোভের থেকে শুনানির সময় প্রতিবাদ কি বেশি জরুরি নয়? তৃণমূল নেতারা ভয় পাচ্ছেন, তাঁদের জেতা অঞ্চল বাদ দেওয়ার 'চক্রান্ত' হচ্ছে। অনিলবাবু পাল্টা জবাব— এত আতঙ্ক কেন? এন ডি এ-র আমলেই তো পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

2 2 JU[illegible]

ANADABAZAR PATRIKA

THE STATESMAN
22 JUL 2005

Trinamul wants Left to do right

Statesman News Service

KOLKATA, July 21 — The Trinamul Congress has decided to seek the intervention of the Centre and the Election Commission in the matter of ensuring free and fair polls in West Bengal.

While addressing a huge crowd, that had gathered to commemorate Martyrs' Day at Esplanade, Miss Mamata Banerjee said today that Bengal has turned into a breeding ground of terrorists and infiltrators who are aiding the CPI-M party leaders win elections on the basis of musclepower. According to the Trinamul chief, her party would seek the intervention of the Election Commission and, if necessary, the President and request them to ensure a democratic poll in West Bengal. Unless this step is taken, the CPI-M will win the 2006 polls by intimidating the Trinamul with overt and covert acts of terrorism, the Trinamul chief remarked.

Miss Banerjee today urged the gathering to wean away Congress and CPI-M supporters to their side and create a genuine anti-CPI-M platform before the coming Assembly polls. "All of you must take an oath that you will fight tooth and nail against the CPI-M and will not hobnob with those who claim to be anti-CPI-M leaders but maintain secret pacts with the Leftists," said Miss Banerjee. The Trinamul chief, however, did not mention the name of Kolkata's former mayor Mr Subrata Mukherjee. This was done subtly by the Trinamul MLA, Mr Saugata Roy, who said that a gentleman had left the Trinamul to help the CPI-M regain Kolkata Municipal Corporation. "If the present mayor, Mr Bikash Bhattacharya, wants to garland anybody, it should be our former Trinamul mayor," Mr Roy said.

According to Miss Banerjee, the Marxists who should ideally have the interests of the masses in their minds are little concerned about them. "They are affluent people who have amassed a lot of arms and have the police on their side. They are now instructing the police to train guns on the Opposition. If this continues, either we or the CPI-M will exist.

For the sake of democracy, the CPI-M should be unseated," she said. Miss Banerjee announced a string of agitational programmes that would continue till the end of this year. Party sources said that she is planning a huge rally next year, prior to the 2006 Assembly elections.

Mr Ajit Panja, Trinamul councillor, Mr Pankaj Banerjee, Mr Sadhan Pande, Mr Sovandeb Chattopadhyay, Trinamul MLAs and Mrs Krishna Bose, the former party MP, spoke about the Trinamul chief's "uncompromising fight against the CPI-M".

The quizmaster Mr Derek-O-Brien said: "If you ask me why I have joined Trinamul my only answer would be Mamatadi's simplicity and integrity. I will be with her not for 21 hours or 21 days but for 21 years,"he announced.

Miss Mamata Banerjee addresses the rally at Esplanade. On Thursday. — The Statesman

THE STATESMAN

Trinamul salvo against Subrata

Statesman News Service

KOLKATA, July 7. — The Trinamul Congress today decided to launch a counter-attack against former Kolkata Mayor and Trinamul MLA Mr Subrata Mukherjee, for his attempt to "arm-twist" the party by working for the cancellation of the membership of Mr Sobhandeb Chattopadhyay from the state legislative Assembly.

Mr Mukherjee had yesterday written to the Assembly Speaker, Mr HA Halim, urging him to cancel Mr Chattopadhyay's membership for "illegally" drawing salary from the Kolkata Municipal Corporation while simultaneously enjoying an MLA's allowance.

Mr Mukul Roy, Trinamul general secretary, said that if anybody is to be punished, it is Mr Mukherjee who as Mayor had allowed Mr Chatterjee to withdraw his salary from the KMC where he worked as a sergeant.

"If the Speaker is convinced that Mr Chattopadhyay, who is our party's chief whip in the Assembly, has committed any wrong by drawing his salary as a KMC employee, he is free to take action.

But the former Mayor is to be punished first for conniving at what he now discovers an offence, though we don't think any illegality is involved," Mr Roy said.

The Trinamul, he said, believes Mr Mukherjee has taken the move to intimidate the party which has appealed to the High Court to issue directions to the Speaker for cancelling his membership from the House on the ground that he can't be a Trinamul MLA after having contested the KMC elections on the symbol of the Nationalist Congress Party.

The Trinamul today charged the Speaker with acting in a partisan manner vis-a-vis Mr Mukherjee by sitting over the party's letter demanding the cancellation of his membership. "We were forced to move the court after the Speaker tried to shield Mr Mukherjee as a quid pro quo for helping the CPI-M by queering the pitch for the Trinamul in the KMC poll," Mr Roy said.

The Trinamul will see to it that the CPI-M's "agents" stand exposed as they have no place in the party, he added.

Dig at *Didi*

KOLKATA, July 7. — Mr Ashok Bhattacharya today said, "I give credit to Mr Subrata Mukherjee for carrying out his duty for four years and nine months under the aegis of an indisciplined party headed by an indisciplined leader".
Only one out of 12 Trinamul legislators present in the House spoke out in protest. — SNS

08 JUL 2005 THE STATESMAN

স্বপনসাধন বসুর মনোনয়নপত্র পেশ

স্টাফ রিপোর্টার: রাজ্যসভায় তৃণমূল প্রার্থী স্বপনসাধন বসু শুক্রবার মনোনয়নপত্র পেশ করেন বিধানসভার সচিবের কাছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে তিনিই প্রথম মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। তবে বামফ্রন্টের চার জন এবং কংগ্রেস ও বাম সমর্থিত 'নির্দল' প্রার্থী অর্জুন সেনগুপ্ত সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেবেন বলে জানান বিধানসভার শাসক দলের মুখ্য সচেতক রবীন দেব। তিনি জানান, ফ্রন্টের প্রার্থী বৃন্দা কারাট, সীতারাম ইয়েচুরি, চিত্তব্রত মজুমদার ও অবনী রায়কে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য থেকে এ বার রাজ্যসভায় সদস্য হবেন ছ'জন। প্রার্থীও ছ'জন। তাই ভোটাভুটি হবে না বলেই রবীনবাবুরা জানিয়েছেন। মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পরেই ফল ঘোষণা হতে পারে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পরে স্বপনবাবু বলেন, "আমার অনেক বন্ধু আছেন। সেই ব্যক্তিগত বন্ধুত্বকে কাজে লাগিয়ে বাংলার উন্নয়নের জন্য কাজ করতে চাই।"

রাজ্যসভায় স্বপনসাধন বসুকে প্রার্থী করল তৃণমূল

স্টাফ রিপোর্টার: শেষ পর্যন্ত রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হলেন স্বপনসাধন বসু। মোহনবাগানের সভাপতি স্বপনসাধনবাবু ময়দানে টুটু বসু নামেই পরিচিত। তিনি ব্যবসায়ী, একটি সংবাদপত্রের প্রধান সম্পাদকও। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেন, "সংবাদমাধ্যমের নিরপেক্ষতাকে সম্মান দিয়েই তৃণমূল কংগ্রেস স্বপনবাবুকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

প্রার্থী-পদে প্রথম দিকে টুটুবাবুর নাম নিয়ে আলোচনা হলেও সম্প্রতি ক্যুইজ মাস্টার ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং মুকুল রায়-সহ দলের কয়েক জন শীর্ষ নেতার মধ্যে যে-কোনও এক জনের প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা চলছিল। নেতৃত্বের একটা বড় অংশের দাবি ছিল, দলের রাজনৈতিক কাজে যুক্ত কাউকে প্রার্থী করা হোক। পাল্লা ভারী ছিল মুকুলবাবুরই। কিন্তু দলের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি তুলে ধরতে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ডেরেকের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি অনেক নেতা।

তবে এত গোপনে নেত্রী এই প্রার্থী মনোনয়নের কাজ সেরেছেন যে, এ দিন দুপুরে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বপনবাবুর নাম ঘোষণার পরে দলের শীর্ষ নেতা থেকে বিধায়কদের অনেকেই কিছুটা অবাক হন। পরে অবশ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের দলে আলোচনা এবং সব দিক বিবেচনা করেই প্রার্থী মনোনয়ন হয়েছে। পরিষদীয় দল এই ব্যাপারে নেত্রীকেই সব দায়িত্ব দিয়েছিল।"

টুটুবাবুর নাম ঘোষণার পরেই ডেরেক তড়িঘড়ি সাংবাদিকদের ডেকে জানিয়ে দেন, "যখনই রাজ্যসভার প্রার্থী হওয়ার প্রশ্ন এসেছে, তখনই বলেছি, আমার এই ধরনের কোনও উচ্চাশা নেই। কিছু পাওয়ার আশায় পার্টিতে যোগ দিইনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা করি বলেই আমি তাঁর দলের ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম। বিশ্বস্ত সৈনিক হিসাবেই পার্টিতে থাকতে চাই।"

তৃণমূলের খবর, আজ, শুক্রবার বিদেশ থেকে ফিরে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন টুটুবাবু। অন্য দিকে, বামফ্রন্টের চার প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেবেন সোমবার। কংগ্রেস ও বাম সমর্থিত 'নির্দল' প্রার্থী অর্জুন সেনগুপ্তের মনোনয়নপত্র পেশ করার কথা কাল, শনিবার। কিন্তু সোমবারেই যাতে বাম প্রার্থীদের সঙ্গে তিনি তা পেশ করেন, সেই জন্য বিধানসভায় বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক রবীন দেব কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের নেতা অতীশ সিংহকে অনুরোধ করেছেন। অতীশবাবু রবীনবাবুকে বলেছেন, অর্জুনবাবুর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে হবে তাঁকে। কারণ, সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন বলে অর্জুনবাবু শনিবারেই তা জমা দিতে চান।

19 JUN 2005 THE HINDUSTAN TIMES

Shiv Sena ultimatum to BJP

'Drop Hindutva & we'll drop you'

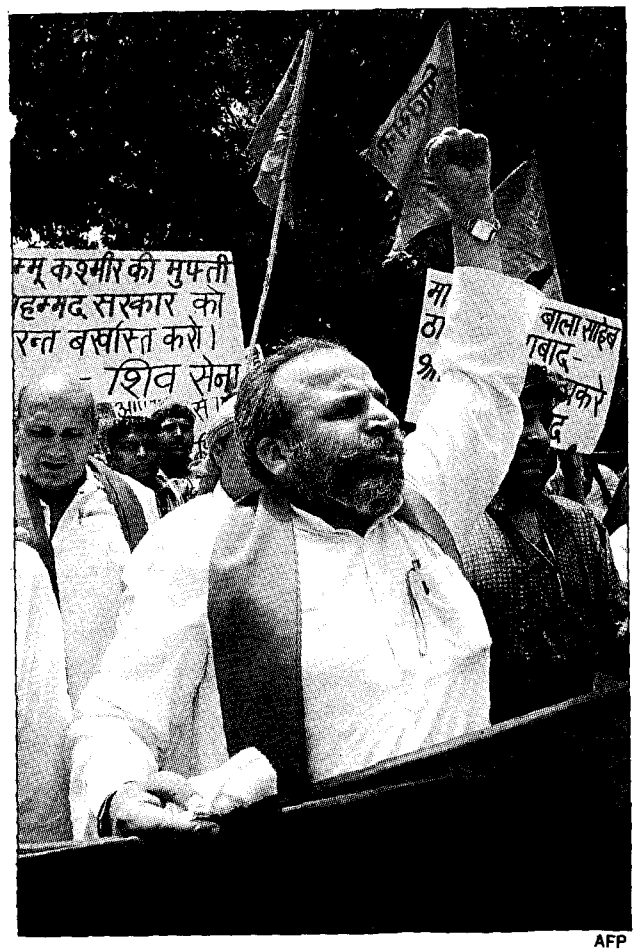

AFP

Shiv Sena activists shout slogans against the government's decision to allow Hurriyat leaders to visit Pakistan.

PRESS Trust of India
Mumbai, June 18

SHIV SENA chief Balasaheb Thackeray on Saturday dropped enough hints to believe that his party would part ways with the BJP in the wake of the recent controversy about its president Lal Krishna Advani's remarks on Mohammad Ali Jinnah.

"We share a friendship with the BJP on the issue of Hindutva. Though hardliners are still there in the BJP, we hope a time does not arise when unfortunately we have to say there 'was' a friendship between Sena and BJP, especially after their recent shenanigans," Thackeray said in an interview to party mouthpiece *Saamna*.

BJP, the Sena supremo believed, was a party groping around in the darkness. "There is ideological confusion within the BJP on the issue of Jinnah," Thackeray said. "Jinnah cannot be termed secular as he did not even protest against the bloodshed during Partition," he added.

Thackeray argued that even history did not agree with Advani's view of the man who, many believe, was architect of Partition. "Mahatma Gandhi wanted Jinnah to become the Prime Minister of independent India and he expressed the same to Nehru. But the latter immediately questioned Jinnah's contribution to the freedom struggle," he quipped.

Thackeray added, "Jinnah led a posh life in London, smoking cigars, drinking whisky, wearing a suit and necktie. He neither observed the traditional fast, the Roza, nor did he read the Koran. He did not visit the mosque or say the ritual prayers, the namaz."

So, is the Hindutva mansion in the BJP more like a decrepit house? Thackeray did not think so. "One Advani does not mean the entire BJP. When one policeman commits a rape, you cannot defame the entire police force. Don't defame a party because of the fault of one person."

The Sena chief also lauded the demolition of the Babri Masjid. "But it should have been demolished in a proper manner... it should have been uprooted", he said, and recalled that immediately after the demolition, he had said, "If the persons who demolished it were Shiv Sainiks, then I am proud of them."

Referring to Pakistan President Pervez Musharraf's recent visit to India, Thackeray said he did not salute the father of the nation, Mahatma Gandhi, while visiting Raj Ghat in Delhi. "He just threw rose petals on Gandhi's samadhi but did not offer the namaskar (salutations)," he asserted. Thackeray also criticised Sushma Swaraj for greeting Musharraf "in an Islamic style" during his India visit. "Swaraj is talented, smart and good-looking, and is a senior leader. What was the need for bending so much while greeting Musharraf?", he asked.

AGP divide is Cong's delight

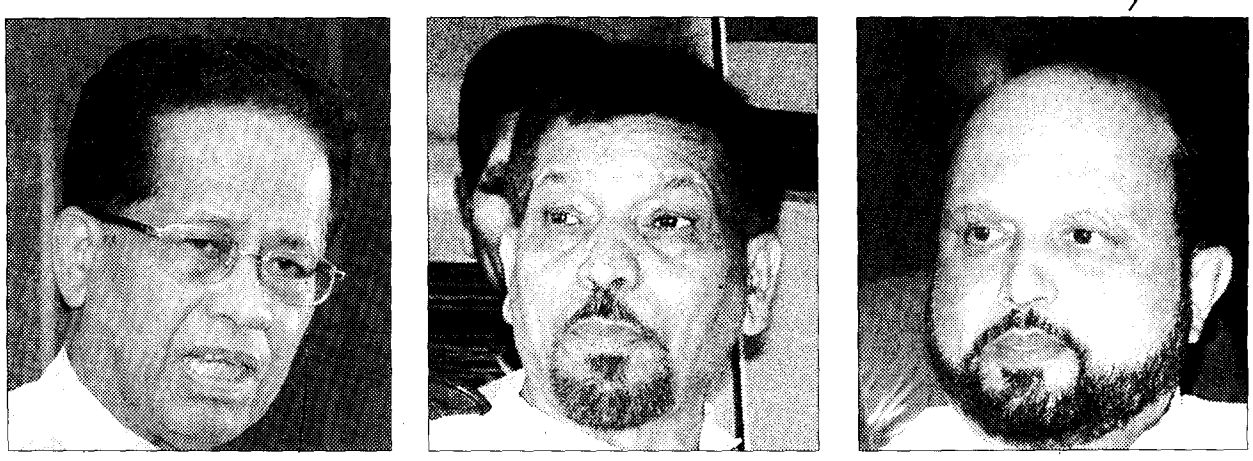

Left to right: Assam Chief Minister and state Congress president Tarun Gogoi; AGP president Brindabon Goswami and AGP founder president Prafulla Kumar Mahanta: Daggers drawn.

By Bijay Sankar Bora

Assam Chief Minister Tarun Gogoi and the ruling Congress are delighted to see their arch rival in state politics, the Asom Gana Parishad fighting more within itself than training its guns on government and the Congress, especially when Assembly elections are less than a year away.

Sharp internal and intensely personal differences continue to dog the regional party which emerged in the political arena in 1985 with a promise to inject young blood in the state's political life after a six-year movement against alleged immigrants and settlers from Bangladesh.

But in four elections since then, the AGP has won twice, the Congress twice and the way things are heading, the Congress appears to be in the driver's seat. Knives were out within the party against former Chief Minister and founder party president, Prafulla Kumar Mahanta, in 2001 after the poll disaster and tie-up with the BJP which came a huge cropper.

Mr Mahanta was made the scapegoat for the disaster and a search for a leader with a clean image was launched by his detractors. The battle within was spiced up by bigamy charges against Mr Mahanta, which further demoralised the party (it led also to ugly scenes splashed across the media involving his wife and a woman friend).

Sobered by the unexpected defeat, Mr Mahanta who was intolerant of criticism from party colleagues during his days in power, quit and made way for Brindabon Goswami, AGP's crisis management man, who took over as interim president.

Mr Goswami was elected president last year defeating Mr Mahanta easily during the party's general conference held in Tezpur, another stunning setback for the portly and balding former Chief Minister who was one of a duo. The other, Bhrigu Phukan, general secretary of the powerful All Assam Students' Union, was No. 2 when Mr Mahanta was AASU president. These two men were the most visible faces of the Assam anti-immigrant movement which electrified India in the 1980s.

The seeds of the squabbles in the AGP were sown the day Mr Goswami was named interim chief. He and Mr Mahanta were never friends but not sworn enemies. Mr Mahanta is known to nurture a grudge against Mr Goswami for being among those who had split the party in 1991 only to return to its fold after a few years. Mr Goswami was marginalised during Mr Mahanta's control of the party and the state between 1996-2001.

After taking charge, Mr Goswami declared his priority of rejuvenating the party and "correcting" the mistakes of the previous leadership. Unwilling to risk their careers, Mr Mahanta's fair weather friends began leaving his side. Mr Goswami and his group took advantage of what they saw as public annoyance — in a slowly liberalising but yet largely conservative social structure — at Mr Mahanta for his alleged "misdeeds" in his personal and public life.

A systematic effort to push the wily former party boss to the background was launched with a campaign to reconstitute party units from the grassroots to the apex levels, an exercise to sideline Mr Mahanta's supporters. His patience running low, Mr Mahanta fought back, realising that his political career was at stake.

He attacked the way Mr Goswami was leading the party to "doom". In doing so, he found moral support from the most unexpected quarter, his comrade of the Assam agitation days, Bhrigu Phukan, once a sharp rival who rejoined the AGP after a spell in the wilderness just before last year's Lok Sabha polls.

They overcame their differences and ego tussles, finding a common enemy in Mr Goswami who they viewed as Machiavellian and determined to undermine them in the name of "rebuilding" the AGP. Both Mr Phukan and Mr Mahanta were served show-cause notices on charges of embarrassing the party and hurting its public image. Mr Mahanta was even barred from attending any party meeting outside his own Assembly constituency and stripped of all party posts.

The party finally decided to pardon both men after they had explained their positions but Mr Mahanta was not given back his posts, an attempt to prevent the two from teaming up against Mr Goswami. Things looked calm, at least on the surface.

Then simmering tensions have erupted again, damaging the party's unity and chances as it prepares for the next Assembly polls. Nothing could have suited Tarun Gogoi and his party managers better.

Last week, the party's steering committee decided to serve another show-cause on Mr Mahanta. This time he was charged with criticising many leaders, including his bete noire, Mr Goswami, in a television interview. The former Chief Minister has been asked to explain why disciplinary action should not be taken against him.

Even as Mr Mahanta waits to respond, the AGP leadership has got approval from a majority of its district units to take action against the party's founder president if he failed to give a satisfactory explanation. The AGP is teetering on the verge of a split for at least six district committees have opposed any stern action against Mr Mahanta and favoured an "amicable" settlement. Mr Mahanta has said he wants to strengthen the party to challenge the Congress in the elections, aware of the reality that a divided AGP has little chance of capturing power. This, in turn, would further marginalise him and Assam has rarely been kind to breakaway leaders of major parties. The party is in disarray, its workers and supporters are confused and its rivals, including the BJP, otherwise a weak contender in the elections, are watching with glee as time ticks away.

Another dream, of a sustainable regional party which would present issues at the national level and rule locally, but which has been tainted and damaged over the years, is in tatters. The question is whether the AGP leadership can repair the damage and move forward. At the moment, that seems rather unlikely.

(The author is The Statesman's *Special Representative in Guwahati)*

Open Forum

Trinamul targets MLA Subrata

Statesman News Service

KOLKATA, May 24. — Keeping alive its fight with the mayor, the Trinamul Congress today submitted a petition to the Speaker, urging him to cancel Mr Subrata Mukherjee's membership of the Legislative Assembly.

Mr Pankaj Banerjee, leader of the Opposition, said in the petition to Mr HA Halim that Mr Mukherjee had won the last Assembly poll on a Trinamul ticket, but now he had decided to contest the election to the Kolkata Municipal Corporation in Ward 87 as a candidate for the Congress Unnayan Manch, a constituent of the newly-floated United Democratic Alliance.

Mr Mukherjee's action shows he has "dissociated himself from the party on who's ticket he won the Assembly poll, the Trinamul argues.

The petition urged the Speaker to cancel Mr Mukherjee's membership according to the provisions of the People's Representation Act. "We have also referred to Supreme Court cases to justify our stand," Mr Banerjee said.

Ironically, Mr Mukherjee fought the KMC poll on a Trinamul ticket when he was a Congress MLA. The Congress had then made a similar petition to the Speaker. However, before any action could be taken, the Assembly elections were held and Mr Mukherjee won as a Trinamul candidate.

The Speaker will now have to ascertain the facts from Mr Mukherjee and ask him to explain his position. This is a time-consuming process which will give the mayor ample opportunities to frustrate the Trinamul's attempt to get even with him.

Mr Halim assured the Trinamul delegation that he would expedite the inquiry and that he personally abhorred the politics of defection.

25 MAY 2005 THE STATESMAN

অরুণাভের ইস্তফা দলে গৃহীত

স্টাফ রিপোর্টার: দল থেকে ইস্তফা দিতে দমদমের বিধায়ক অরুণাভ ঘোষ যে-আবেদন করেছেন, তা তাঁরা গ্রহণ করেছেন বলে জানিয়ে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদক মুকুল রায়। সল্টলেক পুরসভার 'দুর্নীতিগ্রস্ত' কাউন্সিলর ও তাঁদের স্ত্রীদের মনোনয়ন দেওয়ার প্রতিবাদে অরুণাভবাবু দল ও বিধায়ক-পদে ইস্তফা দেন। বুধবার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে মুকুলবাবু বলেন, "অরুণাভবাবু স্বেচ্ছায় দলের সদস্যপদ ছাড়তে চেয়েছেন। আমরা তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছি। তবে তিনি কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে-অভিযোগ এনেছেন, তা ভিত্তিহীন।"

এ দিকে, যে-তিন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অরুণাভবাবু দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন, তাঁদের অন্যতম সব্যসাচী দত্ত মানহানির মামলা করার হুমকি দিয়েছেন। এ দিন তৃণমূল ভবনে মুকুলবাবুর উপস্থিতিতে সব্যসাচীবাবু বলেন, "অরুণাভবাবু শুধু আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ করেননি, আমার স্ত্রী, পরিবারেরও মানহানি করেছেন।"

অরুণাভবাবু এই ব্যাপারে এ দিন কোনও মন্তব্য করেননি। তিনি বিধায়ক-পদে ইস্তফার যে-চিঠি দলনেত্রীর মাধ্যমে বিধানসভার স্পিকার হাসিম আব্দুল হালিমের কাছে পাঠিয়েছেন, তা নিয়ে মুকুলবাবু বলেন, "আইন অনুযায়ী কোনও বিধায়ক যদি পদত্যাগ করতে চান, তা হলে তাঁকে নিজে স্পিকারের সামনে উপস্থিত হয়ে তা পেশ করতে হয়।" এই প্রসঙ্গে অরুণাভবাবু অবশ্য বলেন, "আইনে যা আছে, তা-ই করব। ওঁরা যদি না-পাঠান, আমিই স্পিকারের কাছে গিয়ে পদত্যাগপত্র দেব।"

অন্য দিকে, এ দিনই তৃণমূল ভবনে মমতার সঙ্গে দেখা করেন মেয়র-পারিষদ অমিয় মুখোপাধ্যায়। অরুণাভবাবু দল ছাড়লেও তৃণমূলে ফিরে এসেছেন অমিয়বাবু। তৃণমূল ছেড়ে তিনি সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন কংগ্রেস মঞ্চে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁকে ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডে মঞ্চের প্রার্থী করা নিয়ে সুব্রতবাবুর সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্র তীব্র বিরোধ বাধে। শেষ পর্যন্ত ৪৭ এবং ৫৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিনিময়ে সুব্রতবাবু ৪৮ নম্বর ওয়ার্ড ছেড়ে দেন। এর পরেই ফের তৃণমূলে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন অমিয়বাবু। এ দিন মমতা বলেন, "অমিয়দা আমাদের দলে যেমন কাজ করতেন, এখনও সেই ভাবেই কাজ করবেন।" তাঁর কথার সূত্র ধরে অমিয়বাবু বলেন, "এখন আমার কাজ ৪৮ নম্বরে তৃণমূল প্রার্থীকে জিতিয়ে আনা।"

পুর ভোটের প্রচারে বর্ধমান, বীরভূম যাওয়ার আগে মমতা বলেন, "এ বার পুর ভোটে আমাদের প্রার্থীরা ভালই ফল করবেন। কারণ, দল থেকে সুবিধাবাদীরা চলে যাওয়ায় কর্মীরা উজ্জীবিত। মানুষ যদি নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন, তা হলে আমাদের ফল ভাল হতে বাধ্য।" এ বার কলকাতার পুর ভোটেও দল ভাল ফল করবে বলে জানান তিনি। মমতা বলেন, "দক্ষিণে তো ভালই হবে। উত্তর কলকাতাতেও তৃণমূল ভাল করবে। কারণ, আমি নিজে প্রার্থী-তালিকা তৈরি করেছি।"

19 MAY 2005 ANADABAZAR PATRIKA

Arunava Ghosh submits resignation to Mamata

Statesman News Service

KOLKATA, May 17. — Trinamul Congress leader Mr Arunava Ghosh today submitted his resignation from the party and as a Trinamul MLA, protesting against the nomination of the wives of two "tainted" councillors of Salt Lake municipality for the Bidhannagar municipal election.

Mr Ghosh sent both letters to party chief Miss Mamata Banerjee. While the first is addressed to her and states the reasons for his resignation from the party, the second is addressed to Mr Hashim Abdul Halim, Speaker of the West Bengal Assembly, and deals with his resignation as an MLA. He has urged Miss Banerjee to submit the second letter to the Speaker.

Mr Ghosh has written: "Since I was elected on an AITC ticket in the 2001 Assembly election, I feel that it would be proper for me to tender my resignation as a member of the West Bengal Legislative Assembly and as such I am sending herewith an undated resignation letter, addressed to the Speaker of the West Bengal Legislative Assembly which you can pass on at your convenience by putting the appropriate date."

After having threatened to quit on Friday on the issue of the "tainted" candidates, Mr Ghosh said he had waited till this afternoon to see if Miss Banerjee would change her mind, today being the last date for the filing of nominations for the Salt Lake municipal polls. He found that his request had been turned down by the Trinamul chief.

"I am not joining any party now. Mine is a wait-and-watch policy," Mr Ghosh insisted when queried about his plans.

While Miss Banerjee agreed to drop Ms Gopa Banerjee and replace her with Mr Anupam Dutta in Ward 3, she went ahead with her decision to nominate the wives of Mr Ujjwal Das and Mr Sabyasachi Dutta. According to Mr Ghosh, there are integrity-related question marks against their names and that he had received several complaints against them. Mr Ghosh had raised this issue while discussing seat allotments with the Trinamul chief a week ago.

When contacted, Miss Banerjee said she had not yet gone through the letters as she was busy campaigning and would comment on them later.

18 MAY 2005 THE STATESMAN

কংগ্রেস বা মঞ্চে এখন যাচ্ছি না, তৃণমূল ছেড়ে জানালেন অরুণাভ

স্টাফ রিপোর্টার ও নিজস্ব সংবাদদাতা: দল ছাড়লেও এখনই কংগ্রেস বা সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন কংগ্রেস মঞ্চের মতো সংগঠনে যোগ দেবেন না দমদমের তৃণমূল বিধায়ক অরুণাভ ঘোষ। বারবার আপত্তি জানানো সত্ত্বেও সল্টলেক পুরসভায় 'দুর্নীতিগ্রস্ত' কাউন্সিলর ও তাঁদের স্ত্রীদের মনোনয়ন দেওয়ার প্রতিবাদে তিনি দল এবং বিধায়ক-পদেও ইস্তফা দিয়েছেন বলে অরুণাভবাবু মঙ্গলবার জানিয়েছেন।

বিধানসভার স্পিকার হাসিম আব্দুল হালিমকে লেখা পদত্যাগপত্র দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন অরুণাভবাবু। বিধায়ক-পদ ছাড়ার চিঠিও কেন তৃণমূল নেত্রীর কাছে পাঠালেন, সেই বিষয়ে তিনি বলেন, "তৃণমূল থেকে আমি বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলাম। তাই মমতার কাছে পদত্যাগপত্র পাঠালাম। তিনি যদি তা স্পিকারের কাছে না-পাঠান, তখন আমি অন্য ব্যবস্থা নেব।"

মমতা অবশ্য কোনও মন্তব্য করেননি। কাঁথিতে পুর ভোটের প্রচারে আসা তৃণমূল নেত্রীকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আমি প্রচারে আছি। এমন কোনও খবর আমি পাইনি।" সুব্রত মুখোপাধ্যায়েরা দল ছাড়ার পরে মমতা এখন সতর্ক। দলীয় সূত্রের খবর, পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের জন্য অরুণাভবাবুকে বোঝানো হতে পারে। তাই এই প্রসঙ্গে সরাসরি মন্তব্য করতে রাজি নন দলনেত্রী।

অরুণাভবাবু এ দিন বিধানসভায় দলীয় বিধায়কদের কক্ষে বসে অভিযোগ করেন, "গত তিন বছর ধরে আমি সল্টলেক পুরসভার তিন কাউন্সিলরের দুর্নীতি নিয়ে দলে অভিযোগ জানাচ্ছি। এমনকী সল্টলেকের নামী স্থপতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বাসিন্দার কাছ থেকে কী ভাবে জোর করে টাকা আদায় করা হচ্ছে, সেই বিষয়ে আমি মমতার কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলাম। দাবি করেছিলাম, ওই দুর্নীতিগ্রস্ত কাউন্সিলর বা তাঁদের পরিবারের কাউকেই যেন এ বার মনোনয়ন দেওয়া না-হয়।" তাঁর দাবি গ্রাহ্য হয়নি। অরুণাভবাবুর অভিযোগ আছে, এমন এক কাউন্সিলর এবং অন্য দুই কাউন্সিলরের স্ত্রীদের এ বার মনোনয়ন দেওয়া হয়।

সল্টলেক পুরসভার প্রার্থী নিয়ে তৃণমূলের ভিতরে কোন্দল চলছে। সমস্যা মেটাতে কয়েক দিন আগে তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে অরুণাভবাবুর বৈঠকও হয়। সেই বৈঠকে অরুণাভবাবু নেত্রীকে জানিয়েছিলেন, সোমবারের মধ্যে তাঁর দাবি না-মানলে তিনি দল ছাড়বেন এবং বিধায়ক-পদেও ইস্তফা দেবেন। সোমবার পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেন। এ দিন পদত্যাগপত্র দলনেত্রীর কাছে পাঠানোর পরে অরুণাভবাবু জানিয়েছেন, তিনি আপাতত অন্য কোনও দলে যোগ দিচ্ছেন না।

এ দিকে, তাঁর ইস্তফার খবর পেয়ে প্রদেশ কংগ্রেস নেতা মানস ভুঁইয়া অরুণাভবাবুকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তবে অরুণাভবাবু বলেন, "যে-কারণে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দিলাম, কংগ্রেসে তার চেয়ে ভাল লোকজন আছে কি? আগে ভেবে নিই। তার পরে সিদ্ধান্ত নেব।"

অন্য দিকে, তিনি একা নন, পুর ভোটের মুখে দলের আরও কয়েক জন বিধায়ক-পদ ছাড়তে পারেন বলে মন্তব্য করেছেন অরুণাভবাবু।

18 MAY 2005 ANADABAZAR PATRIKA

Arunava to quit if Mamata okays 'despicable' trio

Anindya Sengupta in Kolkata

May 13. — Though advised by party colleagues not to take any hasty decision, Mr Arunava Ghosh is apparently firm on resigning from the Trinamul Congress and as party MLA if Ms Mamata Banerjee goes ahead and nominates three leaders with "questionable integrity" for the Salt Lake municipal polls.

Salt Lake municipality will go to the polls on 19 June, the day on which the KMC elections are also to be held.

Mr Ghosh's ire against his party chief follows a meeting between the two on Wednesday night. While discussing the nomination issue, Mr Ghosh told Ms Banerjee that she should not nominate councillors or their wives from wards 2, 3 and 10. Ms Gopa Banerjee, Mr Ujjwal Das and Mr Sabyasachi Dutta are the sitting councillors from these wards (respectively). Ms Gopa Banerjee wants to seek re-election, while Mr Das and Dutta want their wives be nominated from wards 3 and 10.

Mr Ghosh's contention is that there are several question marks against the three councillors and that the Trinamul Congress earned a bad name in Salt Lake because of the trio. At this, Ms Banerjee reportedly told Mr Ghosh that she would replace Ms Banerjee but had already assured the other two that their wives would be given party tickets. "The party working committee has taken the decision," Ms Banerjee told Mr Ghosh, the latter said.

On repeated queries, Mr Ghosh admitted to The Statesman: "I told her that then it wouldn't be possible for me to stay in the Trinamul." Miss Banerjee, incidentally, has deferred announcement of the Trinamul's candidate

When asked whether he was thinking of joining any other political outfit, Mr Ghosh said: "I am keeping my options open. Let's see what Mamata does."

14 MAY 2005 THE STATESMAN

Sovandeb will take on Mayor

HT Correspondent
Kolkata, May 11

WITH LESS than 40 days to go for the KMC polls, Mamata Banerjee today announced the Trinamool list of candidates, assigning all key players designated roles and pegging her entire game plan on close man-marking.

Thus, in ward 87, Rashbehari MLA and Trinamool chief whip Sovandeb Chattopadhyay will be taking on Mayor Subrata Mukherjee. In ward 100, the party will field Partha Chatterjee against Bikash Ranjan Bhattacharjee, the CPI(M)'s mayoral candidate.

The idea is: Sovandeb, with his following in the city's blue-collar workforce as head of the Trinamool's trade union wing, would be the best bet against the mayor's formidable clout as Intuc chief. Likewise, Partha Chatterjee, the suave, smooth-talking former GM (personnel) of Andrew Yule, would be the right candidate against the urbane, articulate lawyer in Bikash.

The Mayor, though, doesn't see any threat from any of this. He will campaign even outside his constituency to drum up support for fellow candidates.

"Why should I be intimidated by Sovandeb? Let Mamata herself campaign in my area; it won't make any difference. I have worked in my ward for all five years and spent crores of rupees on development. My voters will not let me down," he said.

Earlier, announcing her list, Mamata said the Trinamool would contest 118 of the KMC's 141 seats, with the BJP and other NDA allies fighting the rest. The other Trinamool contestants would include MLA Sonali Guha, former MLA and state Youth Congress president Sanjay Bakshi, former councillor Tarak Singh, Kakoli Ghosh Dastidar, students' wing leader Baishanar Chatterjee and all sitting MICs who had fought on Trinamool tickets in the 2000 polls.

"We have finalised the names of our candidates for all but two wards, 118 and 138. We will decide about these very soon. This time, we are fielding candidates who are familiar with the people in their wards. And for a change, we have also nominated a number of MLAs to contest the civic polls. I think we will give our rivals a big surprise and win the KMC polls," Mamata said.

Asked about her mayoral candidate, Mamata said, "Ours is a collective effort. Individuals don't count. The mayor's name will be announced only after the KMC board is formed." Insiders said in the event of a Trinamool win, either Sovandeb or Partha or Ajit Panja, the party's candidate from ward 63, would be chosen mayor.

Saugata Roy and Madan Mitra wouldn't be in the race. When the Trinamool Working Committee met this morning at Mamata's residence to finalise the list, the two leaders said they wouldn't contest the polls.

■ **IN KOLKATA LIVE Mayor's list soon, Rahul Gandhi to campaign**

Battle for Kolkata

Key Contests

Sovandeb Chattopadhyay vs **Subrata Mukherjee.** The trade union rivals will fight it out in **WARD 87**

Partha Chatterjee vs **Bikash Bhattacharjee** (photo above). The Left's mayoral candidate will face a tough challenger in **WARD 100**

12 MAY 2005 THE HINDUSTAN TIMES

THE STATESMAN

Mamata's three musketeers aim for a mayoral debut

Statesman News Service

KOLKATA, May 11. — In a desperate attempt to hold the party together and to continue to be the "only" alternative to the CPI-M, the trouble-torn Trinamul Congress today decided to field Mr Ajit Panja and two party MLAs in three Kolkata Municipal Corporation wards.

Trinamul chief Miss Mamata Banerjee said her party would not project anyone as its mayoral candidate, but would "leave it to the people to decide the issue."

At one stage, Mr Panja was being considered, but the names of some others, including Mr Partha Chatterjee, MLA, also cropped up. Sensing that any infighting over the coveted slot might further weaken the party trying to recover from the aftershocks of the revolt by the mayor, Mr Subrata Mukherjee, the Trinamul working committee today decided not to project any one as the mayoral candidate.

However, Mr Chatterjee has been pitted against the CPI-M's mayoral candidate, Mr Bikash Bhattacharjee, in Ward 100.

Another MLA and Mr Subrata Mukherjee's bete noire, Mr Sovandeb Chattopadhyay, will take on the Mayor in Ward 87.

Mr Panja has been fielded in a ward (63) Miss Banerjee described as the confluence of north-central and south Kolkata to ensure his victory.

All the Trinamul's sitting councillors, who are still with the party after the revolt by the mayor and a handful of councillors, have been given their tickets.

Dismissing fears of a division in the Opposition vote that might facilitate the CPI-M's return to the civic board after a gap of five years, Miss Banerjee claimed this time around it would "in effect" be a straight fight between the CPI-M and its Left allies on the one hand and the Trinamul and its NDA partners on the other.

Miss Banerjee sought to dismiss the Mayor's rebellion as "a non-event, as every party had one or two such turncoats. We don't attach any importance to any individual, especially at this stage when the people are all set to give their verdict on this issue."

WHEW! Mamata Banerjee feels the heat as she announces the names of Trinamul candidates for the KMC elections flanked by Mr Pankaj Banerjee and Mr Ajit Panja in Kolkata on Wednesday. — The Statesman

Didi calls up big guns to fight mayor

ARINDAM Sarkar
Kolkata, May 10

MAMATA BANERJEE is angry and planning total war. Angry because the mayor and the CPI(M) have said that the battle for Kolkata will be won and lost between them — as if the Trinamool is nowhere on the scene. And total war because with the NDA out of power at the Centre and the CPI(M) entrenched at Writers', only a thumping win in the KMC polls can ensure her a toehold in state politics.

So it's now or never. Mamata must field all her big guns to give the "pretender" a run for his money and show the CPI(M) who is the boss in Kolkata.

Therefore, unlike the Congress, which isn't fielding any of its heavyweight leaders, the Trinamool chief has called up her entire army — right from the old, much-decorated general to the young, enterprising corporal.

Also, unlike the Congress, which will name some of its candidates on Wednesday, the Trinamool will keep its troops profile under wraps till the last moment, keeping the enemy camp guessing as long as possible.

But insiders said the army would include MLAs, councillors and chiefs of frontal wings.

"The idea is to win. And for this, all of us will have to chip in and give the mayor's front and the CPI(M) fitting lessons. My candidates are being picked according to their popularity in their areas; all should win," Mamata said.

Prominent among the names, sources said, were Ajit Panja, Sovandeb Chattopadhyay, Saugata Roy, Partha Chatterjee and Sonali Guha. Others likely to join the fray are Sanjay Bakshi, Madan Mitra, Tarak Singh, Tamanash Ghosh, Kakoli Ghosh Dastidar and Avik Banerjee, the mayor's former PA.

MAMATA'S LINE-UP

CLOCKWISE FROM TOP LEFT:
Panja, Saugata, Sonali, Sovandeb

But who will take on the mayor in ward 87?

"We can't name him right now. It could be Sovandeb Chattopadhyay, even Avik," party general secretary Partha Chatterjee said.

As for the candidate against the CPI(M)'s mayoral nominee, Bikash Ranjan Bhattacharjee in ward 100, Partha Chatterjee or Saugata Roy could be the Trinamool's man. "But since Partha is seeking to contest from ward 118, we might pit Saugata against Bikash," a leader said. "Incidentally, we aren't projecting any mayoral candidate this time."

The Congress, on the other hand, isn't fielding any MLAs. PCC working president Pradip Bhattacharya says it's not necessary. "We will probably contest 80 to 90 seats. Subrata and his team will contest in 40 or so, with our allies fighting the rest."

See also Kolkata Live

11 MAY 2005 THE HINDUSTAN TIMES

THE TELEGRAPH
10 MAY 20

Trinamul searching for Subrata challenger

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

Calcutta, May 9: A day before Mamata Banerjee was supposed to have finalised candidates for the city civic polls, no one in her ranks appeared willing to take on Subrata Mukherjee, who led the Trinamul Congress in the corporation over the past five years.

Trinamul sources said several leaders, including heavyweight MLA Sobhandeb Chattopadhyay, were sounded for ward 87. But no one agreed.

Chattopadhyay, who was twice elected to the Assembly as a Congress nominee from the CPM bastion of Baruipur, is now the Trinamul legislator from Rash Behari. Subrata's ward 87 comes under his constituency. But Chattopadhyay is not too keen on a contest on his home turf. "No one has yet officially told me to contest from ward 87, where Subrata is a candidate, but party people are hinting that I may be pitted against him. I am in no mood for it. Why are other MLAs not being fielded against Subrata?" he asked.

"I cannot afford the big money that he can spend for electioneering," he added.

Sobhandeb Chattopadhyay, Subrata Mukherjee and Ajit Panja

Sources said Chattopadhyay was unhappy for not being projected as a candidate for mayor. Former MP Ajit Panja, being fielded in ward 63, is the party nominee for the top job.

Mamata will announce the list of candidates on Wednesday, Trinamul state president Subrata Bakshi said. "We have certain problems over the selection of candidates. However, we are working overtime to sort them out by tomorrow so that we can announce the final list on Wednesday following a working committee meeting."

Party sources said Partha Chatterjee, the MLA from Behala (West), was being fielded against the Left Front's candidate for mayor, Bikash Ranjan Bhattacharjee, in ward 100.

The Trinamul MLA from Satgachhia, Sonali Guha, will also be contesting the civic polls — from ward 40.

A leader close to Mamata said she might spring a surprise or two by roping in "disgruntled" Congress functionaries as candidates. "Some Congress leaders who do not want the party to share power with the CPM in Delhi have approached Didi for our symbol to contest the elections," he said.

The BJP, a Trinamul ally, today unveiled its list of 23 nominees independently.

Though state party president Tathagata Roy claimed to have obtained Mamata's "green signal" before announcing the list, the move did not apparently go down well with key Trinamul functionaries.

"The haste smacks of strained relations with Mamata," said a senior Trinamul leader.

Sudip Bandopadhyay, the former Trinamul MP who stood against Mukherjee for Calcutta North West in the Lok Sabha polls last May, as a Congress-backed Independent, today said he would not mind campaigning for him if the Congress brass want so.

Didi vs the Mayor: Showdown today

Rival Trinamool camps hit the road in the battle for Kolkata

HT Correspondent
Kolkata, May 7

AFTER DAYs of wary vigil and sniping from rooftops, the battle for Kolkata will enter the street-level phase on Sunday with the Trinamool, Mayor Subrata Mukherjee's Unnayan Mancha and the CPI(M) set to fire their first shots at about the same time.

While Mukherjee will hold his rally at the University Institute Hall with Congress heavyweights Pranab Mukherjee, A.B.A. Ghani Khan Choudhury, P.R. Das Munshi and Somen Mitra on the dais, Mamata Banerjee will hit the campaign trail with a counter rally at Behala and tell voters that the credit for Kolkata's development shouldn't go to any "turncoat" Mayor but to the Trinamool think tank.

The CPI(M), too, will launch its campaign from mayoral candidate Bikash Bhattacharya's constituency at Bansdroni, in south Kolkata, where Anil Biswas will tell his audience neither Mamata nor the Mayor deserve their their votes. If Kolkata is a better, cleaner and more happening city today, the credit should go to the Left-ruled government.

Both Mamata and Subrata will have to gun for the CPI(M), their stated common enemy. It was perhaps with this is in mind that the Mayor sent an invite to Mamata on Saturday, asking her to be present at the Unnayan Mancha rally and "lead the anti-CPI(M) front." "I know you too are anti-CPI(M). We urge you to attend our rally," the letter said.

But Trinamool leaders didn't attach much significance to the invitation, except as a "failed" bid to persuade the voter that the Mayor hadn't played into the CPI(M)'s hands.

There was also a fare measure of drama over this invitation, with office-bearers at Trinamool Bhavan refusing to accept the letter and leaders at Mamata's residence receiving it, unaware that it had come from the Mayor himself. Mamata's aides though were emphatic that Didi wouldn't attend the Mayor's rally. All three parties will surely try every trick in their bags — until the voter speaks his mind on June 19, that is.

See also Kolkata Live

Mamata will hit the road with a rally at Behala to tell voters that the credit for Kolkata's development shouldn't go to any "turncoat" Mayor

08 MAY 2005

Subrata sails with Somen sally

Statesman News Service

KOLKATA, May 5. — When Miss Mamata Banerjee is still in search of her mayoral candidate for Kolkata, the mayor, Mr Subrata Mukherjee, today sprang a surprise by proposing that Congress strongman and MLA, Mr Somen Mitra contest as an Opposition alliance candidate in a Kolkata Municipal Corporation ward. Mr Mukherjee and Mr Mitra, and to a lesser extent Mr Priya Ranjan Dasmunshi, go back a long way in terms of both their personal and political relationships, with the troika having emerged as the Congress' youth leadership in the 1970s.

Mr Mukherjee when pressed on whether Mr Mitra's candidature was "settled", was non-committal about who would finally be projected as the mayoral candidate of the new alliance to be christened the Progressive Democratic Party. The mayor, incidentally, is in all likelihood going to stand for re-election from ward 87.

But the attempt to rope in Mr Mitra as the alliance candidate is being seen more as a ploy to have the Congress throw its full weight behind the rebel Trinamul Congress leaders who have floated the West Bengal Unnayan Congress Manch that will fight the KMC poll as PDP candidates.

And while today seemed to be a day for making up with old friends for the mayor, it didn't prevent him from taking potshots at former colleagues. "If the party takes disciplinary action against me for my ideological stand, I am the last person to weep at a Press conference the way Mr Ajit Panja did when he had been suspended by Miss Banerjee," he said. Mr Panja broke down at a media meet soon after he was suspended from the party at Miss Banerjee's behest for criticising her decision to quit the NDA government. Miss Banerjee, incidentally, is considering Mr Panja as the party's mayoral candidate. The mayor iterated that he hadn't quit the Trinamul. "I've floated the Manch to unite the Opposition against the CPI-M."

To prove that he is not hand in glove with the Left Front as alleged by the Trinamul, the mayor mocked the claim by the CPI-M state secretary, Mr Anil Biswas, that the Marxists can "remove the mayor in five minutes". "He should know I continue to command the majority support in KMC and no Marxist can dislodge me from the mayor's office. Political pyrotechnics over, a delegation of the Manch, the NCP and the PDS met the state election commissioner and Mr Bikram Sarkar, NCP state president, said his party would authorise the new alliance to use its reserved symbol, a clock.

No renomination

KOLKATA, May 5. — The CPI-M today ruled out re-nominating Mr Dilip Gupta for the Bidhannagar municipal polls. He is the chairman of the municipality. Party leaders discussed the issue at a meeting held at Indira Bhavan, the residence of Mr Jyoti Basu. Mr Gupta was elected for two consecutive terms from Ward No. 15 of the municipality. The meeting was chaired by Mr Basu and attended, among others, by Mr Anil Biswas. — SNS

Details on Kolkata Plus I

06 MAY 2005 THE STATESMAN

01 MAY 2005 THE TELEGRAPH

Mamata sees split-party plot

A STAFF REPORTER

Mamata at the Park Circus Maidan on Saturday. Picture by Pradip Sanyal

Calcutta, April 30: Trinamul Congress chairperson Mamata Banerjee today kicked off her campaign for the forthcoming civic polls by accusing the CPM and the Congress of hatching a "conspiracy to break my party".

"The CPM and the Congress have joined hands to finish regional parties all over the country. In Bengal, our party is a victim of their conspiracy. I have asked Trinamul workers not to fall into the trap laid by the Congress-CPM combine," she told a mammoth gathering at the Park Circus Maidan this afternoon.

This was Mamata's first public meeting after mayor Subrata Mukherjee formed the Paschimbanga Unnayan Congress Mancha to mobilise anti-CPM forces, including the Congress, to contest the polls.

The Congress is unaware of the "dangerous consequences of hobnobbing with the Marxists", she said.

Mamata, in her 45-minute speech, severely criticised the role of "some party members who are favouring an alliance with the Congress", but did not name Mukherjee.

The Trinamul leader said anyone could quit the party if its ideology and principles were not acceptable. "But everyone has to accept the party's decisions and abide by its constitution if he or she intends to remain in it," she said.

"There is no question of forming an electoral alliance with any party other than the BJP. So, those advocating an alliance with the Congress are going against the party line," asserted the Trinamul chief.

"Some persons are trying to hand over our party to another party. We are keeping a close watch on them and will take action at the right moment. We know all this is the CPM's handiwork," she said.

"Some persons are talking about a *mahajot* (grand alliance) with the Congress and other parties. I would like to describe it as a *mahaghot* (grand conspiracy)," Mamata said.

"What is this *jot*? When we have not quit the NDA, why should we think of any other alliance?" she asked. "Under no circumstance shall we enter into an alliance with the Congress. Come what may, I shall not deviate from our political line even if I get killed," said the Trinamul chief.

On his return to Calcutta, Mukherjee today discussed preparations for the May 8 *Mahasammelan* with associates. Several Congress leaders, including defence minister Pranab Mukherjee, water resources minister Priya Ranjan Das Munshi and Malda MP A.B.A. Ghani Khan Chowdhury, are likely to attend.

TUESDAY, MAY 17, 2005

Bouncing back in style

The victory of Chief Minister Jayalalithaa's All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam in two Assembly by-elections in Tamil Nadu is a stunning upset no psephologist would have dared predict. It is a shake-up call to the opposition Democratic Progressive Alliance, which was banking heavily on conventional electoral arithmetic. Within a year of the 14th general election, which turned out to be a one-horse race in Tamil Nadu, the AIADMK recovered lost ground by learning, and acting on, the appropriate lessons. To the credit of Chief Minister Jayalalithaa, many 'economic reforms' perceived to be anti-people were rolled back, and punitive measures against State Government employees were reversed without batting an eyelid. Normality in relations with the Press was restored seamlessly. The margins of victory in the two Assembly constituencies — 27,162 in Gummidipoondi and 17,648 in Kancheepuram — show a big swing in favour of the AIADMK from May 2004. In the first constituency, there was a swing of 21.20 percentage points away from the Dravida Munnetra Kazhagam and a 22.42 point swing towards the State's ruling party. In Kancheepuram, the swing was less marked with the DPA suffering a negative swing of 12.92 points and the AIADMK gaining 14.47 points. Does alliance arithmetic offer any clue? The paradoxical answer is that while the seven-party DPA remains intact, the AIADMK lost its only 'major' ally in the Lok Sabha election, a distinctly minor league and marginalised Bharatiya Janata Party, during the intervening period.

In the coming days several explanations will be proposed for the dramatic upset in the two by-elections; excuses will be offered by the losers, as they were in May 2004. However, no explanation or excuse can take away from the central fact that there has been a change in the ground situation. A feature of these by-elections was the sharply higher voter turnout, with Gummidipoondi recording more than 76 per cent polling and Kancheepuram almost 70 per cent. The no-nonsense monitoring of the poll process by the Election Commission ensured there were no credible complaints of bogus voting. Interestingly, the grievances of the Opposition parties relate to "misuse of the official machinery," not to bogus voting or booth capturing. While the DPA may downplay the implications of the by-election outcome for the 2006 Assembly contest, the results in the two constituencies can only mean that the AIADMK on its own may well pose a stiff challenge to the DMK-led front. True, alliances play a less important role in by-elections than in a State-wide contest where the smaller parties also have a stake, but this does not explain the AIADMK's making up a huge popular deficit in a year. A handicap for the DMK might have been its inability to take advantage of the 'anti-incumbency factor': the AIADMK made an effective campaign issue of the performance of the Union Ministers of the DPA in the United Progressive Alliance Government at the Centre.

For Ms. Jayalalithaa, there is a *déjà vu* in this; her party has revealed an impressive ability to face adversity and change the ground situation within months of suffering an electoral rout. In 1989, her group within the AIADMK finished way behind the DMK in the Assembly election, but she was able, following a merger with the rival group, to wrest two Assembly seats within six months. Not only that, she followed this up with a revival of the alliance with the Congress and swept the Lok Sabha contest in Tamil Nadu later in the year. Similarly, after the debacle of the 1996 general election, in which Ms. Jayalalithaa lost her Assembly seat, she led the AIADMK to a surprise win in the 1998 Lok Sabha election. Much was at stake for the Chief Minister in the latest by-elections, especially in Kancheepuram where the Opposition and also her former ally, the BJP, attributed political motives to the arrest of the Kanchi Sankaracharya, Sri Jayendra Saraswathi, and others in the Sankararaman murder case. The Hindu Mahasabha, which made the arrests a campaign issue, lost its deposit. The AIADMK's emphatic victory over an alliance that was arithmetically unbeatable on paper is a political achievement by any yardstick.

17 MAY 2005

Split in Trinamul

Perpetuating Marxist misrule

Marxist mandarins of Alimuddin Street must be laughing at the way Mamata Banerjee and Subrata Mukherjee are handing over the Kolkata Municipal Corporation to them on a platter, well before the 19 June civic poll. It will not be KMC alone but several civic bodies in 81 towns in West Bengal, including Salt Lake, where the two, will ensure an easy electoral victory for the Marxists. Both should know this fully well and how the civic poll will have a direct bearing on next year's state assembly elections. Their words and deeds suggest that they are helping the Marxists to perpetuate their rule in West Bengal. Many citizens want a viable, and clean non-Left alternative to emerge, to deal with the chronic problems of unemployment, economic backwardness and deteriorating standards of education and health care, among other ills. Trinamul Congress's success in the KMC, which is already the envy of civic bodies of Indian metros and also financial institutions, has given rise to considerable hope that the Opposition outfit has the potential to replace the Marxists in the state. But Subrata, by splitting the Trinamul Congress on Tuesday, seems to have dashed these hopes.

The timing has given rise to numerous questions about real personal and political intentions. He will queer the electoral pitch of other Opposition parties as well, as this is certainly going to give birth to new political arrangements, which will further divide and weaken the Opposition and help Marxists wrest not only the KMC but other bodies. All this despite the Opposition's unanimous view that the only way the Marxists can be defeated is by having either an informal seat sharing arrangement among non-Left parties or a formal grouping.

Mamata is no less to blame for the split in the Trinamul as she seems unable to tolerate Subrata's success. The mayor has given financial stability and a modern image to KMC. His Marxist predecessors, Prasanta Sur, Kamal Basu and Prasanta Chatterjee were, in comparison, ineffectual. Instead of reining him in when necessary, Mamata belittles his achievements and abuses him personally. This is no way to defeat the well-entrenched Marxists. Mamata and Subrata are only inviting disaster for themselves and for the opposition.

29 APR 2005

THE STATESMAN

মেয়রের পদে কাজ চালাতে অসুবিধা নেই

পুর নেতৃত্ব খোয়ালেন সুব্রত

স্টাফ রিপোর্টার: আপাতত বহিষ্কার বা সাসপেনশনের পথে না-গিয়ে কলকাতা পুরসভায় দলনেতার পদ থেকে সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে সরিয়ে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁর জায়গায় এখনকার মেয়র-পারিষদ জাভেদ খানকে দলনেতা নির্বাচিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাতে অবশ্য সুব্রতবাবুর মেয়র-পদে থাকতে কোনও বাধা নেই। কারণ, ওটি নির্বাচিত পদ।

বৃহস্পতিবার তপসিয়ায় তৃণমূল ভবনে দলের বর্তমান ৫৩ জন কাউন্সিলরের সঙ্গে বৈঠকের পরে মমতা বলেন, "কলকাতা পুরসভায় যিনি দলনেতা ছিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় পার্টি ছেড়ে চলে গিয়েছেন। শাসক দল তো নেতা ছাড়া চলবে না। তাই দলীয় কাউন্সিলরেরা সর্বসম্মতিক্রমে জাভেদ খানকে নির্বাচিত করেছেন।" এমনকী এত দিন তৃণমূলের পুরদলের যিনি মুখপাত্র ছিলেন, সেই দেবাশিস কুমার সুব্রতবাবুর নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন কংগ্রেস মঞ্চে যোগ দেওয়ায় তাঁকেও ওই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেবাশিসবাবুর জায়গায় সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অন্য মেয়র-পারিষদ অনুপ চট্টোপাধ্যায়কে।

তবে তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে আদৌ উদ্বিগ্ন নন মেয়র। আসন্ন পুর ভোটে কংগ্রেস-সহ সি পি এম-বিরোধী সব দলের সঙ্গে জোট গড়ার ব্যাপারে সুব্রতবাবু এখন দিল্লিতে। পুর দলনেতার পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার খবরে সুব্রতবাবু বলেন, "এটা প্রত্যাশিতই ছিল। এমনকী দল চাইলে আমাকে তাড়িয়েও দিতে পারত। তবে এখনও আমি বলছি, সি পি এমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে জোট গড়তেই হবে আমাদের।" অবশ্য তৃণমূল যে এখনই তাঁদের দল থেকে বহিষ্কার বা সাসপেন্ড করছে না, মমতার বক্তব্যে তা পরিষ্কার। এই বিষয়ে একটি প্রশ্নের জবাবে মমতা বলেন, "এটা দলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। যাঁরা স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছেন, তাঁদের বিষয়ে আইনে যা আছে, প্রয়োজনে তা করা হবে।"

কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে সি পি এম-বিরোধী জোট গড়ার দাবি তোলাতেই মেয়র ও তাঁর অনুগামীদের দল ছেড়ে আলাদা মঞ্চ গঠন করতে হয়। আর তারই পরিণতিতে এ দিন দলীয় রণকৌশল স্থির করতে মমতা তৃণমূলের কাউন্সিলরদের সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টা বৈঠক করেন। পুরদলের সঙ্গে বৈঠক হলেও তৃণমূলের সব শাখা সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সেই সঙ্গে ছিলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন সাংসদ অজিত পাঁজা, বিধায়ক সাধন পাণ্ডেও। বৈঠকে হাজির ছিলেন সুব্রতবাবুর মঞ্চে চলে যাওয়া মেয়র-পারিষদ হৃদয়ানন্দ গুপ্তও। বৈঠক থেকে বেরিয়ে তিনি বলেন, "একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। এখন সব ঠিক আছে। আমি তৃণমূলেই আছি।"

অন্য দিকে, তৃণমূল শিবিরের দাবি, গত মঙ্গলবার সুব্রতবাবুর বাড়িতে নৈশভোজে যোগ দিলেও উন্নয়ন মঞ্চের সঙ্গে নেই বিধায়ক অর্জুন সিংহ, সৌমেন মহাপাত্র ও কাশীনাথ মিশ্র। তবে এ দিন তিন জনেই জানিয়েছেন, সি পি এম-কে পরাস্ত করতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়তে সুব্রতবাবু যে-প্রয়াস চালাচ্ছেন, তাঁরা তা সমর্থন করেন। সৌমেনবাবু বলেন, "পাঁশকুড়া পুরসভার নির্বাচনের সময় আমিই প্রথমে এই ধরনের সি পি এম-বিরোধী জোট গড়ি। তাই সুব্রতদা যখন জোট গড়ার প্রস্তাব দেন, আমি তা পুরোপুরি সমর্থন করি।"

তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা দাবি করেছেন, তিনি মঞ্চে নেই বলে ভাটপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিংহ লিখিত বিবৃতি দিয়েছেন। কিন্তু অর্জুনবাবু এ দিন তা অস্বীকার করে বলেন, "আমি সুব্রতদার সঙ্গেই আছি।"

প্রণবের সঙ্গে বৈঠক, ৭ মে'র সম্মেলনে থাকবেন গনিও

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল: সিপিএম-বিরোধী 'মহাজোট'-এর লক্ষ্যে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের গড়া পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন কংগ্রেস মঞ্চের প্রথম গণ-কনভেনশনে প্রণব মুখোপাধ্যায় ও বরকত গনি খান চৌধুরী দু'জনেই যোগ দেবেন। ৭ মে মহাজাতি সদনে ওই কনভেনশন হবে। আজ সংসদ ভবনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ঘরে বসে 'মহাজোটের' ছক কষেন সুব্রতবাবু। আধ ঘণ্টার এই বৈঠকে কংগ্রেস নেতা আহমেদ পটেল, অম্বিকা সোনিও ছিলেন। আসন্ন পুর নির্বাচনের টিকিট বণ্টন নিয়েও আলোচনা হয়। পরে সুব্রতবাবু বলেন, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে বলেছি, পুরভোটে যে সব জায়গায় আমাদের প্রভাব বেশি, সেখানে টিকিটগুলি যেন আমরা পাই। তবে কোনও আসনের একাধিক দাবিদার হলে যার জয়ের সম্ভাবনা বেশি, কোনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করে তাকেই যেন টিকিট দেওয়া হয়।"

আজ সারা দিনই সুব্রতবাবু ব্যস্ত ছিলেন কংগ্রেস-সহ নানা দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে। যেমন, সমাজবাদী দলের অমর সিংহের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের তারিক আনোয়ারের সঙ্গেও তাঁর আলোচনা হয়। দিল্লিতে বরকতের সঙ্গেও দেখা করেন সুব্রতবাবু। নয়াদিল্লির বঙ্গভবনে ৪০৫ নম্বর ঘরের অতিথি কংগ্রেস নেতা আব্দুল মান্নান আজ কলকাতার মেয়র সুব্রতবাবুকে প্রাতরাশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। পি ডি এসের সৈফুদ্দিন চৌধুরী তাঁর দলের দুই নেতা সমীর পুততুণ্ড এবং অনুরাধা দেবীকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন সুব্রতবাবুর সঙ্গে জোট নিয়ে আলাপ-আলোচনা সারতে। সেই বৈঠকও ইতিবাচক হয়েছে। সৈফুদ্দিন ৭ মে'র কনভেনশনে যাবেন। মেয়র জানান, পরিবহণমন্ত্রী সুভাষ

এর পর পাঁচের পাতায়

প্রণবের সঙ্গে

প্রথম পাতার পর

চক্রবর্তী রবিবার কলকাতায় মেট্রো সিনেমার সামনে এক অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি যাবেন।

কবে যোগ দিচ্ছেন কংগ্রেসে? সুব্রতবাবুর উত্তর: "এই প্রশ্ন এখন উঠছে কেন? আমি তো আর একা নই যে তৃণমূল ছেড়ে এলাম, কংগ্রেসে যোগ দিলাম। একটা 'মিশন' বা উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা অনেকে বেরিয়ে এসেছি। আরও অনেকে আসবেন। রাজনীতিটা তো এক দিনের অঙ্ক নয়। সামনে পুরসভা, তার পর বিধানসভা। সব কিছু মাথায় রেখেই তো জোট।"

এই যাত্রায় সনিয়ার সঙ্গে দেখা করবেন না? সুব্রতবাবুর বক্তব্য, "প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে দেখা করেছি। আমাদের কথা তো তিনি শুনলেন। আর, এখন আমি স্থানীয় স্তরে, যেমন ধরুন বাঁশবেড়িয়ার ভোট নিয়ে রয়েছি। ঠিক আছে।"

29 APR 2005

ANADABAZAR PATRIKA

27 APR 2005

THE HINDUSTAN TIMES

Subrata lays table for split

HT Correspondent
Kolkata, April 26

WITH 21 rebel Trinamool Congress MLAs and councillors by his side, mayor Subrata Mukherjee virtually split the party tonight, floating an independent platform that will fight the Kolkata civic elections and next year's Assembly polls with Congress support.

"The Paschim Banga Unnayan Congress Mancha will initially function within the Trinamool, but later we shall float a party," Mukherjee told reporters. "We shall forge a grand alliance with the Congress, the Samajwadi Party, the Janata Dal (United), the Nationalist Congress Party, the Party for Democratic Socialism and other anti-CPI(M) forces. We will also invite the Trinamool Congress."

Eleven councillors — including member, mayor-in-council, Mala Roy — and nine MLAs turned up at a dinner hosted by the mayor tonight while another councillor, Hridayananda Gupta, sent a letter of support. "Several other councillors and MLAs have got in touch with me; they will join the Mancha in the days to come," Mukherjee said.

"However, if Mamata Banerjee decides to change her mind and follow our line of a grand anti-Left alliance, we are ready to return to the Trinamool fold. If she doesn't bend, we will float a new political party.

"As of now, that's going to happen in the first week of May, when we shall hold a mass convention, to be attended by leaders of all the political parties supporting us. The Mancha will not only contest the KMC elections; it will fight the Assembly polls, too."

Checklist

- **THE FRONT** Paschim Banga Unnayan Congress Mancha
- **CONVENER** Mayor Subrata Mukherjee
- **PRESIDENT** Ambika Banerjee
- **MEMBERS** 13 Trinamool councillors and 9 MLAs
- **ANNOUNCEMENT** At a dinner at Subrata's home

MLA Ambika Banerjee has been appointed Mancha president and Mukherjee its convener. Mukherjee will leave Kolkata on Wednesday morning for a series of meetings with state Congress chief and defence minister Pranab Mukherjee, Union water resources minister Priya Ranjan Das Munshi, former chief minister S.S. Ray and former PCC chief A.B.A. Ghani Khan Chowdhury. "He will also try to fix an appointment with Sonia Gandhi," a confidant said.

Mamata met senior Trinamool leader Ajit Panja tonight to discuss possible action against the rebels. "Our party's working committee will meet and decide about this," Mamata said.

সঙ্গী ৯ বিধায়ক, ১১ কাউন্সিলর

তৃণমূল ভেঙে পৃথক মঞ্চ গড়লেন সুব্রত

সঞ্জয় সিংহ

এক দল বিধায়ক ও কাউন্সিলরকে সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলবার তৃণমূল ভাঙলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। কংগ্রেসের সঙ্গে পুর নির্বাচনী জোট গড়তে এ দিনই তাঁরা গড়লেন 'পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন কংগ্রেস মঞ্চ'। আপাতত এই মঞ্চে যোগ দিয়েছেন মেয়র সুব্রতবাবু-সহ তৃণমূলের ১০ জন বিধায়ক এবং কলকাতার ১২ জন কাউন্সিলর, যাঁদের মধ্যে পাঁচ জন মেয়র-পারিষদ। সুব্রতবাবু এবং পরেশ পাল অবশ্য একাধারে বিধায়ক ও কাউন্সিলর দু'ভাবেই গণ্য হবেন। এ ছাড়াও নতুন মঞ্চে এসেছেন বামফ্রন্ট থেকে বহিষ্কৃত এক জন।

মঙ্গলবার রাতে তাঁর সুরেন ঠাকুর রোডের বাড়িতে ওই বিধায়ক, মেয়র-পারিষদ ও কাউন্সিলরদের সঙ্গে নৈশভোজে আলোচনার পরে সুব্রতবাবু দল ছাড়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। অন্য যে-সব বিধায়ক সেখানে ছিলেন, তাঁরা হলেন অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক দেব, অর্জুন সিংহ, তাপস রায় এবং তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়া নির্বেদ রায় ও পরশ দত্ত। অন্য দুই বিধায়ক কাশীনাথ মিশ্র ও সোমেন দাসমহাপাত্র উপস্থিত না-থাকলেও এই মঞ্চে যোগ দিতে চেয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন বলে সুব্রতবাবু জানান। মেয়র-পারিষদদের মধ্যে মঞ্চে যোগ দেন মালা রায়, সামসুজ্জামান আনসারি, হৃদয়ানন্দ গুপ্ত, মইনুল হক, অমিয় মুখোপাধ্যায়। তৃণমূলের অন্য কাউন্সিলরেরা হলেন রুবি দত্ত, দিব্যেন্দু বিশ্বাস, দেবাশিস কুমার ও পবিত্র বিশ্বাস। আর এস পি থেকে বহিষ্কৃত কাউন্সিলর মাখন দাসও যোগ দিয়েছেন নতুন মঞ্চে।

সুব্রতবাবু ঘোষণা করেন, মে মাসে তাঁরা মঞ্চের রাজ্য কনভেনশন করবেন। তাঁদের পতাকা হবে কংগ্রেসের মতো তেরঙা, মাঝখানে থাকবে এই মঞ্চের নির্বাচনী প্রতীক। মেয়রের ঘোষণা: "মঞ্চ তৈরি করে যাত্রা শুরু হল। ভবিষ্যতে দলও তৈরি করব।" মঞ্চের চেয়ারম্যান হয়েছেন অম্বিকাবাবু। মেয়র আহ্বায়ক। বাকি বিধায়ক, কাউন্সিলরেরা সকলেই কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য। মেয়র বলেন, "শুক্রবার থেকেই এই বাড়িতে আমাদের অফিস চালু হবে।"

সুব্রতবাবুদের নৈশভোজ ঘিরে রাজ্য-রাজনীতিতে আগ্রহ ও উত্তেজনা ছিল তীব্র। তাঁর বাড়ির সামনে ভিড় সামলাতে রাস্তায় শামিয়ানা টাঙিয়ে মঞ্চ বাঁধা হয়েছিল। সেখানেই সাংবাদিক বৈঠক করেন সুব্রতবাবু। তিনি জানান, কংগ্রেসের হাইকমান্ডের সঙ্গে কথা বলতে আজ, বুধবার তিনি ও তাপসবাবু দিল্লি যাচ্ছেন। তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি এখনও বলেন, কংগ্রেস-সহ সি পি এম-বিরোধীদের নিয়ে জোট গড়বেন, আমি সব পদ ছেড়ে তাঁর পিছনে দাঁড়াতে রাজি।"

তবে তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই জোটকে 'অশুভ শক্তির আঁতাঁত' বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়। দলনেত্রী মমতা সরাসরি কোনও মন্তব্য না-করলেও এ দিন তাঁর নির্দেশে তৃণমূল ভবনে পঙ্কজবাবু, সৌগত রায়েরা বলেন, আসলে সি পি এমের প্রধান বিরোধী শক্তি হিসাবে তৃণমূলকে দুর্বল করার জন্য দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে সুব্রতবাবুরা মঞ্চ তৈরি করেছেন।

যদিও সুব্রতবাবুর এই জোট-রাজনীতিতে তৃণমূলের অনেকেই যে অস্বস্তিতে আছেন, মালদহ জেলা পরিষদে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের জোটের প্রসঙ্গে সাধন পাণ্ডের বক্তব্যে তা স্পষ্ট। তিনি পরিষ্কার বলেন, "সি পি এম-কে ঠেকাতেই আমরা এক হতে পারি।" তা হলে কলকাতায় নয় কেন? তাঁর বিব্রত জবাব: "কলকাতায় তো আমরাই শক্তিশালী।"

দলের গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে জোটের কথা বলায় ইতিমধ্যেই নির্বেদবাবু ও পরশবাবুকে সাসপেন্ড করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু সুব্রতবাবুর সঙ্গে নৈশভোজে যোগ দিয়ে যাঁরা তাঁর নতুন মঞ্চে সামিল হলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে তৃণমূল এখনই কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপের ঝুঁকি নিচ্ছে না। দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সদস্য বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের নেত্রী তো বলেই দিয়েছেন, দরজা খোলা আছে। যাঁরা তৃণমূলে থাকতে চান না, তাঁরা বেরিয়ে যেতেই পারেন।" তবে দলের টিকিটে জনপ্রতিনিধি হয়ে যাঁরা দল ছাড়লেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যায় কি না, তা নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব চিন্তাভাবনা করছেন।

এ দিকে, পুর নির্বাচনে সুব্রতবাবুরা যদি 'ঘড়ি' প্রতীক চান, তা তাঁদের দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন এন সি পি-র পশ্চিমবঙ্গ শাখার সহ-সভাপতি সালাউদ্দিন আহমেদ। ঘড়ি তাঁদের দলের প্রতীক। তবে আসন্ন পুর নির্বাচনে সুব্রতবাবুরা ঘড়ি বা সাইকেল প্রতীকে লড়াই করার কথা ভাবছেন।

● মমতার মতে, ভাঙন নয়...পৃঃ ৫

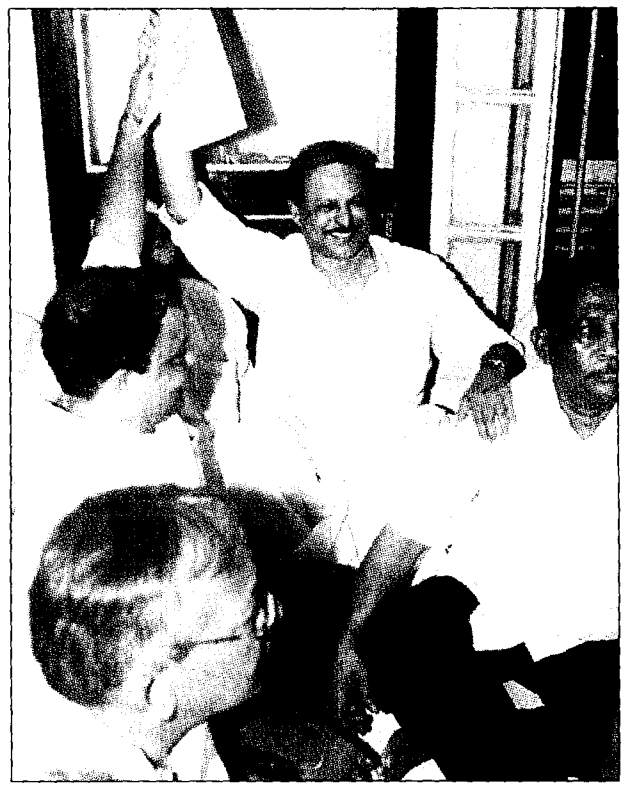

মঞ্চ গড়ার পরে উল্লাস। মঙ্গলবার সুব্রতর বাড়িতে। — রাজীব বসু

27 APR 2005

Trinamul splits as Subrata floats *manch*

Statesman News Service

KOLKATA, April 26. — Mr Subrata Mukherjee tonight launched the West Bengal Unnayan Congress Manch, virtually splitting the Trinamul Congress. Ten Trinamul MLAs and 10 councillors, including five Mayor-in-Council members, attended the dinner the mayor hosted to form the *manch*.

The revolting Trinamul leaders were paraded on a dais outside the dinner venue where Mr Mukherjee formally announced what he called a "historical, political decision". Two others, who pledged their support in writing, couldn't make it to the dinner owing to family commitments, he said.

Drawing a parallel with Jayaprakash Narayan's movement, the mayor said: "What JP did to unite Opposition parties, we have tried to replicate in a minuscule form so that we can respond to the people's wishes to rid the state of the CPI-M which has imposed a corrupt and dictatorial regime."

Mr Mukherjee said he would have been happier had Miss Mamata Banerjee herself launched such a forum to unite anti-CPI-M forces.

The *manch* will first contest the KMC poll and then the Assembly elections next year. It will use the Tricolour with the party's election symbol embossed on it and will apply for the allotment of a fixed symbol. The *manch* will soon be turned into a party, Mr Mukherjee said.

"If the Trinamul leadership takes any disciplinary action, it will take us only a few minutes to deal with such a situation," he said.

While Mr Ambica Banerjee, MLA, has been made the *manch* chairman, Mr Mukherjee is its convenor. The MLAs and councillors are executive committee members.

Another report on Kolkata Plus I

27 APR 2005 THE STATESMAN

নৈশভোজে নয়া মঞ্চ আজ

আত্মঘাতীকে বিষ কে দেবে, তোপ সুব্রতরও

স্টাফ রিপোর্টার: কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ার জন্য কলকাতার মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় যে-আলাদা মঞ্চ তৈরি করছেন, আজ, মঙ্গলবার তার নাম ও কর্মসূচি চূড়ান্ত হবে। অনুগামীদের সঙ্গে আজ নৈশভোজের পরে তাঁদের কর্মসূচি ঘোষণা করবেন মেয়র। কলকাতার পুর ভোট সামনে রেখে তাঁরা যে-জোট গড়ছেন, আগামী বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত তা টেনে নিয়ে যেতে চান বলে জানিয়েছেন তিনি। সোমবার বিধানসভায় কংগ্রেস নেতা আব্দুল মান্নানের ঘরে বসে সুব্রতবাবু বলেন, "দেশ জুড়ে আজ জোট-রাজনীতিরই দর্শন কাজ করছে। জোট-রাজনীতির প্রতিষ্ঠিত সত্যকে আমাদেরও স্বীকার করে নিতে অসুবিধা কোথায়? কারণ, জোট গঠনের বিষয়টি আজকের সময় ও রাজনীতিরই দাবি।"

আর এই জন্যই কংগ্রেস-সহ সব সি পি এম-বিরোধী দলকে নিয়ে জোট গড়ার কাজ শুরু করে দিয়েছেন সুব্রতবাবু। এক দিকে তিনি দিল্লিতে কংগ্রেসের হাইকমান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, অন্য দিকে আলোচনা করছেন সমাজবাদী পার্টি, জনতা দল (সংযুক্ত)-সহ পশ্চিমবঙ্গের সব ছোটখাটো সি পি এম-বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে। আজ নৈশভোজে তাঁর অনুগামী বিধায়ক, কাউন্সিলরদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের মঞ্চের পক্ষে কলকাতায় 'মহামিছিল' ও 'মহাসম্মেলন'-এর কর্মসূচিও স্থির করবেন তিনি। সুব্রতবাবু বলেন, মহাসম্মেলনে জোটের শরিক সব দলের প্রতিনিধিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হবে। তাঁর কথা: "সি পি এম যেমন ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, এমনকী বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসের মতো দলকে নিয়ে বামপন্থী জোট গড়েছে, আমাদের তেমনই বামফ্রন্টের বিকল্প দক্ষিণপন্থী জোট করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।"

সুব্রতবাবুর দাবি তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই খারিজ করে দিয়েছে। এই ব্যাপারে চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলের ওয়ার্কিং কমিটি। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন, সি পি এমের হাত ধরে দিল্লিতে ক্ষমতায় বসা কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও জোট নয়। এই জোটের পক্ষে থাকায় দলের দুই বিধায়ক নির্বেদ রায় ও পরশ দত্তকে সাসপেন্ড করেছে তৃণমূল। সুব্রতবাবুর বিরুদ্ধে দল এখনও কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি। তবে মমতা থেকে শুরু করে তৃণমূলের বিভিন্ন স্তরের নেতারা প্রকাশ্যেই তাঁর কঠোর সমালোচনা করেছেন।

মমতা রবিবার বি কে পাল পার্কে দলের কর্মিসভায় নাম না-করেই সুব্রতবাবুকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলে অভিহিত করে বলেন, "আপনার বাড়ির রাঁধুনি যদি খাবারে বিষ মেশায়, তা হলে আপনি কী করবেন?" এই প্রসঙ্গে এ দিন সুব্রতবাবু বলেন, "এখন দক্ষিণপন্থী জোটের পক্ষে একটা ইতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এখন আর একলা চলার নীতিতে হবে না। এটা বলায় আমায় রাঁধুনি, খাবারে বিষ মেশানোর কথা বলা হচ্ছে! কিন্তু যে ঘনঘন আত্মহত্যা করতে যায়, রাঁধুনি কি তাকে বিষ দিতে যাবে?"

এই পরিপ্রেক্ষিতে এ দিন সুব্রতবাবুও নাম না-করে তৃণমূল নেত্রীকে সাপের সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি বলেন, "সব চেয়ে হিংসুটে জীব হল সাপ। যে নিজেই বিষ বহন করে বেড়ায়, তাকে কে বিষ দিয়ে মারবে?" এই প্রসঙ্গে অবশ্য তৃণমূল নেত্রীর কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। দলের প্রাক্তন সাংসদ আকবর আলি খোন্দকার মারা গিয়েছেন। দিল্লির হাসপাতাল থেকে তাঁর মরদেহ এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতেই সারা দিন ব্যস্ত ছিলেন মমতা। তবে সুব্রতবাবুর মন্তব্য সম্পর্কে দলের নেতা ও বিধায়ক সৌগত রায় বলেন, "এ বার রাজনীতিটা দেখছি জীবজন্তুর স্তরে টেনে আনা হচ্ছে।"

এ দিকে, মুম্বই থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে সি পি এমের বিরুদ্ধে সুব্রতবাবুর জোট গড়ার প্রচেষ্টা সমর্থন করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা সন্তোষমোহন দেব। তিনি বলেছেন, "বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর জন্য সুব্রত যে-পরিকল্পনা করেছে, তা ষোলো আনা ঠিক। মমতা বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না।" বিষয়টি নিয়ে রাজ্য কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চান সন্তোষবাবু।

26 APR 2005

NADABAZAR PATRIK

মমতার সঙ্গে বৈঠক সুশীল মোদীর

সুব্রতর মঞ্চ হচ্ছেই, নাম নিয়ে জল্পনা

স্টাফ রিপোর্টার: তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে বিকল্প মঞ্চ গড়ার ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেছেন মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়। শনিবার তিনি বলেন, "আগামী বুধবার রাতে আমাদের দলের কয়েকজন বিধায়ক ও কাউন্সিলরদের আমার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। কবে আনুষ্ঠানিক ভাবে মঞ্চ ঘোষণা হবে, তা ওই দিনই আলোচনা হবে।" তবে মঞ্চ না গড়ে মেয়রকে সরাসরি কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ও নেতা সোমেন মিত্র। এ দিনও জোটের পক্ষে সওয়াল করে মেয়র বলেন, "দলের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আমাকে বৈঠকে না ডাকাই প্রমাণ করে দলে গণতন্ত্র নেই। ডাক পেলে আমি আমার মতামত জানাতাম। বলতাম, দল জোট করুক, আমি মেয়র পদ ছেড়ে দিতে রাজি আছি।"

এই পরিস্থিতিতে শনিবার রাতে মমতার বাড়িতে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুশীল মোদীর সঙ্গে মমতার পুরভোট নিয়ে কথা হয়। মোদী জানতে চান, মেয়রের প্রস্তাবিত 'একের বিরুদ্ধে এক' নীতিটা ঠিক কী? মমতা তাঁকে বলেন, "প্রণববাবু পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে রফা করতে হলে বিজেপির সঙ্গ ছাড়তে হবে। কিন্তু তৃণমূল এনডিএ-র শরিক হিসাবেই ভোটে লড়বে। কোনও ভাবেই বিজেপির সঙ্গ ছাড়বে না। সুতরাং কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের প্রশ্ন উঠছে কী করে?" মোদীর কাছে মমতা অভিযোগ, "কিছু নেতাকে নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে তৃণমূলকে ভাঙতে চাইছে কংগ্রেস। কিন্তু কয়েক জন নেতা দল ছেড়ে চলে গেলেও তৃণমূল ভাঙার কোনও প্রশ্নই নেই। আর কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ কোনও ভোট-ব্যাঙ্কও নেই। এখানে তৃণমূলই প্রধান বিরোধী দল।"

মোদী মমতাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, জোটের নেত্রী হিসাবে তিনি যা বলবেন তাই চূড়ান্ত। দু'দল এক সঙ্গে পুরভোটে লড়বে। আসন নিয়ে কথাবার্তা কয়েক দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত হয়ে যাবে। মোদী-মমতার বৈঠকে পরে বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং দিন কয়েক আগেও মেয়র-ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত মেয়র পারিষদ (জল) শোভন চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব যে মহাজোট করার কথা বলছিলেন, সেই প্রসঙ্গে মোদী বলেন, "এমন কোনও সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নেয়নি।" মমতাও মোদীকে বলেন, "গনি খান যে মাঝেমধ্যে মহাজোটের কথা বলেন, তারও কোনও ভিত্তি নেই।"

এ দিকে, সুব্রতবাবু মঞ্চ গড়লে তার নাম কী হবে, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। একাংশের মত, কলকাতাকে ঘিরে মেয়রের 'সদর্থক কাজের' পরিপ্রেক্ষিতে মঞ্চের নাম আপাতত 'কলকাতা উন্নয়ন মঞ্চ' রাখা হোক। কিন্তু শহরের বাইরেও কয়েকজন বিধায়ক সুব্রতবাবুর সঙ্গে থাকায় মঞ্চের নামকরণ 'পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন মঞ্চ' ভাবা হচ্ছে। সুব্রত শিবিরের দাবি, বুধবার রাতে তাঁর বাড়িতে ডাকা নৈশভোজে অন্তত ১২ জন বিধায়ক এবং ১৫ জন কাউন্সিলর যোগ দেবেন। কিন্তু মমতা শিবিরের হিসাব, দলের ৫৮ জন বিধায়কের

এর পর পাঁচের পাতায়

দলে ফিরলে গুরুত্ব, কথা দিলেন প্রণব

পার্থসারথি সেনগুপ্ত ● নয়াদিল্লি

২৩ এপ্রিল: সুব্রত মুখোপাধ্যায় কংগ্রেসে যোগ দিলে দলীয় সংগঠনে যথাযথ গুরুত্ব পাবেন বলেই আশ্বাস দিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। তবে ঠিক কী পদ তাঁকে দেওয়া হবে, সেটা সনিয়া গাঁধীই ঠিক করবেন। শনিবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেন, "সুব্রত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতা। ফলে, কংগ্রেসে এলে তিনি যে যথেষ্ট গুরুত্ব পাবেন, তা তো স্বাভাবিক। তবে তাঁকে কী পদ দেওয়া হবে তা কংগ্রেস সভানেত্রীই ঠিক করবেন।"

বস্তুত, সুব্রতবাবুকে যথাযোগ্য 'মর্যাদায়' কংগ্রেসে ফিরিয়ে এনে আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে টক্কর দিতে চায় কংগ্রেস হাইকমান্ড। কলকাতা পুরসভার পরিচালনায় মেয়র হিসাবে সুব্রতবাবু 'কাজের মানুষ' হিসাবে যে সুনাম অর্জন করেছেন, তা পুরোপুরি কাজে লাগাতে চাইছেন তাঁরা। উল্লেখ করা যায়, মেয়র হিসাবে সুব্রতবাবুর এই ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়ে পুরনির্বাচনে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কোনও প্রচারে না যেতে মনস্থ করেছে সি পি এমও।

তবে, কেন্দ্র ও রাজ্যে দু'ধরনের রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে সি পি এমের বিরুদ্ধে কত দূর এগোতে পারবে কংগ্রেস? এক দিকে দিল্লিতে মনমোহন-কারাট নৈশভোজ, অন্য দিকে পশ্চিমবঙ্গে সি পি এমের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার চেষ্টা— এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা তো সহজ নয়। বিষয়টিকে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে চান প্রণববাবু। তাঁর মতে, "১৯৮৯ সালে কংগ্রেসকে হটাতে বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংহকে সামনে রেখে বাজপেয়ীকে মঞ্চে নিয়ে জনসভা করেছিলেন কমিউনিস্টরা। এটা বি জে পি'র উত্থানে সহায়ক হয়েছিল। তার পর বামেরা দেখলেন, বিপদ। বি জে পি বাড়ছে। ফলে, কংগ্রেসকে বেছে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। দেশে সংগঠিত বাম আন্দোলনের ইতিহাস প্রায় ৮৫ বছরের। আর, এখনও সারা দেশে ১০০টা আসনে বামেদের একা লড়াই করার পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। আমরাও গত কয়েক বছরে আসন সংখ্যা বাড়া-কমার নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দেখলাম, একা থাকলে চলবে না। দু'তরফেই পলিটিকাল কমপালসান।"

তবে, পশ্চিমবঙ্গে সি পি এমের বিরুদ্ধে লড়াইতে মমতা-ম্যাজিক যে 'ফেল' করেছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই প্রণববাবুর। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, "রাজ্যে সি পি এমের সন্ত্রাস রয়েছে রীতিমতো। তবে যে সব জায়গায় আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছি, সেখানে নির্বাচনেও জিতেছি। যেমন, বহরমপুরে অধীর দেখিয়ে দিল। শঙ্কর সিংহেরও উদাহরণ দেওয়া যায়। যদিও প্রতিরোধ বলতে কেশপুর-লাইন আমি বলছি না।"

তবে প্রণববাবু সাফ জানান, রাজ্যে পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে যেমন সি পি এমের 'লোক' আছে, সে রকম সংগঠন গড়ে তুলতে কংগ্রেস ব্যর্থ। কোনও বিশেষ

এর পর পাঁচের পাতায়

24 APR 2005 ANADABAZAR PATRIKA P.T.O

সুব্রতর মুখ

প্রথম পাতার পর

মধ্যে বড় জোর জনা-চারেক যেতে পারেন। মেয়র-হীন দল নিয়ে পুরভোটে লড়তে হলে কী কৌশল তাঁরা নেবেন, সেই বিষয়ে মমতা তাঁর বাড়িতে দফায় দফায় বৈঠক করছেন। যুব তৃণমূল সভাপতি মদন মিত্র জানান, ৩০ এপ্রিল পার্ক সার্কাসের সভায় মমতা কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। তার আগে নেতা ও কর্মীদের মনোভাব বুঝতে মমতা নিজে কলকাতার বিভিন্ন সমাবেশে যাচ্ছেন। আজ, রবিবারও দলের উত্তর-পশ্চিম কলকাতার কর্মী সম্মেলনে যোগ দিতে তিনি বি কে পাল পার্কে আসবেন বলে স্থানীয় বিধায়ক তারক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান।

পুরভোটে কংগ্রেস-সহ সমস্ত সি পি এম বিরোধী দল নিয়ে জোটকে সমর্থন করায় বিধায়ক নির্বেদ রায় ও পরশ দত্তকে তৃণমূল সাসপেন্ড করেছে। কিন্তু সুব্রতবাবুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মমতার ঘনিষ্ঠ এক নেতা বলেন, "সুব্রতকে শহিদ হতে দেব না।" শুনে সুব্রতবাবু বলেন, "কে কাকে শহিদ বানায়? আমি কোনও অন্যায় করিনি। সি পি এম-কে পরাস্ত করতে শুধু কংগ্রেস নয়, সমস্ত সিপিএম বিরোধী দলকে নিয়েই জোট চাইছি।" পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধন পাণ্ডেরা অবশ্য বলছেন, লোকসভার নির্বাচনে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে নামার সময়ে এই তত্ত্ব তো সুব্রতবাবুর মাথায় আসেনি!

দলে ফিরলে

প্রথম পাতার পর

নেতানেত্রী-কে ঘিরে মিডিয়া-হাইপ হয়েছে। তাতে কয়েকটা ভোটও বেড়েছে। কিন্তু আসন বাড়ল কোথায়? প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কথায়, "বিধানসভা নির্বাচনে মমতাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে 'প্রজেক্ট' করা হল। রাজ্য বিধানসভার ২৩৫টি আসনে মমতা প্রার্থী দিলেন, আমরা দিলাম ৫৯টা আসনে।" ফল? প্রণববাবুর সংযোজন, "তৃণমূল পেল ৬০টি আসন, আমরা ২৬টা, আর জোট-সমর্থক নির্দল চার জন। অবিভক্ত কংগ্রেসের ছিল ৮৬টা আসন, দু'দল মিলে পেল ৯০। নিট ল্যাভ চারটে।" আর লোকসভা নির্বাচনে প্রচারে গিয়ে যে ধরনের সাড়া মিলেছিল, তাতে তিনি আশা করেছিলেন জেতার মার্জিনটা হবে বড় মাপের। প্রণববাবুর বেবাক স্বীকারোক্তি, "জিতেছি হাজার ৩৫-৩৬ ভোটে। এটা কি বড় ব্যবধান?"

আসলে সাংগঠনিক ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয়ে কংগ্রেস তথা সি পি এম বিরোধী শক্তিগুলি পশ্চিমবঙ্গে পিছিয়ে রয়েছে। যেমন, প্রণববাবুর কথায়, "রাজ্যে তফসিলি জাতি-উপজাতি গোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা প্রায় ৭৮টি। ১৯৭৭ থেকে শুরু করে ২০০১ পর্যন্ত ৬ টি বিধানসভা নির্বাচনে আমরা এই আসনগুলি জিতেছি কখনও দুটি, কখনও তিনটি বা চারটি।" কৃষক-মহিলা সংগঠনেও পিছিয়ে পড়ার সমস্যা রয়েছে। পঞ্চায়েত স্তরে এই ধরনের গণসংগঠনগুলিই অগ্রণী ভূমিকা নেয়। প্রদেশ সভাপতির ব্যাখ্যা, "শ্রমিক বা ছাত্রযুব ফ্রন্টে আমাদের সংগঠন রয়েছে। দ্বিতীয়টিতে বেশ ভালই। তবে, ছাত্র-যুবরা তো আর চিরকাল কচিকাঁচা থাকেন না, তাঁরা বিভিন্ন পেশায় যান। সংসারী হন। ফলে ভোটের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি কার্যকর হয় কিষাণসভা বা কর্মচারী ফ্রন্ট। যে ব্যাপারে সি পি এম সফল।" সংখ্যালঘু ভোটে অবশ্য কংগ্রেসের ছবিটা তুলনায় ভাল।

24 APR 2005 ANADABAZAR PATRIKA

Rift widens as mayor plans mahajot march

Arindam Sarkar
Kolkata, April 22

THE TRINAMOOL on Friday lurched further towards a formal split with the party's working committee deciding at a closed-door meeting to fight the June 19 civic polls in alliance with the BJP and more than 30 of the 57 KMC councillors and 15 MLAs rallying behind mayor Subrata Mukerhjee who wants to align with the Congress to forge an anti-Left *mahajot*.

With postures hardening on both sides, the working committee warned the rebels to fall in line or face action. Some hardliners also wanted Mukherjee immediately show-caused.

The mayor, on his part, spent much of the day working out the logistics of a pre-*mahajot mahamichhil* (great march) on May 1 to be led apart from him by former chief minister S.S. Ray, A.B.A. Ghani Khan Chowdhury, Pranab Mukherjee, P.R. Das Munshi, Bikram Sarkar and other heavyweights of the proposed front.

Subrata Mukherjee
Frontal assault

"The rally will also be joined by the councillors who are with the mayor," suspended MLA Nirbed Roy said.

The final shape of the front, however, will emerge only on April 26 when the mayor hosts a dinner for the rebel councillors. On April 30, he and some other pro-front leaders will hold a meeting with Pranab Mukherjee and Dasmunshi. "We have talked several times. Now we have to sit down to finalise the seat adjustments," a rebel councillor said.

Anticipating further erosion in the anti-Left camp, if not a last-minute capitulation by Mamata, the mayor and the Congress decided they would give 20 seats to the Trinamool. "We want to take along the councillors who are with Mamata and would contest on Trinamool tickets," a councillor said.

Already, eight of the nine borough chairmen and five of the 10 MMiCs have pledged support to the mayor. "The *mahamichhil* on May 1 may hold one or two surprises for you all," the mayor said.

23 APR 2005
THE HINDUSTAN TIMES

ANADABAZAR PATRIKA

কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নয়, ভাঙনের দিকেই এগোল তৃণমূল

স্টাফ রিপোর্টার: তৃণমূলে ভাঙনরেখা শুক্রবার আরও স্পষ্ট হয়ে গেল। এ দিন দলের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পরে জানিয়ে দেওয়া হয়, পুর ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও জোট গড়বে না তৃণমূল কংগ্রেস। অন্য দিকে, জোট গড়ার ব্যাপারে মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় এখনও অনড়। তিনি এই ব্যাপারে তাঁর যাবতীয় তৎপরতাও চালিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি, তৃণমূল এবং সুব্রতবাবু উভয়েই পরস্পরের বিরুদ্ধে সি পি এমের হাত শক্ত করার অভিযোগ তুলতে শুরু করেছেন।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে অবশ্য এই প্রসঙ্গে এ দিন একটি কথাও বলেননি। বরং দলের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পরেই তিনি তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন বি জে পি-র রাজ্য সভাপতির সঙ্গে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "রাজ্যের মূল বিরোধী দল হিসাবে তৃণমূলকে দুর্বল করার জন্য আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের সহায়তায় কংগ্রেসের নেতৃত্বে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। মানুষ এর মোকাবিলা করবে।"

জবাবে সুব্রতবাবু বলেন, "আমি শুধু কংগ্রেসকে নিয়ে জোট গড়ার কথা বলিনি। সি পি এম-বিরোধী সব দলকে নিয়ে জোট গড়তে চাই। কোনটা বেশি শক্তিশালী? এই জোট গড়তে না-দিয়ে কারা সি পি এমের হাত শক্ত করছে, রাজ্যের মানুষ সেই বিচার করবে।" মেয়র শুক্রবারেও রাত পর্যন্ত দফায় দফায় আলোচনা চালিয়ে যান তাঁর ঘনিষ্ঠ বিধায়ক ও কাউন্সিলরদের সঙ্গে।

দূর থেকে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করলেও এ দিন বিকেলে তপসিয়ার তৃণমূল ভবনে দলের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে মমতা ছিলেন না। তিনি বাড়িতে ছিলেন। আর ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে বৈঠকে ডাকা হয়নি বলে জানান সুব্রতবাবু। তাঁর ঘনিষ্ঠ এক তৃণমূল নেতার কথায়, "বৈঠকে মেয়রকে ডাকলে বিপদ হত। কারণ, সেখানে তিনি কার্যত একা হয়ে পড়তেন। তাই সুব্রতবাবুর পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করা আরও সহজ হয়ে গেল।"

তৃণমূলের এ দিনের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন পঙ্কজবাবু। সুব্রতবাবু না-থাকলেও তাঁর নাম না-করে বৈঠকে তাঁকে কার্যত 'সি পি এমের সাহায্যকারী' ও 'দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী' বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অজিত পাঁজা, সাধন পাণ্ডে থেকে শুরু করে দলের যুব নেতা মদন মিত্রেরা আলাদা আলাদা ভাবে অভিযোগ করেন, মূল বিরোধী শক্তি হিসাবে তৃণমূলকে খাটো করে সি পি এম-কে সাহায্য করতে চায় ষড়যন্ত্রকারীরা।

বৈঠকের পরে পঙ্কজবাবু বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে এন ডি এ-কে সঙ্গে নিয়ে আমরা একক ভাবে এই ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করব। ওই ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ খুলে দেবে বাংলার মানুষই।"

এই বৈঠকের পরে দলে ভাঙন এড়ানো যে কঠিন, পঙ্কজবাবু, মদনবাবুর বক্তব্যেই তা স্পষ্ট। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তে তাঁরা 'খুশি হয়েছেন' বলে মন্তব্য করে মদনবাবু বলেন, "পার্টি একটা পরিষ্কার লাইন নিল। এ বার সি পি এমের সঙ্গে হাত মেলানো কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ার কথা বলে কেউ যদি এগোন, তা হলে সেটা হবে দল-বিরোধী কাজ।" সুব্রতবাবু এ দিনও কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে সি পি এম-বিরোধী জোটের পক্ষে সওয়াল করায় তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, তা জানতে চাইলে পঙ্কজবাবু সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বলেন, "আমাদের দলে একটি শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি আছে। সেই কমিটিই যা করার করবে।" দলীয় বিধায়ক নির্বেদ রায় ও পরশ দত্তের বিরুদ্ধে কমিটি ইতিমধ্যেই সাসপেনশনের আদেশ দিয়েছে।

এ দিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শেষ হওয়া মাত্র আসন-রফা নিয়ে এন ডি এ-তে তাঁদের জোটসঙ্গী বি জে পি-র রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়ের সঙ্গে তড়িঘড়ি নিজের বাড়িতেই বৈঠক সেরে নেন মমতা। ওই বৈঠক নিয়ে মমতা বলেন, "তথাগতদা অনেক দিনই আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন। সময় হচ্ছিল না। এটা আমাদের সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার।"

মমতার সঙ্গে প্রায় দু'ঘণ্টার বৈঠকের পরে তথাগতবাবু অবশ্য বলেন, "বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে তৃণমূলের ভিতরের যে-সব খবর পাচ্ছিলাম, তার বাস্তব অবস্থাটা যাচাই করতে চাইছিলাম। তৃণমূল নেত্রী আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। বলেছেন, তৃণমূল এন ডি এ-র সঙ্গেই আছে।" তথাগতবাবু আসন-রফা নিয়ে তৃণমূল নেত্রীর কাছে জানতে চাইলে মমতা তাঁকে আশ্বাস দেন, দু'-এক দিনের মধ্যেই এই কাজ সারা হবে। যদিও ৭৯টি পুরসভায় তাঁদের প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে এবং অধিকাংশ পুরসভায় দলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্রও জমা দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন পঙ্কজবাবু।

বসে নেই মেয়রের অনুগামীরাও। আলাদা মঞ্চ গড়ে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে সি পি এমের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তাঁরা। সুব্রতবাবু মুখ না-খুললেও তাঁর ঘনিষ্ঠ এক নেতা জানিয়েছেন, তাঁরা মঞ্চের প্রতীক বাছাইয়ের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। মেয়রের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লিতে কংগ্রেসের হাইকমান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন তাঁরা।

ভাঙনের দিকেই গড়াচ্ছে তৃণমূল

বৈঠকে সুব্রতর জোট-প্রস্তাব খারিজ • তীব্র প্রতিক্রিয়া মেয়রের • মমতা-তথাগত কথা হল

আজকালের প্রতিবেদন: কলকাতার মেয়র সুব্রত মুখার্জির জোটের লাইন কড়া ভাষায় খারিজ করে দিল তৃণমূল। বস্তুত তৃণমূলে বিরোধ আর দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। যুদ্ধং দেহি পরিস্থিতিতে একদিকে তৃণমূল সর্বেসর্বা মমতা ব্যানার্জি। অন্যদিকে মেয়র সুব্রত মুখার্জি। শুক্রবার বিকেলে তৃণমূল ভবনে দলের বর্ধিত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পর সাংবাদিকদের কাছে উপস্থিত নেতৃত্ব জানিয়ে দেন, কংগ্রেসের সঙ্গে কোনওরকম রফা করবে না তৃণমূল। এ সময়ে নেতৃত্ব কঠোর ভাষায় সুব্রত-বিরোধী কথাবার্তাও বলেন। পরে সুব্রতও পাল্টা বলতে ছাড়েননি। নিশ্চিত ভাঙনের দিকে গড়াচ্ছে তৃণমূল। যা চিত্র, তাতে বলাই যায়, ভাঙন আর শুধু সময়ের অপেক্ষা। এদিন রাতে বড়িশায় এক দলীয় সভায় মমতা বলেন, মানুষের মহাজোট চাই। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হবে না। আমরা এককভাবে লড়ে বাংলার বুকে আবার প্রমাণ করব, বেইমান মিরজাফরদের কোনও জায়গা নেই। ষড়যন্ত্রের চেষ্টা চলছে। ষড়যন্ত্র করে তৃণমূলকে ভাঙা যাবে না। ২০০১ সালে নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে ফল হয়েছে, পেছন থেকে ছুরি মেরেছে। একথা তৃণমূলিরা সবাই জানেন। তাহলে হঠাৎ কী হল ভোটের আগে জোট-জোট চিৎকারের! মন কষাকষি থাকতেই পারে। সেটাকে মেনে নিতে হবে। আঙুল ফুলে কলাগাছ হলেই মিরজাফরগিরি করতে হবে— এটা ঠিক নয়। যাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট চাইছেন, তাঁরা জেনে রাখুন, আগে কংগ্রেস ছিল সি পি এমের বি-টিম। এখন মেন টিম। ওরা পার্লামেন্টে সি পি এমের সঙ্গে জোট বেঁধেছে। আগামী বিধানসভায় তৃণমূলকে ভেঙে শেষ করে দিতে চায়— এটাই উদ্দেশ্য। রুলিং পার্টি এটা করাতে চাইছে। দলীয় সভায় ভাষণের বয়ান রাতেই পেয়ে যান সুব্রত। বলেন, 'মমতা কেন শুধু কংগ্রেস কংগ্রেস করছে। শুধু কংগ্রেস নয়, আমি তো সব সি পি এম-বিরোধী দল নিয়েই জোট বাঁধার কথা বলছি। ও যদি না বোঝে, আমার আর কী করার আছে। ও চেঁচাক; গাল দিক। আমার নির্দিষ্ট কর্মসূচি আছে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আগে ২৬ এপ্রিল আসুক।' এদিন তৃণমূল ভবনে দলের পরিষদীয় নেতা পঙ্কজ ব্যানার্জি যখন সুব্রতর বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করছেন, তখন কালীঘাটে নিজের বাড়ির লাগোয়া দপ্তরে স্বয়ং মমতা পুরভোটে আসন ভাগাভাগি নিয়ে কথা বলছেন বি জে পি রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়ের সঙ্গে। অর্থাৎ, ভোটে কংগ্রেস নয়, বি জে পি-র হাত ধরে রাখার বিষয়টি দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট করে দিল তৃণমূল। এদিন ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছিলেন না মমতা, সুব্রতও। মমতা সভায় থাকবেন না, আগেই ঠিক করা ছিল। আর মেয়রকে সভায় ডাকাই হয়নি। বৈঠকে উপস্থিত উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন পঙ্কজ ব্যানার্জি, শোভনদেব চ্যাটার্জি, সুব্রত বক্সি, পার্থ চ্যাটার্জি, সৌগত রায় প্রমুখ। কিছুক্ষণের জন্য ছিলেন অজিত পাঁজাও। বৈঠকের পর পঙ্কজ সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাদের দলের সিদ্ধান্ত, কংগ্রেসের সঙ্গে আমরা জোট, মহাজোট কিছুই করব না। দলের কাঁথি সম্মেলনে যে স্ট্যান্ড ছিল, এখনও তা-ই রয়েছে। রাজ্যে সি পি এম-বিরোধী শক্তি বলতে একমাত্র মমতাই। কেউ কেউ মহাজোটের নামে কংগ্রেসের হাত ধরতে চাইছে। অনেকে সি পি এমের হাত শক্তিশালী করতে চায়, তারা আমাদের কাছে অস্পৃশ্য। আসলে আমাদের লড়াইকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে।' পঙ্কজের কথার পরিপ্রেক্ষিতে পরে সুব্রত জানান, 'আমার কোনও লুকোছাপা নেই। সি পি এমকে ঠেকাতেই বাম-বিরোধী জোটের কথা বারবার বলছি। এটাই সাধারণ মানুষের ইচ্ছা। আগাম বলা সত্ত্বেও যদি কেউ সতর্ক না হয়, তা হলে আমাকেও নিজের মতো করে চলতে হবে।' এদিন পঙ্কজকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, সুব্রতবাবুকে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ডাকা হল না কেন? জবাবে পঙ্কজ বলেন, 'বুধবার গভীর রাতে মেয়র তৃণমূল নেত্রীর বাড়ি যান। মেয়রকে দলের লাইন জানিয়ে দেওয়া হয়। এও বলা হয়, দলের লাইন অর্থাৎ, আমরা যে মহাজোট চাইছি না, তা বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের ডেকে বলে দিতে। উনি রাজিও হয়ে যান। কিন্তু উনি কিছুই বললেন না। কর্পোরেশনেও এলেন না। এর পরই ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।' এই সময় সৌগত রায় বলেন, 'মেয়র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দলের লাইনে

এরপর ৫ পাতায়

টিকিটের জন্যে তৃণমূল ভবনে বিক্ষোভ

আজকালের প্রতিবেদন: পুরসভায় মনোনয়ন পাওয়া নিয়ে শুক্রবার তৃণমূল ভবনে এসে বরানগর পুরসভার বেশ কিছু তৃণমূল কর্মী বিক্ষোভ দেখিয়ে গেলেন। এদিন তৃণমূল ভবনের দোতলায় ছিল দলের বর্ধিত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। সন্ধে ৬টা নাগাদ বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী দোতলায় উঠে এসে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে বলেন, বরানগর পুরসভায় গোপাল আচার্যকে মনোনয়ন দেওয়া চলবে না। স্লোগান দেন তাঁরা। চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায়। জ্যোতিপ্রিয়কে ধাক্কা মারেন কয়েকজন। ঠেলাঠেলি শুরু হয়। তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, জ্যোতিপ্রিয়র গায়ে হাত তোলা হয়েছে। বর্ধিত বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসেন দলের সভাপতি সুব্রত বক্সি, মুকুল রায়। কে শোনে কার কথা! গোলমাল বাড়তে থাকে। জ্যোতিপ্রিয় তাঁর ঘরে ঢুকে যান। কয়েকজন তাঁর ঘরে ঢুকে চিৎকার করে বলেন, গোপাল আচার্যর নাম কাটতে হবে। জ্যোতিপ্রিয় বাধ্য হয়ে গোপালের নাম কেটে দেন। বরানগরের কর্মীরা ফিরে যান। যাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে এসেছিলেন, তাঁরা প্রাক্তন সাংসদ রণজিৎ পাঁজার অনুগামী।

23 APR 2005 AAJKAL

P.T.O.

ভাঙনের দিকেই তৃণমূল

১ পাতার পর

চলবেন। সাংবাদিকদেরও বলবেন।'

পঙ্কজ: কেউ কেউ মেকি মহাজোটের কথা বলছে।

সাংবাদিক: কেউ কেউ কারা? মেয়র আছেন?

পঙ্কজ: আমরা নাম বলছি না। বিষয়টা বলছি।

সাধন: আমরা কি হ্যাংলা? কংগ্রেসের সঙ্গে যাব? ওরা ডেকেছে? কারও ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে হাত মেলাব কেন?

পঙ্কজ: পুরভোটে প্রমাণ করে দেব আমরা...

সাংবাদিক: কী প্রমাণ?

পঙ্কজ: দেখতে পাবেন।

সাংবাদিক: সুব্রত তৃণমূল নেত্রীর ঘোষিত মেয়র। এখনও কি মেয়র হিসেবে তাঁকেই ভোটে তুলে ধরছেন?

পঙ্কজ: পরিবর্তনশীল জগতে পরিবর্তন হয়।

রাতে সুব্রত জানান, ঠিকই, আমি কথা বলতে গিয়েছিলাম। আমার লাইন জানিয়ে এসেছি। মমতার সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকের ব্যাপারে কাউকে কোনও প্রতিশ্রুতি দিইনি। আমি কী করব, না করব— তা আমিই ঠিক করব। কাউকে দাসখত লিখে দিইনি। এটা আবার দল নাকি। ওরাই তো সি পি এমের হাত শক্ত করছে। ওরা হিপোক্রেসি করছে। আমি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। বৈঠকে ডাকা উচিত ছিল। এদিকে আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পঙ্কজ জানিয়ে দেন, 'কথামতো বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক না করার পরই আমরা বুঝে যাই যে, সুব্রত দলের লাইন মানছেন না। তাই ওঁকে আর এদিন ডাকিনি।' এ ব্যাপারে সুব্রত বলেন, 'সব কথায় হ্যাঁ বলতে হবে, গণতান্ত্রিক দলে এটা চালু হলে কবে থেকে? ওরা আমাকে এদিনের বৈঠকে থাকার জন্য চিঠি দেয়নি, ফোনও করেনি। জোটের লাইন থেকে আমি সরছি না।' শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজ্য ইনটাক দপ্তরে আসেন সুব্রত। সেখানে ছিলেন তাপস রায়, অশোক দেব, প্রমথেশ সেন, মিলন চৌধুরিরা। সেখানে কথায় কথায় তিনি বলেন, 'ডাকলে বৈঠকে যেতাম। সারাদিন অপেক্ষায় ছিলাম। মেয়র থাকি বা না থাকি, আপত্তি নেই। ওরা অন্য কাউকে মেয়র করুক। কিন্তু এ কথা হাজারবার বলব, রাজ্যের সাধারণ মানুষ জোটই চায়।' এদিনের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তৃণমূলের প্রায় প্রত্যেক নেতাই সুব্রতর বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, সুব্রতকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনি। নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। ক্ষমতার লোভে ও এখন নানারকমের কাজ করবে। সুব্রত বক্সি বলেন, মমতার ভাবমূর্তি নষ্ট করে সুব্রতদা নিজের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে চাইছেন। সঞ্জয় বক্সি বলেন, আমাদের দলে দুজনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আরও অনেকের বিরুদ্ধে নেওয়া দরকার। মদন মিত্র বলেন, সুব্রতদা আমাকে প্রায়ই বলতেন দল দেখবি ভেঙে যাবে। আমি গিয়ে মমতাকে সব বলে দিতাম। সৌগত রায় বলেন, বুধবার দিন সুব্রত মমতাকে ফোন করে বলে যে, রাত ১১টায় আসব। আবার কিছুক্ষণ পরে ফোন করে বলে বৈঠকটা রাত ১২টায় করলে ভাল হয়। তবে এই বৈঠক অন্য কোনও জায়গায় হলে ভাল হয়। হোটেল বা রেস্তোরাঁয় হতে পারে। মমতা একজন মহিলা। তিনি কোনওদিন হোটেল বা রেস্তোরাঁয় যাননি। এই ধরনের প্রস্তাব সুব্রত দিতে পারেন! সাধন পাণ্ডে বলেন, আমরা ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বসে নেই কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করার জন্য। বৈঠকে সবাই মিলে আলোচনা করেন সুব্রতকে আর মেয়র হিসেবে নামানো হবে না। ওদিকে কালীঘাটে মমতার সঙ্গে এক ঘণ্টার বৈঠক সেরে তথাগত রায় জানিয়ে দেন, আমরা এন ডি এ-র শরিক। তাই সুব্রত মুখার্জির বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু এ নিয়ে আপাতত কিছু বলছি না। মমতার সঙ্গে আসন রফা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সঙ্গে ছিলেন রাহুল সিনহা। তাঁর বক্তব্য, দু-তিনদিনের মধ্যেই আসন সমঝোতা নিয়ে কথা হবে।

23 APR 2005 AAJKAL

গভীর রাতে মুখোমুখি মমতা-সুব্রত, জট তবু...

বিশ্বজিৎ সিংহ, দীপঙ্কর নন্দী, মধুমিতা দত্ত

আজ বসছে ওয়ার্কিং কমিটি

ওদের জোট নিয়ে উদ্বিগ্ন নই : বিকাশ

আজকালের প্রতিবেদন: নির্বাচনের সময়ে নিচুস্তরে কংগ্রেস-তৃণমূলের আঁতাত বরাবরই থাকে। ও নিয়ে আমাদের কোনও ভাবনা বা উদ্বেগ নেই। উৎসাহও নেই। আমরা আমাদের মতো করে সাংগঠনিক কাজ করি আরও বেশি করে মানুষের সমর্থন পাওয়ার জন্য। পুর নির্বাচনে কংগ্রেস-তৃণমূল জোট প্রসঙ্গে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এ কথা বলেছেন।

বুধবার গভীর রাতে মুখোমুখি কথা বলে, বৃহস্পতিবার দিনভর কলকাতার মেয়র সুব্রত মুখার্জির বিবৃতির অপেক্ষায় রইলেন তৃণমূল সর্বেসর্বা মমতা ব্যানার্জি। রাতের বৈঠক শেষে নেত্রীর প্রস্তাব মতো মেয়র তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধে পর্যন্ত প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি। তবে রাতে প্রশ্নের উত্তরে সুব্রত বলেন, 'মমতার সঙ্গে বৈঠকের পর নতুন করে বলার মতো কিছু নেই। অবশ্য ২৬ এপ্রিলের মধ্যেই আমার রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যাবে।' বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণ কলকাতায় দলীয় নেতা গোবিন্দচন্দ্র নস্করের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে মমতা ঘুরে যাওয়ার পর সেখানে পৌঁছন সস্ত্রীক সুব্রত মুখার্জি। ফলে মমতার সঙ্গে সুব্রতর ওখানে আর দেখা হয়নি। এদিকে এদিন সন্ধ্যায় কালীঘাটের বাড়িতে পরিষদীয় নেতা পঙ্কজ ব্যানার্জির সঙ্গে আলোচনায় বসেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর সঙ্গে কথা হয় সৌগত রায় ও সাধন পাণ্ডেরও। এরপরই মমতা আজ, শুক্রবার বেলা ৪টায় তৃণমূল ভবনে দলের ওয়ার্কিং কমিটির জরুরি বৈঠক ডাকার সিদ্ধান্ত নেন। এই বৈঠকে থাকার জন্য বলা হচ্ছে সুব্রত মুখার্জিকেও। বৈঠকে পঙ্কজ একটি প্রস্তাব আনবেন। যার মূল কথা, পুর-নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নয়। কেননা, পুর-নির্বাচনে রাজ্যে অন্যত্র একরকম, কলকাতায় অন্যরকম— এই রকম রাজনৈতিক দ্বিচারিতা করা হবে না। যদি সুব্রত বৈঠকে আসেন তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তাঁর রাজনৈতিক লাইন বাতিল হয়ে যাবে। আর না এলে প্রমাণিত হবে যে, দলের সিদ্ধান্ত জানতাম না বলাটা সুব্রতর বাহানা। আসলে এদিন সন্ধ্যার পর মমতার কাছে খবর আসে, আলাদা মঞ্চ গড়ে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ার ভাবনা থেকে সুব্রত মোটেই সরে আসেননি। বরং সুব্রত জানার চেষ্টা করেছেন, তাঁর প্রস্তাবিত মঞ্চে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নেতৃত্ব দেবেন কিনা। ওদিকে, বুধবার গভীর রাতে সুব্রতকে অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে, মমতার বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। সাধন পাণ্ডে ও পার্থ চ্যাটার্জির মতো দলের উদারপন্থী নেতারা কয়েকদিন ধরে দলের দুই শীর্ষ ব্যক্তিত্বকে একান্তে বসানোর যে চেষ্টা করছিলেন, বুধবার রাতে তা সম্পন্ন করেন তরুণ নেতা, মেয়র পারিষদ শোভন চ্যাটার্জি। খাওয়া সেরে মেয়র যখন ঘুমোনোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখনই শোভন হাজির হয়ে মমতার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য একরকম পীড়াপীড়ি শুরু করেন। সংগঠনে মমতার এবং পুরসভায় সুব্রতর এই প্রিয়পাত্রর কোয়ালিস গাড়িতেই রাত ১টা নাগাদ নেত্রীর বাড়ি এসে পৌঁছন মেয়র। সঙ্গে ছিলেন শোভন ছাড়াও সমাজবাদী পার্টির নেতা বিজয় উপাধ্যায়। গাড়িতে ওঠার আগেই মমতার সঙ্গে টেলিফোনে একদফা কথা হয় সুব্রতর। বস্তুত, সংবাদ মাধ্যমকে এড়াতে দুজনেই গভীর রাতে বৈঠকের সময় ঠিক করেন। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে বাড়ির লাগোয়া দলের অফিস ঘরে অপেক্ষায় ছিলেন মমতা। এসে যান দলের দুই সিনিয়র বিধায়ক সাধন পাণ্ডে ও সৌগত রায়। আর ছিলেন মমতা-ঘনিষ্ঠ দুই

এরপর ৫ পাতায়

সুব্রত কংগ্রেসে ফিরুক: প্রণব

দিল্লি ও কলকাতা, ২১ এপ্রিল— তৃণমূলে মমতা-সুব্রতর টানাপোড়েন নিয়ে আপাতভাবে কোনও হেলদোল লক্ষ্য করা যাচ্ছে না রাজ্য কংগ্রেস শিবিরে। বৃহস্পতিবার রাজ্য দপ্তরে জেলার প্রার্থীদের প্রতীক বিলি নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন প্রদীপ ভট্টাচার্য, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বাদল ভট্টাচার্য ও সুবিমল মিত্ররা। অন্য দিকে দিল্লিতে প্রদেশ রাজ্য সভাপতি প্রণব মুখার্জি মহাজোটের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে বলেন, সুব্রত কংগ্রেসে এলে স্বাগত। আমার সঙ্গে ওর কয়েকবার কথাও হয়েছে। আমি চাই ও ফিরে আসুক। কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রদীপ

দেবারুণ রায়, অর্পিতা চৌধুরি

ভট্টাচার্য বলেন, মমতা বা সুব্রত কে কী বললেন, তা নিয়ে এখন ভাবার মতো সময় নেই আমাদের। জেলায় জেলায় প্রার্থী বাছাই, প্রতীক বণ্টনের কাজটা নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর শেষ করতে চাই। কংগ্রেসের হেভিওয়েট নেতা সোমেন মিত্র এদিন সুব্রত মুখার্জির নাম না করেই বলেন, আমরা কারুর জন্য অপেক্ষায় বসে নেই। সুব্রত কী করতে চাইছে, সেটা এখনও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তবে সুব্রত কংগ্রেসে এলে স্বাগত। পুরভোটে বি জে পি-কে বাদ দিয়ে যদি কোনও বাম-বিরোধী মঞ্চ হয়, সে ক্ষেত্রে সমর্থন দেওয়া হবে। এদিকে এদিনই প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে বসে প্রাক্তন মেয়র পারিষদ প্রদীপ ঘোষ মেয়রের উদ্দেশে কটাক্ষ করে বলেন, এখন যা হচ্ছে সবটাই সুব্রত মুখার্জির 'গুলিয়ে' দেওয়ার নাটক। আমি হলফ করে বলতে পারি, এবারের পুরভোটে মেয়র নিজেই দাঁড়াবেন না। তাঁর লক্ষ্য রাজ্যসভা। ভোটের আগে নাটক করে বাজার গরম করার চেষ্টা করছেন। সুব্রতর ছায়াসঙ্গী মেয়র পারিষদরাও শেষ পর্যন্ত মমতার সঙ্গে থেকে যাবেন বলে মন্তব্য করেন প্রদীপ ঘোষ।

22 APR 2005 AAJKAL

দু'জনেই অনড়, মমতা-সুব্রত বৈঠকে গলেনি বরফ

স্টাফ রিপোর্টার, কলকাতা ও নয়াদিল্লি: কিছু লোকের মধ্যস্থতায় আলোচনা হলেও বরফ গলেনি।

বুধবার গভীর রাতে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রায় দেড় ঘণ্টার বৈঠকের পরে বৃহস্পতিবার দু'জনের কেউই নিজের অবস্থান থেকে এক চুলও নড়েননি। সি পি এমের বিরুদ্ধে কংগ্রেস-সহ সব বিরোধীকে নিয়ে জোট গড়ার ব্যাপারে মেয়র অনড় রয়েছেন। মমতাও ঝেড়ে কাশেননি। তবে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় এ দিনই সুব্রতবাবুকে সরাসরি কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। প্রণববাবু বলেন, "মমতা আসবেন বলে মনে হয় না। আমি অবশ্য সব সময়েই চাইছি, সুব্রত কংগ্রেসে যোগ দিক।" তাঁর মতে, সুব্রতবাবু যথেষ্ট পরিণত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৯৭১ সাল থেকে বিধায়ক। ফলে কোন সিদ্ধান্ত ভাল হবে, সেটা বোঝেন সুব্রতবাবু।

কলকাতা-সহ ৮২টি পুরসভার ভোটের মুখে জোট নিয়ে তৃণমূলে যে-জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করতে দলের কয়েক জন কাউন্সিলর, বিধায়ক থেকে অন্য দলের নেতারাও মেয়র ও মমতাকে মুখোমুখি বসাতে চেয়েছেন। এই প্রচেষ্টার ফলেই বুধবার রাতে দু'জনের বৈঠক হয়। বৈঠক সম্পর্কে মমতা এ দিন মুখ খোলেননি। বিস্তারিত ভাবে কিছু বলেননি মেয়রও। তিনি বলেন, "বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে আমার বক্তব্য জানিয়েছি মমতাকে।" দলীয় সূত্রের খবর, সমস্যা যেখানে ছিল, সেখানেই আছে। অবশ্য জোটের বিষয়ে মেয়রের সমমনোভাবাপন্ন বিধায়ক-কাউন্সিলরেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন।

মমতা যে এন ডি এ ছাড়ছেন না, কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে তা পরিষ্কার। রাজ্যে বৃহত্তর বিরোধী জোট না-হলে আদতে লাভ সি পি এমেরই। প্রণববাবুর বক্তব্য, "এ আর নতুন কথা কী! এই কথা তো কিছু লোক সব সময় বলে। এ তো মাসির গোঁফ গজালে মামা হবে ধরনের কথা। তবে জোট তো হয়েছিল। বিধানসভায় জোট গড়ে সব আসনে লড়ে বিরোধী আসন ৮৬ থেকে বেড়ে হয়েছিল ৯০। ফলে যা আরোগ্যের নয়, তা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

এ দিকে, ২৬ এপ্রিল মেয়র তাঁর সুরেন ঠাকুর রোডের বাড়িতে দলের কয়েক জন কাউন্সিলর ও বিধায়ককে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মেয়র-ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলর ও বিধায়কদের কথায়, ওই ভোজে পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যাপারে আলোচনা হতে পারে। এই অবস্থায় মেয়রকে বাদ দিয়েই মমতা-ঘনিষ্ঠ দলীয় নেতারা বিভিন্ন কর্মসূচি নিচ্ছেন। ৩০ এপ্রিল পার্ক সার্কাস ময়দানে যুব তৃণমূলের রাজনৈতিক সম্মেলনের প্রচারে মমতার নাম আছে, মেয়রের নেই। সেখানেই পুর ভোটের আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু হবে বলে জানান যুব তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি মদন মিত্র। মেয়রের নাম বাদ পড়ার ব্যাপারে মদনবাবু বলেন, "মেয়রের সম্মতি মেলেনি বলেই নাম দেওয়া হয়নি।"

দুই বিধায়ক নির্বেদ রায় ও পরশ দত্তের সাসপেনশন তুলে নেওয়ার জন্য মমতার কাছে আর্জি জানাবেন বিধায়ক অরুণাভ ঘোষ। তিনি বলেন, "ওঁরা তো মমতার নেতৃত্বেই জোট গড়ে সি পি এমের বিরুদ্ধে লড়তে চেয়েছেন। এতে অন্যায় কী হয়েছে?" এ দিকে, জোট গড়ার পরেও বজবজে তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ায় বেজায় চটেছেন স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক অশোক দেব।

এই পরিস্থিতিতে কলকাতা পুরসভার তিন নম্বর বরোর চেয়ারম্যান-পদে তৃণমূলের পবিত্র বিশ্বাস লটারিতে নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু ৬ নম্বর বরোয় চেয়ারম্যান নির্বাচন হয়নি। প্রিসাইডিং অফিসার, মেয়র-পারিষদ (স্বাস্থ্য) অমিয় মুখোপাধ্যায় আন্ত্রিক পরিস্থিতি দেখতে খিদিরপুর চলে যাওয়ায় বরো অফিসে সময়মতো হাজির হতে পারেননি। সেই জন্যই নির্বাচন হয়নি।

22 APR 2005 ANADABAZAR PATRIKA

কী করবেন সুব্রত? অপেক্ষায় মমতা

সারাদিন ফিসফাস

ভোলানাথ ঘড়ুই

পুর অধিবেশনেই এদিন কার্যত যেন দু ভাগ হয়ে রইলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলররা। অন্য দিন মেয়র সুব্রত মুখার্জি যখন সভায় বক্তব্য পেশ করেন, তখন যেভাবে টেবিল চাপড়ে হাততালি দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয় বুধবার কিন্তু তা চোখে পড়ল না। সভার আগে এবং পরেও তৃণমূলি কাউন্সিলদের বিভাজন যেন বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এদিন। পুরসভার করিডরে দেখা গেছে নিত্য পরিচিত দৃশ্যের বাইরে কাউন্সিলদের অতিরিক্ত ফিসফাস জটলা। এদিন সভার কিছুক্ষণ আগেই পুরসভায় এসেছিলেন মেয়র সুব্রত মুখার্জি। তাঁর ঘরে রোজকার মতোই ভিজিটর এসেছেন। কিন্তু অন্যান্য সময় যে সমস্ত কাউন্সিলরা আসেন আলোচনা করেন, তাঁদের অনেকেই আসেননি। চিত্রটা যে বেশ বদলেছে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ সামসুজ্জামান আনসারি। এতদিন পুরোপুরি সুব্রত-বিরোধী বলে পরিচিত ছিলেন। জোট নিয়ে কথাবার্তা শুরুর পর থেকেই যেন ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেছেন সামসুজ্জামান। এখন সকাল, বিকেল মেয়রের ঘরে ছায়ার মতো। সভা শুরুর আগেই মেয়রের ঘরে এদিন যাঁরা ঢুকেছেন তাঁদের মধ্যে বিধায়ক তাপস রায় এবং পরেশ পাল। দিব্যেন্দু বিশ্বাস, পবিত্র বিশ্বাস, রতন দে, দেবাশিস কুমার যথারীতি বহুক্ষণ কাটিয়েছেন মেয়রের ঘরে। পুরসভায় হাজির থাকলেও সাতসকালে মেয়রের ঘরের দিকে খুব একটা যাননি অরূপ বিশ্বাস, পার্থ বসু, অশোকা মণ্ডল, ফিরহাদ হাকিম, রত্না শূর-সহ বেশ কিছু কাউন্সিলর। সভায় স্টার থিয়েটার নিয়ে মেয়র সুব্রত মুখার্জি যখন বলছেন একটা পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গিতে চালাতে চাই। তাই আর পি গোয়েঙ্কার মতো মানুষদের নিয়ে কমিটি করতে চাই। হাততালি বা টেবিলে চাপড় তেমন

এরপর ৫ পাতায়

নির্বেদ, পরশ: বোর্ড সি পি এমের হাতে তুলে দিচ্ছেন মমতা

নির্বেদ রায়

পরশ দত্ত

দীপঙ্কর নন্দী

এবার কলকাতা পুরসভার বোর্ড মমতা সি পি এমের হাতে তুলে দিচ্ছেন। প্রতি নির্বাচনের আগে মমতা দলের মধ্যে একজন শত্রু চিহ্নিত করেন। যিনি সি পি এমের থেকে মমতার কাছে বড় শত্রু হয়ে যান। বুধবার তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড-হওয়া দুই বিধায়ক নির্বেদ রায় ও পরশ দত্ত এই মন্তব্য করেন। নির্বেদ ও পরশ দুজনেই দল থেকে চিঠি পেয়েছেন। নির্বেদ চিঠি পান মঙ্গলবার রাত ১১টায়। পরশ চিঠি পান বুধবার সকালে। দুজনেই এই চিঠিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। নির্বেদ সাসপেন্ড হওয়ার পরও এদিন ফের বলেছেন, তিনি জোটের কথা বলে যাবেন। তিনি বলেন, মেয়র সুব্রত মুখার্জি এই পাঁচ বছর অসাধারণ কাজ করেছেন। তাঁকে মমতা ফের মেয়র করতে চাইছেন না। কেন? সুব্রতদা জোটের কথা বলে কোনও অন্যায় করেননি। দলের নীতি নিয়ে বাইরে কথা বলা যাবে না কেন? মমতা তো কোনও গোপন দল তৈরি করেননি। আমি বলেছি মহাজোটের কথা। সি পি এমকে তাড়াতে হলে মহাজোটের প্রয়োজন আছে। মমতা এই অঙ্কটা বুঝতে পারলেন না। ২০০১ সালে বিধানসভা ভোটে তিনি কেন জোট করেছিলেন— এর জবাব তাঁকে দিতে হবে। নির্বেদ বলেন, তৃণমূলে কোনও কালেই গণতন্ত্র ছিল না। শুধু মমতার জন্যই গণতন্ত্র। মমতা এবং কয়েকজন ছাড়া দলের মধ্যে প্রায় সকলেই জোট চান। মমতার কাছ থেকে অসম্মানিত হওয়ার ভয়ে তাঁর সামনে অনেকেই জোটের কথা বলতে পারেন না। আমি মমতার সামনেও বলেছি। বাইরেও জোটের কথা বলেছি। নির্বেদ বলেন, এখন অনেকটাই হালকা লাগছে। নিজেকে মুক্ত বলে মনে হচ্ছে। এদিন পরশ বলেন, আমি বারবার বলেছি কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা হওয়া প্রয়োজন। মমতা এটা বুঝতে পারলেন না। মমতার চারপাশে যাঁরা থাকেন, তাঁরাই মমতাকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। এটা অত্যন্ত দুঃখের। পরশ পার্থ ব্যানার্জির সম্পর্কে বলেন, একটা সময় ওঁর আমি উপকার করেছিলাম। তাই ওঁরা এই পুরস্কার আমাকে দিলেন। পরশ বলেন, সুব্রতর বিরুদ্ধে মমতার ব্যবস্থা নেওয়ার সাহস নেই। ঝি-কে মেরে বৌকে শাসন করার মতোই হল এটা। মমতার কাছ থেকে বহুবার

এরপর ৫ পাতায়

স্নায়ুযুদ্ধে ওঁরা দুজন

বিশ্বজিৎ সিংহ

কলকাতার মেয়র সুব্রত মুখার্জি কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন সেদিকে এখন কড়া নজর রাখছেন তৃণমূল সর্বেসর্বা মমতা ব্যানার্জি। পাশাপাশি মমতার ব্যবস্থা নেওয়ার দিকে সতর্ক লক্ষ্য রাখছেন সুব্রত। শেষ পর্যন্ত কোন পথ নেবেন তা মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছেন কলকাতার মেয়র। আর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও মমতার সিদ্ধান্ত হয়ে আছে। তবে অপরের দান না দেখে কোনও পক্ষই হাতের তাস আগাম ফেলতে চাইছেন না। কিন্তু এ মাসের মধ্যেই যে একটা এসপার-ওসপার হয়ে যাচ্ছে এটা স্পষ্ট। দলের ওই দুই শীর্ষ নেতার, বস্তুত গুরু-শিষ্যার এহেন স্নায়ুযুদ্ধে উদ্বেগ ও শঙ্কায় কাহিল হয়ে পড়ছেন তৃণমূলের কাউন্সিলর, বিধায়করা। প্রকৃতপক্ষে, বিশেষ করে গত ১৫ বছরে নেত্রী মমতাকে দলের মধ্যে এরকম কড়া ডোজের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়নি। আবার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে সুব্রতও একাই দলের মধ্যে এরকম চ্যালেঞ্জ ছোঁড়েননি। মমতা এবং সুব্রতর এই লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে কংগ্রেস এমনকি সি পি এমও। কেননা সুব্রত-মমতা পর্ব একটা চূড়ান্ত চেহারা না নেওয়া অবধি তাদের নির্বাচনী কৌশল এবং ভবিষ্যৎও নির্ধারিত হবে না। তৃণমূল নেতৃত্ব মহলেও বলাবলি হচ্ছে, রাজনৈতিক লাইন সামনে রেখে মমতা-সুব্রত দু'পক্ষে দাঁড়ালেও আসলে তাদের বিরোধের মূল কারণ : নিজেদের ইগো। কলকাতার মেয়র হিসেবে সুব্রত নিজের ইমেজকে এমন একটা মাত্রায় তুলতে পেরেছিলেন, যা দলকে কার্যত ছাপিয়ে গিয়েছিল। দলের জন্মদাত্রী মমতা তা মেনে নিতে পারেননি। আবার কিছু সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে গিয়ে দলের মধ্যে বারবার অপদস্থ হতে হয়েছে মেয়রকে, কথা দিয়েও নেত্রী সে সব ক্ষেত্রে তাঁর পাশে থাকেননি। এখন কলকাতা পুরভোটকে সামনে রেখে মমতা ঠিক করেন, মেয়রের রাশ তিনি টানবেন। আর সুব্রত মনস্থ করেন, অপমানের বদলা নেবেনই। অনেক নেতা এবং পার্শ্বচরই মমতাকে নানারকম গতিবিধির খবর এবং ব্যাখ্যা শুনিয়ে যাচ্ছেন। দলে কারও পরামর্শ তৃণমূল সর্বেসর্বা নেন বলে সেভাবে শোনা যায় না, তবে সাম্প্রতিককালে তাঁর পরামর্শদাতা হয়ে উঠেছেন উত্তর কলকাতায় নিজের কেন্দ্রে বারবার বিপুল ভোটে জেতা বিধায়ক সাধন পাণ্ডে। তিনি এবং শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মতো মুষ্টিমেয় কিছু নেতা চাইছেন, ওঁরা দু'জন একবার মুখোমুখি একান্তে বসুন, তা হলে মান-অভিমান কেটে যাবে, বিরোধ মিটবে। কিন্তু কীভাবে দু'জনকে বসানো হবে? মমতা পরপর দু'দিন সুব্রতর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে পরিস্থিতি নরম করেছেন। আবার মমতার সঙ্গে আমি কুড়িবার বসতে রাজি বলে জানিয়ে সুব্রতও আবহাওয়া শান্ত রেখেছেন। উত্তর কলকাতায় তৃতীয় পক্ষের বাড়িতে মাঝরাতে দু'জনকে বসানোর পরিকল্পনাও ভেস্তে গেছে একটি কারণে। সুব্রত বলছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট চাই। ওদিকে মমতাও কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতায় যেতে এক পাও রাজি নন। তা হলে কোন সূত্র ধরে বৈঠক বসবে? তৃণমূলের অন্দরমহলের খবর, আসলে দু'জনের মধ্যে জমে থাকা মান, অভিমান দূর হলেই ওই রাজনৈতিক লাইন আর সমস্যা হয়ে থাকবে না। মমতা খোঁজ নিচ্ছেন কি কি করতে পারেন মেয়র? ঘনিষ্ঠ মহলে কথাচ্ছলে তিনি বলেছেন, তাঁর কাছে খবর, সুব্রতদার লাইন হবে (১) তৃণমূল ছেড়ে আলাদা মঞ্চ করে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে যাওয়া বা (২) সরাসরি কংগ্রেসে যোগ দেওয়া বা (৩) শেষ পর্যন্ত দলের লাইন মেনে নেওয়া বা (৪) দলে থেকেও পুরসভায় প্রার্থী না নেওয়া। তৃণমূল নেত্রীর নিশ্চিত বিশ্বাস, মেয়রের সঙ্গে তেমন কোনও বিধায়ক বা কাউন্সিলর ভিড়বেন না। বাড়িতে, পুরভবনে এবং অন্যত্র বৈঠক করার সময় সুব্রত মুখার্জি কথা বলছেন কম, শুনছেন বেশি। যতটুকু বলছেন, তা হল, পঙ্কজ, শোভনদেব, সাধন বা অজিতদার মত নেতারা আমার বিরোধিতা করলে মানে ছিল। কিন্তু মমতার মদতে আমাকে দিনের পর দিন অপদস্থ করেছেন এমন কেউ কেউ যাঁদের সঙ্গে একপিস লোক নেই, এক পয়সা দামেরও নেতা নয়। সুব্রতর হিসাবে, স্তাবকদের কথা শুনে মমতা পরিস্থিতি ঠাহর করতে পারছে না। পুরসভা, বিধানসভায় জিততে গেলে বামবিরোধী জোট করতেই হবে। তাঁর বক্তব্য, জোটের কথা বলে তিনি একটা ঢেউ তুলেছেন। এই ঢেউয়ের স্পর্শ পেয়ে মমতা যদি জোটের ডাকও দেয়, তা হলেও মঙ্গল। ঘরোয়া মহলে তিনি বলেছেন, মমতা সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করলে তাঁর পক্ষে বসে থাকা মুশকিল। আসলে সুব্রতও ছক করে নিয়েছেন, মমতা শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রস্তাব না শুনলে মঞ্চ গড়ে জোটের কথা বলবেন তিনি। ১৪১ আসনের মধ্যে ১০০টিই ছেড়ে দেবেন কংগ্রেস-সহ জোটের বামবিরোধীদের।

কাছাকাছি, কানেকানে তৃণমূল কাউন্সিলর কৃষ্ণা সিং। পুরসভায় বুধবার চিন্তামগ্ন মেয়র। ছবি: অমিত ধর

নির্বেদ, পরশ

১ পাতার পর

অসম্মানিত হয়েছি। দলটাকে ভালবাসতাম বলে কিছু বলিনি। এই দলে গণতন্ত্র নেই। কোনও কিছু বাইরে বলা যাবে না। কেন? দলে তো সকলেরই বলার অধিকার আছে। পরশ বলেন, মেয়র সুব্রত মুখার্জি দলের ভালর জন্যই জোটের কথা বলছেন। তৃণমূল-বি জে পি-র বোর্ড ফিরে আসুক, এটা আমরাও চাই। মমতা চাইছেন না। জোর করে তাঁকে জোট করানো যাবে না। এর ফলে বোর্ড চলে যাবে সি পি এমের হাতে।

21 APR 2005

AAJKAL

AAJKAL

কংগ্রেসের সঙ্গে রফার পথ রাখছে তৃণমূল

স্টাফ রিপোর্টার: পুর ভোটে সি পি এম-কে হারাতে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের আসন-রফার পথ এখনও খোলা আছে। কী ভাবে এই রফা হতে পারে, তার বিভিন্ন কৌশল নিয়ে নানা স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে। বি জে পি-র সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ না-করেই আসন-রফার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তৃণমূল শিবিরের খবর। মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় এখনই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে চূড়ান্ত সংঘাতে যেতে নারাজ। যদিও কেউই নিজের অবস্থান থেকে সরেননি। মমতা ও সুব্রতবাবু দু'জনেই বুধবার জানান, আলোচনায় বসতে নীতিগত কোনও আপত্তি নেই।

তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়া দুই বিধায়ক নির্বেদ রায় ও পরশ দত্ত জানান, তাঁরা আগামী দিনে একটি মঞ্চ গড়ে কংগ্রেস-তৃণমূল আসন-রফার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তাঁরা কতটা সফল হবেন, তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে মমতার শিবিরও কংগ্রেসের সঙ্গে আসন-রফার সম্ভাবনা পুরোপুরি খারিজ করে দেয়নি। মমতার ঘনিষ্ঠ এক বিধায়ক বলেন, "মেয়র ও মমতার মধ্যে বরফ গলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার জট খুলবে।" শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সদস্য বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "যদি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তা হলে বৈঠক ডেকেই তা নিতে হবে।"

মমতা বলেছেন, "সি পি এম যাতে হারে, সেটাই আমার প্রধান লক্ষ্য। দীর্ঘদিন ধরে দলীয় শৃঙ্খলা ভাঙার কারণেই দুই বিধায়ককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সুব্রতদার ব্যাপারে দলে কোনও আলোচনাই হয়নি। কিন্তু আমাদের দলের অভ্যন্তরীণ অবস্থার সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস যদি ছলে-বলে-কৌশলে দল ভাঙার চেষ্টা করে, সেটা

এর পর ছয়ের পাতায়

কংগ্রেসের সঙ্গে রফার পথ

প্রথম পাতার পর

অত্যন্ত অন্যায় হবে।" মমতা যে বি জে পি-কে খুব খুশি রেখে চলতে চান, তা নয়। বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীর শেষকৃত্যে বি জে পি-র সভাপতি লালকৃষ্ণ আডবাণী সোমবার কলকাতায় এলেও মমতা তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি।

নির্বেদবাবু ও পরশবাবুর সাসপেনশন যাতে প্রত্যাহৃত হয়, সেই জন্য মমতাকে চিঠি দিচ্ছেন বিধায়ক অরুণাভ ঘোষ। এর আগে বিধায়ক দীপক ঘোষকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। তিনি মমতাকে চিঠি লিখে সাসপেনশন প্রত্যাহার করিয়েছিলেন, তা জানিয়ে অরুণাভবাবু বলেন, "এই দুই বিধায়কেই দলের সম্পদ। তাঁদের শাস্তি দেওয়া হতে পারে। কিন্তু পুর ভোটের আগে দলের স্বার্থ ভেবেই তা প্রত্যাহার করা উচিত।" শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সদস্যদের একহাত নিয়ে তিনি বলেন, "এ ক্ষেত্রে আসন-রফার কথা বলায় দুই বিধায়ককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। কিন্তু যখন সেই কমিটির এক সদস্য আর এক জনকে চড় মারে, তখন কেন তাদের উপরে শৃঙ্খলাভঙ্গের বিধি প্রয়োগ করা হয় না?"

একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থীর পক্ষে পরশবাবুর যুক্তি, "কংগ্রেসের কাউন্সিলরদের সমর্থন নিয়ে কলকাতা পুরসভা চালাতে পারি আর নির্বাচনে তাঁদের সঙ্গে আসন-রফার কথা বললেই শাস্তি পেতে হবে?" তিনি জানান, ১৫ দিন আগেও বেহালার ১৩ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান-পদের নির্বাচনে তৃণমূলের কাউন্সিলরেরা কংগ্রেসের সুশান্ত ঘোষকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন।" এ দিকে, পরিস্থিতির উপরে নজর রেখে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস জানান, তৃণমূলে যা-ই ঝামেলা হোক, তাতে তাঁদের কোনও সুবিধা হবে না। অন্য দিকে, বি জে পি নেতা রাহুল সিংহ এ দিন তৃণমূল ভবনে গিয়ে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে পুর নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেন।

ANADABAZAR PATRIKA

Subrata replays tie-up tune

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

Calcutta, April 20: Undeterred by the suspension of two Trinamul Party MLAs for advocating a seat-sharing deal with the state Congress, mayor Subrata Mukherjee today reiterated the need for an anti-Left alliance.

The Trinamul leadership made it clear that the party would not have any truck with the Congress, which heads a government at the Centre with the CPM's support.

But Mukherjee refused to budge from his stand. "I do believe that only an alliance with the Congress can help us defeat the Marxists in the ensuing civic and municipal polls. If articulating this basic political exigency amounts to an anti-party act, then I am ready to face the consequences," he said this afternoon.

The mayor added that he would not allow the CPM to wrest the civic board from the Trinamul.

Trinamul sources said Mukherjee has lined up a meeting on Friday with Paras Dutta and Nirbed Roy, who were shown the door yesterday, to discuss the future course of action. Those in favour of an alliance have been asked to attend.

Mukherjee's comments sparked cries of protest from Trinamul leaders. "We are keeping a close watch on the developments and will react at an appropriate time," said Subrata Bakshi, the party's state president.

He added that the leadership would shortly convene a meeting to discuss the party's poll strategy.

Dutta and Roy said their suspension order did not specify their anti-party activities. "We are still in the dark on what ground we have been placed under suspension. What are our anti-party activities?" asked Dutta.

He also complained that the leadership did not offer him any scope to explain his conduct. "Even... Dhananjoy Chatterjee was allowed to defend himself before being hanged for murdering and raping a schoolgirl. Are we worse than Chatterjee?"

Roy rued that there is no democracy in the Trinamul. "It is unfortunate that our party is being run on somebody's will and whims. There is neither any policy nor any set principle."

Nayana Banerjee, another MLA who had faced the axe earlier, said tonight that she is yet to receive her suspension order.

She had earned the wrath of the leadership by campaigning for her husband Sudip Banerjee, who had contested the last Lok Sabha elections as a Congress-backed Independent candidate.

21 APR 2005 THE TELEGRAPH

IN HAPPIER TIMES: Mamata and Subrata

Trinamool heads for split as Didi axes mayor aides

HT Correspondent
Kolkata, April 19

THE TRINAMOOL Congress is heading for a split over the question of tying up with the Congress in June's municipal polls. At the head of the two factions are party chief Mamata Banerjee, who wants nothing to do with the Congress, and mayor Subrata Mukherjee who insists on a tie-up.

Mamata today suspended top leaders Nirbed Roy and Paras Dutta, pending inquiry. "Letters have been sent to them," disciplinary committee member Partha Chatterjee said. The committee chose not to take any action against Mukherjee. He is Mamata's political guru and the party wants to watch him before doing anything drastic.

Both suspended MLAs are close to Mukherjee and the decision is a signal that Mamata expects him to toe her line. Roy was livid. "We have tried to reach out to Mamata, but without any success," he said.

But the mayor is unfazed. "For how long have they been suspended? And why?" he asked. The official reason is that the two had aired their opinions in public. So has Mukherjee, whose followers plan to float a front of anti-Left parties that will ally with the Congress.

"Mamata is adamant and not willing to listen to my suggestions, but something has to be done," Mukherjee said.

One of his supporters said: "The new front will ally with both the Congress and the BJP. It will field candidates rejected by Mamata against the Left."

Mukherjee will host his followers to dinner on Friday and is expected to announce his plans after that. His camp believes they can still win enough seats to form the board, though their speculations involve a tie-up with Mamata after the polls.

Another factor against Mukherjee's chances is that not too many councillors might like to risk joining his front. Sources said not even a dozen would be ready to break away from Mamata initially, though they might be followed later by leaders denied election tickets by Mamata. Even the two Muslim MMiCs, supposedly close to Mukherjee, are not enthusiastic about his front.

Of late, Mukherjee has been open about his inclinations towards the Congress. He has shared the dais with Pranab Mukherjee and been in regular touch with P.R. Das Munshi. An angry Mamata talked about a "traitor" last week.

Many district units are set to disband. Last night, party members in Bankura resigned en masse to join the Congress.

20 APR 2006 THE HINDUSTAN TIMES

ANADABAZAR PATRIKA

10 APR 2002

জোট চেয়ে শাস্তির মুখে সুব্রত, ভাঙনের পথে তৃণমূল

স্টাফ রিপোর্টার: পুরসভা নির্বাচনের আগেই তৃণমূলে ভাঙন প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠল। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধতে উদ্যোগী হওয়ায় মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে তৎপর হয়েছেন দলীয় নেতৃত্ব। মেয়রকে শো-কজ করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে জবাব দিতে বলা যায় কি না, সেটাও বিবেচনাধীন। তেমন হলে মেয়রও পাল্টা ব্যবস্থা নিতে তৈরি। জোট চেয়ে শাস্তির মুখে দলের অন্য দুই বিধায়ক নির্বেদ রায়, পরশ দত্ত এবং মেয়র-পারিষদ মালা রায়ও।

সম্ভাব্য শাস্তির বিষয়ে সুব্রতবাবুর প্রতিক্রিয়া: "সি পি এম-বিরোধিতার জন্য তৃণমূলের জন্ম। এখন কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ে রাজ্যে সি পি এম-বিরোধিতা করতে গেলে যদি শাস্তি পেতে হয়, তা হলে মানুষই তার বিচার করবে।" তাঁর শিবিরের খবর: শাস্তি হলে তৎক্ষণাৎ দল ভেঙে বেরিয়ে আসতে সুব্রতবাবু তৈরি। তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে আসবেন এক দল বিধায়ক ও কাউন্সিলর।

সোমবার রাতে দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির বৈঠকে মূলত সুব্রতবাবুকে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। তাঁর সাম্প্রতিক কথাবার্তা ও কার্যকলাপের জন্য তাঁকে অবিলম্বে শো-কজের বিষয়টি সেখানে গুরুত্ব পায়। তাঁর বদলে পরবর্তী মেয়র হিসাবে এক বিধায়কের নাম নিয়েও দলে আলোচনা চলছে। রাত পর্যন্ত কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়নি। কারণ, কাগজে-কলমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সদস্য নন। তাই ওই কমিটির সুপারিশ অনুমোদনের জন্য আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁর কাছে পাঠাতে হবে। তবে মমতার ঘনিষ্ঠ মহলের খবর: এ দিনের বৈঠক ও আলোচনার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে নেত্রী আগাম ওয়াকিবহাল ছিলেন।

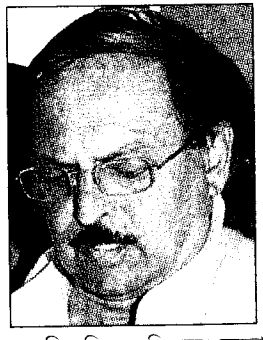

কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে পুর ভোটে লড়তে কিছু দিন ধরেই চেষ্টা চালাচ্ছেন সুব্রতবাবু। দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির সঙ্গে বেশ কয়েক বার কথা হয়েছে তাঁর। সি পি এম-বিরোধী জোটের 'রাজনৈতিক প্রয়োজন' নিয়ে ইদানীং প্রকাশ্যে কথাও বলছেন তিনি। এই সব কারণে কিছু দিন ধরে মমতার সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়ছিল। সপ্তাহখানেক ইজরায়েলে কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে মেয়র এ দিন ফোন করে মমতার সঙ্গে দেখা করতে চান। নেত্রী তাঁকে 'সময়' দেননি বলে খবর।

অন্য দিকে, তাঁর অনুপস্থিতিতে পুরভবনের সামনে সভা করে মমতা যে নাম না-করে তাঁকে 'মির জাফর' বলেছেন, সেই খবর বিদেশে বসেই জেনে যান সুব্রতবাবু। ফলে দুই তরফেই 'রণনীতি' ঠিক করার পর্ব চলছিল ভিতরে ভিতরে। মমতার ঘনিষ্ঠ নেতা ও বিধায়কদের একাংশ মেয়রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চাপ বাড়াচ্ছিলেন। অবশেষে তৃণমূলে গণতন্ত্র নেই বলে সুব্রতবাবুর একটি প্রকাশ্য মন্তব্য আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়। শুধু মেয়র নন, কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের প্রশ্নে যাঁরা তাঁর মত সমর্থন করেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থাগ্রহণের পথে এগোনোর সিদ্ধান্ত নেন নেত্রী। সেই অনুসারে এ দিন বসে দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির বৈঠক।

ওই কমিটিরই অন্যতম সদস্য মুকুল রায় রাতে বলেন, "সুব্রতবাবু দল-বিরোধী কাজ করেছেন বলে আমরা মনে করছি। তিনি দলের নীতির বাইরে গিয়ে কথা বলছেন। এখনই কোনও ব্যবস্থার কথা বলছি না। তবে দল এটা খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখছে।"

মমতা নিজে এই ব্যাপারে মুখ না-খুললেও তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধার চেষ্টা বা ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর জন্য সুব্রতবাবুর বিরুদ্ধে নেত্রীর কাছে অনেক 'অভিযোগপত্র' জমা পড়েছে। সেগুলি শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটিকে দেওয়া হয়েছে। একই সুরে কথা বলায় নির্বেদবাবু, পরশবাবু এবং মালাদেবীকেও সাসপেন্ড করা হতে পারে। মমতা-শিবিরের দাবি: ওই তিন জনের বিরুদ্ধে সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত হয়েই আছে, শুধু ঘোষণার অপেক্ষা। নির্বেদবাবু বলেন, "এমন শাস্তি হলে কৃতজ্ঞ বোধ করব। তবে তৃণমূলে তো সদস্য-তালিকাই নেই। কে কাকে শাস্তি দেবে?" সুব্রতবাবুর সঙ্গে 'ঘনিষ্ঠতা' দেখানোয় কোপে পড়তে চলেছেন তাপস রায়, পরেশ পালের মতো বিধায়কেরাও।

Paswan for Dalit-minority unity

Lok Janshakti Party to make all out effort to capture power in Madhya Pradesh

Staff Correspondent

BHOPAL: The Lok Janshakti Party president, Ram Vilas Paswan, said here on Thursday that his party would try to unite Dalits, minorities and the poor youths belonging to the upper castes keeping in focus the next round of elections in Madhya Pradesh and other parts of the country.

Addressing the Ambedkar Jayanti rally here, Mr. Paswan said his party would fight for the rights of the backward castes and shall never pit one caste or religion against the other. His party already holds the key to the formation of the next Government in Bihar, he said, adding "people are now leading a normal and secure life in Bihar, whereas earlier one only heard of rapes and murders in the State". Now it was his turn to devote full attention to Madhya Pradesh, he said, further stating that he would not rest till the national Vice-President of the party, Phool Singh Baraiya, becomes the State Chief Minister.

He also accused the Bahujan Samaj Party chief and former Uttar Pradesh Chief Minister, Mayawati, of trying to malign the image of Mr. Baraiya, who headed the State unit of the BSP before he was dismissed from the party. Mr. Paswan said that he believed in accomplishing what he says and this has been demonstrated by him on every occasion. In Bihar, it was his commitment to keep the Rashtriya Janata Dal and Bharatiya Janata Party out of power, Mr. Paswan said, adding that now it would be his endeavour to bring together the Dalits and minorities.

The Lok Janshakti Party is committed to ushering in a socio-cultural revolution in the country and would never pit one caste or religion against the other, he said, adding that his party was fully committed to protecting the rights of the backward castes and was opposed to all forms of exploitation on the basis of caste, gender, race or religion.

While reiterating that there would be a Muslim Chief Minister in Bihar whenever President's Rule comes to an end, Mr. Paswan said that on his part, he would continue to focus his attention on central politics.

DALIT VOICE: *The Union Chemicals and Fertilizers Minister and Lok Janshakti Party President Ramvilas Paswan along with party leaders at a rally in Bhopal on Thursday:* PHOTO: A. M. FARUQUI

THE HINDU

THE HINDU

Trinamul's dilemma

Between ideological and local issues

If the CPI-M has discovered that ideological questions do not matter when it comes to grabbing power, Mamata Banerjee insists that an adjustment with the Congress for the Kolkata Municipal Corporation election in June would seriously compromise Trinamul's position on the Congress-CPI-M nexus at the Centre. There can be no doubt that Mamata represents the only genuine anti-Marxist force in Bengal and she would be embarrassed if Trinamul were to officially join forces with Congress to fight the CPI-M in the KMC election. At the same time, a large section within her party, which includes the Mayor, believes there is no option but to avoid a split in the anti-Marxist vote. The Kolkata North-West parliamentary election provided a fluke victory for the CPI-M when the opponents' vote was divided. This is what Subrata Mukherjee wants to avoid as his party lays claim to another term. Trinamul under his leadership has demonstrated a sense of purpose and garnered public appreciation. This may be frittered away if Mamata does not recognise ground realities.

In a local election, the electorate responds essentially to performance in particular wards and in the city as a whole. Being part of the NDA ought not to obstruct Trinamul when the BJP is virtually of no consequence in West Bengal. The Left Front itself is finding it difficult to fault Subrata on his performance and Asok Bhattacharya, the urban development minister, raises a laugh by suggesting that development work in the past five years was initiated by the Marxists when they controlled the KMC board. Alimuddin Street can no longer harp on the issue of communalism that helped it decimate Trinamul in the last parliamentary election. In June it will have to find more convincing campaign issues. But it could be presented with an unexpected gift if Mamata insists on making Trinamul the de facto B-team of the CPI-M.

11 APR 2005 THE STATESMAN

জোটে থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাঁত চান মমতা

জয়ন্ত ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

২১ মার্চ: এন ডি এ না-ছেড়েই সি পি এম বিরোধিতার জন্য পুর নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা করতে চান তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্য দিকে, কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের প্রস্তাব, মমতা এন ডি এ ছেড়ে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধুন। দু'পক্ষের এই বিপরীত অবস্থানের ফলে আসন্ন পুরভোটের আগে দু'দলের সমঝোতা-প্রক্রিয়া কিছুটা থমকে দাঁড়িয়েছে।

সনিয়া গাঁধী চাইছেন পুর নির্বাচনে ও পরবর্তী বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস-তৃণমূল সমঝোতা হোক। তৃণমূলের অস্তিত্ব বিপন্ন করে মমতা যে কংগ্রেসে এখনই যোগ দেবেন না, সেটা সনিয়ার কাছে স্পষ্ট। এ অবস্থায় তাই দ্বিপাক্ষিক আসন সমঝোতা করারই পক্ষে তিনি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে এই জট ছাড়ানোর দায়িত্ব দিয়েছেন সভানেত্রী। মমতা অবশ্য বলেছেন, "কংগ্রেসের সঙ্গে এ সব নিয়ে কোনও কথা এখনও হয়নি। সামাজিক সম্পর্ক রক্ষার মানেই রাজনীতি নয়।"

প্রণববাবু মমতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন বেশ কিছু দিন থেকেই। সম্প্রতি দিল্লির দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি এবং সন্তোষমোহন দেবও কথা বলেছেন মমতার সঙ্গে।

আসন সমঝোতা হলেও কংগ্রসকে ক'টি আসন ছাড়বে তৃণমূল, সেটি নিয়েও সর্বসম্মত সূত্র বের করা সহজ কাজ নয়। কলকাতার পুরভোটে গতবার কংগ্রেস পাঁচটি আসনে জিতেছিল, কিন্তু যে আসনগুলিতে কংগ্রেস দ্বিতীয় স্থানে ছিল সেগুলিও কংগ্রেস চায়। আবার কংগ্রেসের যে প্রার্থীরা পরে তৃণমূলে চলে যান, সেগুলিও কংগ্রেস এ বার পেতে আগ্রহী কেননা এই জেতা প্রার্থীদের আসনগুলি আদতে কংগ্রেসের। প্রায় ২০-২৫টি আসনে এ বার কংগ্রেস প্রার্থী দিতে চায়। কিন্তু তৃণমূল নেতৃত্ব কংগ্রেসকে এত আসন ছাড়তে রাজি নয়। তাঁদের যুক্তি, কংগ্রেস থেকে যাঁরা চলে এসেছিলেন তাঁরা তো এ বারও তৃণমূল প্রার্থীই থাকবেন। আসনগুলি কংগ্রেসকে ছেড়ে দেওয়া হলে তাঁরা কোথায় যাবেন? দ্বিতীয়ত, গত নির্বাচনে কলকাতায় কংগ্রেসের শতকরা ভোটের হার অনেক কমে গিয়েছিল। সেই শতকরা ভোটের প্রেক্ষিতেই তৃণমূল আসন দিতে চায়, যা কংগ্রেস মানতে প্রস্তুত নয়। কংগ্রেসের বক্তব্য, গোটা দেশে কংগ্রেসের অবস্থা আগের চেয়ে অনেক উন্নত। রাজ্যেও কংগ্রেসের ভোট অনেক বেড়েছে।

এই চাপান-উতোরের মীমাংসা অবশ্য হবে দ্বিতীয় পর্বে। কিন্তু প্রথম পর্বে মমতা এন ডি এ-সঙ্গ ছাড়বে কি না, সেই বিতর্কের অবসান ঘটাতে হবে। মমতার শিবিরের যুক্তি, মালদহে তো এখনও পুরসভায় কংগ্রেস-তৃণমূল বোঝাপড়া আছে। সেটা কী ভাবে সম্ভব হচ্ছে? জাতীয় স্তরে কংগ্রেস-সিপিএমের সমর্থন নিয়ে সরকার চালাচ্ছে। তৃণমূল যখন সেটা মেনে নিয়ে রাজ্যস্তরে সিপিএম বিরোধিতার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধতে প্রস্তুত, তখন কংগ্রেস কেন জোট বাঁধার পূর্বশর্ত হিসাবে এন ডি এ ছাড়ার দাবি তুলছে?

২০০১ সালের ১৫ মার্চ তহলকার প্রশ্নে মমতা এন ডি এ ছেড়ে দেন। কিন্তু পরে কাঁথিতে এক জনসভায় জর্জ ফার্নান্ডেজ মমতাকে এন ডি এ-তে ফিরে আসার আহ্বান জানান। ১৩ সেপ্টেম্বর এন ডি এ আহ্বায়কের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মমতা এন ডি এ-তে ফিরে আসেন। এর মধ্যে ২০০১ সালের ৮ মে বিধানসভা নির্বাচন হয়। সে বার মমতা কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা করেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব এ বারও একই ভাবে মমতাকে এন ডি এ

এর পর ছয়ের পাতায়

আঁতাঁত চান মমতা

প্রথম পাতার পর

ছেড়ে সমঝোতা করার জন্য চাপ দিচ্ছে। প্রণববাবু বলেছেন, কলকাতা-সহ ৮২টি পুরসভায় আগামী মে মাসে ভোট হবে।

এই ভোটে সমঝোতা হলে বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়ে যাবে। কিন্তু মমতা এখনও এন ডি এ ছাড়তে চান না। রাজ্য বিজেপি সভাপতি তথাগত রায়ের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ভাল।

মমতা দলীয় সহকর্মীদের বলেছেন, "ভোটের সময় আমি রাজ্য বিজেপি-কেও পরিত্যাগ করতে চাই না। চাই সি পি এম-বিরোধী জোট।"

আবার মমতাকে বাদ দিয়ে শুধু সুব্রত মুখোপাধ্যায় কংগ্রেসে এলেও যে ভোট ভাগাভাগি হবে, তাতেও আখেরে সি পি এমের লাভ হয়ে যাবে বলে মনে করছে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব। তা ছাড়া সম্প্রতি মেয়র দিল্লি এসে কংগ্রেস নেতৃত্বকে সাফ জানিয়ে গিয়েছেন, মমতাকে ছেড়ে তিনি একা কংগ্রেসে যেতে রাজি নন।

আবার কংগ্রেস নেতৃত্ব স্বীকার করছেন, মেয়র হিসাবে সুব্রতবাবু এত ভাল কাজ করেছেন ও শহরে তাঁর যে ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে, তাতে অন্য কাউকে মেয়র হিসাবে তুলে ধরার কথাও ভাবছেন না তাঁরা। এ অবস্থায় এখন কংগ্রেস দু'পক্ষের ব্যবধান ঘোচাতেই সক্রিয়।

কলকাতায় স্টাফ রিপোর্টারের খবর : এ দিকে কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি ও যুব নেতা মদন মিত্র বলেন, যাঁরা কংগ্রেসের বন্ধুদের সঙ্গে পুরভোটে সমঝোতার কথা বলছেন, তাঁরা দলের নীতিবিরুদ্ধ কথা বলছেন। মমতার নির্দেশেই তাঁরা এ কথা বলছেন বলে দাবি করেন।

PATRIKA 22 MAR 2005

INDIAN EXPRESS 09 MAR 2005

Paswan meets PM; NDA to turn heat on UPA

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, MARCH 8

AFTER having paralysed Parliament for a week, the NDA is likely to allow both the Houses to function from tomorrow, while stepping up pressure against the UPA on the role of its governors.

With the NDA expected to chalk out its strategy at a meeting of its top leaders here tomorrow, sources said they also want to "aggressively put across their views on the President's address, the Railway Budget and the Union Budget".

The BJP is not only under pressure from its allies to let a discussion on Presidential address get underway. The dominant opinion within the party is that the parliamentary forum should be utilised to corner the UPA over the "blatantly partisan" role of its governors in Goa and Jharkhand.

Alongside, NDA leaders are scheduled to meet President A.P.J. Abdul Kalam tomorrow. BJP parliamentary party spokesman V.K. Malhotra said: "The President has called us tomorrow. We will decide on the composition of a team tomorrow morning." The NDA's case is that the Governor's decision to advance the confidence vote by six days was not a solution. It wants a faster vote and may also seek protection for MLAs supporting its alliance.

BJP vice-president Mukhtar Abbas Naqvi accused Congress president Sonia Gandhi of "duplicity and dishonesty." He asked why she had not initiated any corrective measures if she thought the Jharkhand Governor's action was wrong. He also asked what role two Union ministers — Priyaranjan Dasmunsi and Subodh Kant Sahay — were playing in Ranchi if the Centre was not involved at all.

Meanwhile, the blamegame over President's Rule in Bihar continued today with the JD(U) joining chorus against LJP chief Ram Vilas Paswan. "In Bihar, the fight was against the RJD and Laloo Prasad. LJP should respect the mandate given to it by the people and ensure the formation of an alternative government," JD(U) leader Nitish Kumar said. "We don't want to leave the NDA. We fought together and got the mandate," said his colleague Sharad Yadav.

The man at the centre of the storm, however, has decided to "keep mum?" for at least a month. Emerging from a 30-minute meeting with PM Manmohan Singh here, Paswan told reporters that "a month's time is enough for political re-alignments to take place in the state".

"I am going to watch the developments from the fence — from my experience of 36 years I can tell today that a lot of *jor tor* (reshuffle) would happen and then the impasse would be over," he added.

The LJP chief feels a spell of President's Rule after "15 years of misrule" would do the state some good. He was particularly harsh on friend-turned-foe Nitish Kumar. "JD(U) has to give up its love for BJP to come to our fold." Tired of being the punch-bag for the deadlock, Paswan said: "Why are they calling me a problem?...If all the parties want a government, they are welcome to cobble up some formation and need not bother me."

WAIT & WATCH: Paswan in the Capital on Monday. *Express*

Naxals kidnap 10 villagers

EXPRESS NEWS SERVICE
PATNA, MARCH 8

SUSPECTED Maoists kidnapped 10 villagers in Rohtas district after they reportedly refused to pay "tax" on the first day of President's Rule in Bihar today.

According to reports reaching the State Capital, the incident happened in Sadokhar village under Chenari police station. Armed activists of the banned CPI (Maoist) abducted three villagers from Penari Ghat around 2 pm. Later, the group abducted eight more people from a Shivratri Mela near Gupta Dham. A boy, among those kidnapped, was later set free and he returned to the village and narrated the story.

According to the boy, the Naxalites had been demanding a "levy" from the villagers who refused to pay up.

Time ripe for third option: Paswan

ASHISH SINHA

Patna, March 6: The man being blamed for pushing Bihar into central rule is not just unfazed but ready to accept every bit of responsibility for it.

"I take full responsibility," Lok Janshakti Party president Ram Vilas Paswan, whose 29 MLAs can tilt the balance in Bihar, said today after refusing to support either Laloo Prasad Yadav or the BJP-led alliance.

"We had the necessary numbers but we were not ready to compromise on our stand against the Rashtriya Janata Dal or the BJP. Both parties were capable of triggering communal riots in desperation had either of them not been part of the new government. Then, too, I would have been blamed. I am accountable to the people of Bihar, not to two parties who could have wreaked havoc," Paswan said.

"Central rule is not an end in itself. It is part of a political process that I started. The first chapter dealt with keeping the NDA off the reigns of power in New Delhi. The second chapter was to ensure the defeat of the RJD and rid Bihar of its 15-year misrule. Both my objectives have been fulfilled. The space is now ready for the formation of a non-RJD, non-BJP government in Bihar," Paswan said.

The LJP leader asserted that such a "secular" government was still possible. "If we exclude the 112 MLAs of the RJD and the BJP, 131 legislators are still left. Only 122 members are needed for the formation of a new government. Let this option be debated at length. A Muslim should be appointed the chief minister. That is my only condition," he said.

Paswan claimed that the group of 131 is not as disparate as it looked. "Secular credentials and opposition to the RJD are their cementing force. Now we have the time to work out the details of this arrangement. Why is the RJD so perturbed with the imposition of central rule? After all, it is the UPA that is in power at the Centre," he said.

The LJP president had created a storm when, midway through the election, he "predicted" that Bihar was headed for President's rule.

"My role was to break the Muslim-Yadav rock that provided smooth sailing waters to the RJD all these years. My instinct told me about the nature of the mandate and that is why I talked about central rule. I made my inclination for a Muslim chief minister very evident. Yet, Laloo Prasad got his wife elected as the legislature party leader," Paswan said.

But RJD spokesperson Shivanand Tiwari, who described the situation as "unfortunate", said all other parties were more interested in not letting his party face a majority test on the floor of the Assembly.

BJP vice-president Sushil Kumar Modi said the NDA was "flexible and accommodative" but the LJP played spoilsport "for reasons best known to Paswan".

"Bihar has been denied a good government because of the LJP president. Even now we appeal to Paswan to leave the UPA and join hands with the NDA to provide a government to the state," Modi said.

Paswan said the "third alternative" was workable because the CPI-ML was ready to support it from outside.

"The Congress would have taken a positive stand. Smaller parties like the CPI, CPM, BSP, SP and the NCP would have gladly joined hands because everyone wanted to keep the RJD out. Everything is yet not over," he added.

07 MAR 2005
THE TELEGRAPH

Sanjay Nirupam quits Sena

HT Correspondent
Mumbai, March 9

SHIV SENA MP Sanjay Nirupam has quit the party after angering Bal Thackeray by criticising BJP leader Pramod Mahajan for favouring Reliance when he was communications minister.

Relations between Nirupam, the Sena's "north Indian face", and the party had become increasingly tense over the past few months. The MP had been uncomfortable about the party's policies against north Indians, whom it blamed for recent electoral defeats. He had also annoyed the autocratic Thackeray by criticising the Sena's stand against the rehabilitation of the victims of slum demolitions.

For the Sena chief, the last straw was Nirupam's statement to certain Mumbai dailies that he would raise the subject of Mahajan's largesse to Reliance in Parliament. Prodded by Mahajan, Thackeray summoned Nirupam and asked him for a retraction.

When Nirupam refused, a furious Sena chief told him that it was the Thackeray family that had made him an MP; so he had no right to go against Thackeray's wishes. Thackeray demanded he resign from the Rajya Sabha. Nirupam quit the party.

Nirupam insists he wasn't asked to quit. "I resigned from the party as I was unable to carry out the orders issued by the Shiv Sena leadership. There were differences between us on certain issues," he told *HT*.

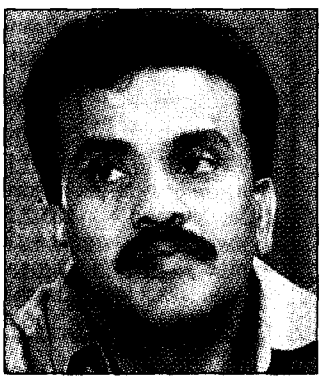

> "I resigned because I was unable to carry out the orders from the leadership"

Nirupam's exit is being seen as proof of the declining influence of Uddhav Thackeray and the growing power of the hardliners, such as leader of the Opposition Narayan Rane, who have always hated Nirupam.

It also indicates that Thackeray is finally buying the line that experimenting with a larger canvas, encompassing all sections of society, is not the party's cup of tea and that the old image of a combative, closed and exclusivist party (the Raj Thackeray line) works better.

Nirupam's resignation is being equated with Chhagan Bhujbal's exit from the party 15 years ago.

THE HINDUSTAN TIMES 10 MAR 2005

THE TIMES OF INDIA
03 MAR 2005

Shibu Soren sworn in Jharkhand CM

Murder Of Democracy, Says Advani; BJP Calls For Protests Today

Ranchi: A seven-member UPA ministry headed by JMM chief Shibu Soren was on Wednesday sworn in Jharkhand following governor Sibtey Razi's controversial decision to invite him to form the government, triggering a storm of protests by the BJP-led NDA which dubbed it a "constitutional outrage".

Rebel JMM leader Stephen Marandi, who had revolted against 63-year-old Soren, his mentor, after being denied party ticket for the assembly polls and defeated JMM chief's son Hemant, was sworn in deputy chief minister by the governor at a function at the Raj Bhavan here.

Interestingly, none from the Congress, which had forged pre-poll alliance with the JMM, was inducted into the ministry.

The governor invited Soren to form the government and asked him to prove the majority on the floor of the 81-member assembly by March 21. The invitation came immediately after Soren, accompanied by AICC general secretary Harikesh Bahadur, had an hour-long meeting with Razi claiming the support of 42 MLAs.

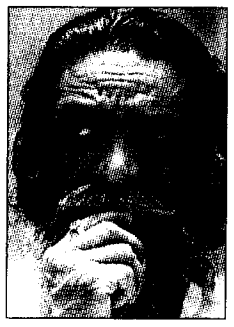

Soren, who resigned from the Union cabinet, is the third chief minister of Jharkhand, after Babulal Marandi and Arjun Munda. Earlier, five independent MLAs had met the governor to pledge support to the NDA which had submitted a list of 41 MLAs.

The BJP reacted strongly to the governor's invitation to Soren to form the government, describing it as a "constitutional outrage". The NDA announced it would parade its 36 MLAs and five independent legislators before president A P J Abdul Kalam in Delhi on Thursday.

An NDA delegation led by former prime minister Atal Bihari Vajpayee met Kalam and sought his intervention to "reverse the delinquent acts" of the Jharkhand governor. The NDA also stalled proceedings of parliament over the Jharkhand issue.

Soon after the announcement from the Raj Bhavan, NDA supporters took to the streets, breaking car windows and lighting bonfires on several roads in the state capital. The BJP called a statewide bandh on Thursday to protest the governor's action.

On the other hand, UPA supporters took out victory processions in several areas shouting slogans for the JMM chief and Congress president Sonia Gandhi.

Leader of the opposition L K Advani charged Razi with "subverting" the people's verdict and "murdering democracy". He regretted that the governor had not invited the NDA for government formation despite five of the independent MLAs gave in writing their support to the alliance. Agencies

৫ তৃণমূল পুরপিতাকে দলে টেনে প্রচার শুরু কংগ্রেসের

স্টাফ রিপোর্টার: পুর ভোটের প্রচার কার্যত মঙ্গলবারেই শুরু করে দিল প্রদেশ কংগ্রেস। এ দিন ধর্মতলায় সমাবেশ করে তারা। সেখানেই তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে তাঁদের দলে যোগ দেওয়া পাঁচ কাউন্সিলরকে সামনে রেখে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে পুর ভোটের প্রচারের ডাক দেন কংগ্রেস নেতারা।

তবে দলের পাঁচ কাউন্সিলরের কংগ্রেসে যোগদানকে আমলই দেননি তৃণমূল নেতৃত্ব। এই বিষয়ে যা কিছু বলার ভার মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়কেই দেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেয়র বলেন, "ওই পাঁচ জনের মধ্যে প্রদীপ ঘোষকে তো আমরা তাড়িয়েই দিয়েছি। অন্য যে-চার জন কংগ্রেস গেলেন, তাঁদের নিয়ে আমাদের চিন্তার কিছু নেই।"

প্রদীপবাবু এবং তিনটি বরো কমিটির চেয়ারম্যান ও এক কাউন্সিলরকে পেয়ে এবং বহু দিন বাদে কলকাতায় দলের চোখে পড়ার মতো সমাবেশ করে কংগ্রেস অবশ্য উৎফুল্ল। প্রদীপবাবু বলেছিলেন, অন্তত ছ'জনকে নিয়ে তিনি কংগ্রেসে যাচ্ছেন। কিন্তু তা হয়নি। প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি সোমেন মিত্র বলেন, পাঁচ জনের যোগদানই শেষ নয়। এটা শুরু। এই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে। সোমেনবাবু বলেন, "এটা নিউটনের তৃতীয় সূত্র। প্রতিটি ক্রিয়ারই বিপরীত ও সমান প্রতিক্রিয়া হয়। চার বছর আগে কংগ্রেসের বিধায়কদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তৃণমূলে। সে-দিন কেউ বোঝেননি, এরও প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আজ প্রদীপ, প্রতিমা মণ্ডল, ইকবাল আহমেদ, রাজকিশোর গুপ্ত ও রাধাশ্যাম সাহাদের কংগ্রেসে ফিরে আসা দিয়ে সেই প্রতিক্রিয়া শুরু হল।"

তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় যে-দিন কংগ্রেসে ফেরেন, তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন প্রদেশ সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। সুদীপ-অনুগামীদের ভিড়ে, স্লোগানে কংগ্রেস ভবন আলোড়িত হয়েছিল। এ দিন পাঁচ কাউন্সিলরের 'ঘরে ফেরা' সেই আনন্দোল্লাসকে ছাপিয়ে যায়। সভায় মিছিল, ভিড় দেখে সোমেনবাবু, প্রদেশ দলের সহ-সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য, মানস ভুঁইয়া, অতীশ সিংহ, ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তীরা উদ্দীপিত।

সমাবেশে বামফ্রন্ট সরকারের পাশাপাশি তৃণমূল-বি জে পি পরিচালিত কলকাতা পুরসভার সমালোচনা করেন কংগ্রেস নেতারা। কলকাতায় যে অসম উন্নয়ন হয়েছে, তা জানিয়ে তাঁরা বলেন, শহরের সার্বিক উন্নয়নের দাবিতে পুর ভোটে লড়বে কংগ্রেস। তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই তোপ দাগাকে কংগ্রেসের সোমেন-বিরোধী শিবিরের নেতারা অবশ্য ভাল চোখে দেখেননি। তাঁদের কথায়, তৃণমূল তো কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ নয়। বামফ্রন্টকে সরাতে সমস্ত বাম-বিরোধী শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করা দরকার আমাদের।

এ দিকে, মঙ্গলবার 'অপহরণ-বিরোধী দিবস' পালন করে যুব তৃণমূল। বিড়লা তারামণ্ডল থেকে হাজরা পর্যন্ত মিছিল করার আগে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মদন মিত্র বলেন, "ফ্রন্ট সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতায় প্রতিদিন অপহরণের ঘটনা ঘটছে। আজ কংগ্রেসও ধর্মতলায় সি পি এমের হাতে অপহৃত হয়েছে।" তাঁদের মিছিল ও কংগ্রেসের সভা ঘিরে মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতায় দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বিপর্যস্ত হয়।

ANADABAZAR PATRIKA 23 FEB 2005

in Mumbai on Tuesday. — PTI

5 Trinamul councillors join Cong

Statesman News Service

KOLKATA, Feb. 22. — In what the Congress claims is the first of many jolts for Miss Mamata Banerjee, five Trinamul Congress councillors today rejoined the parent party.

They are Mr Pradip Ghosh, Mr Radheshyam Saha, Mr Rajkishore Gupta, Mr Iqbal Ahmed and Mrs Pratima Mondal. The last two are borough committee chairpersons.

The councillors went to the PCC headquarters at Bidhan Bhavan and rejoined the Congress at a programme in the presence of PCC working president Mr Pradip Bhattacharya, former PCC chief Mr Somen Mitra and former MP Mr Sudip Bandopadhyay. PCC chief Mr Pranab Mukherjee couldn't make it as he was busy in Delhi. He, however, spoke to the councillors over telephone and congratulated them for their decision.

Later, at a rally held at Esplanade, Congress leaders held the Trinamul responsible for the CPI-M's "prosperity and stability" in the state. Mr Somen Mitra said it is most unfortunate that when the Congress is trying to organise a movement to put an end to the CPI-M's 27 years of misrule in the state, the Trinamul is trying to backstab the movement by creating confusion in the minds of the public by holding another rally on the same day.

Criticising Miss Banerjee, Mr Mitra said the CPI-M cannot be ousted by organising a rally at Brigade Parade Ground or by writing poems against the party. What is required is a powerful organisation and contact with the masses.

Echoing Mr Mitra, Mr Pradip Ghosh, expelled Trinamul councillor and M-MIC, said that the Trinamul chief had "gifted" the Kolkata North West parliamentary seat to the CPI-M by denying a ticket to sitting MP Mr Sudip Bandopadhyay.

Mr Pradip Bhattacharya urged Congress workers to organise meetings and rallies in each ward to put up a strong fight against the CPI-M in the June civic polls this year.

Mr Sudip Bandopadhyay said that today's rally has shown that people have great confidence in the Congress. He said that the present KMC board has systematically neglected north and central Kolkata.

However, mayor Mr Subrata Mukherjee rubbished any repercussions in the upcoming KMC elections after today's development. "Today's fiasco is not going to affect us as one of the five had been expelled from the party, two others were elected as Congress candidates and did not support me during my election as candidate for mayor. Mr Radheshyam Saha has been showcaused by the party during the last parliamentary elections and his exit would hardly make a difference," he said.

Another report, photograph on Kolkata Plus I

Mr Somen Mitra with the five Trinamul Congress councillors who joined Congress. At the Pradesh Congress office in Kolkata on Tuesday. — The Statesman

Cut it out, cries Trinamul cut-out!

KOLKATA, Feb. 22. — A cut-out of Miss Mamata Banerjee was the Trinamul's response to the Congress' predatory move today when five Trinamul councillors returned to their parent party. The party's youth wing disrupted traffic about a km away near Birla Planetarium with a procession "led" by a cut-out of their party chief. Several hundred Trinamul workers marched towards Park Street, but stopped well short of the venue where the Congress was holding its rally and then moved back towards Hazra crossing — the hub of Trinamul's activities. A couple of MLAs, a handful of councillors and mayor-in-council members joined the marchers. But, it was a tame affair. Speakers from makeshift podiums on top of matador vans said the procession was to protest the CPI-M's "misrule but in minutes they said only Miss Banerjee has the right credentials to fight the CPI-M. — SNS

THE STATESMAN

23 FEB 2005

THE TELEGRAPH 06 FEB 2005

Trinamul boots out mayor critic

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

Calcutta, Feb. 5: Pradip Ghosh, mayor-in-council member in charge of health, in the Calcutta Municipal corporation was removed and also expelled from the Trinamul Congress for six years on the charge of anti-party activities.

Mayor Subrata Mukherjee tonight said Amiya Mukherjee, party councillor from ward 48, will replace Ghosh. He will be sworn in as MIC member tomorrow.

"I had to remove Ghosh for some of his recent activities," said Mukherjee, who got party chief Mamata Banerjee's assent during a one-to-one meeting on Thursday night. Ghosh received two letters — one from the mayor removing him from his post and another from Trinamul state president Subrata Bakshi informing him of the disciplinary action committee's decision.

Ghosh, who had been shifted from the *bustee* and parking department to health against his will, seems set to join the Congress and contest the June civic polls under its flag.

Sources said Ghosh incurred the mayor's wrath for criticising him publicly and allegedly hobnobbing with a section of Congress and CPM leaders. The disciplinary action committee, which met this afternoon, said Ghosh had made "indecent remarks" about Mukherjee several times and tried to "break the municipal party with an ulterior motive".

Ghosh denied the charge, but conceded he was in touch with the Congress. "I don't think I have done anything wrong by maintaining links with the Congress. We were able to capture the CMC board with Congress support," he said.

Asked why he had been vocal against the mayor, Ghosh said: "Mukherjee has been concentrating on projects in south Calcutta and neglecting the north. Perhaps I incurred his wrath for pointing this out."

The angry leader today vowed to take revenge on Mukherjee in the coming civic polls. "We have seen how a hitech chief minister like Chandrababu Naidu was trounced in the elections for turning a blind eye on the people's problems. I will see to it that this hitech mayor does not get re-elected in the June CMC polls," he said.

The development has come as a boon to the state Congress, which has been desperately trying to split Trinamul at various levels. "We will welcome Ghosh if he wants to return to our party. We hope others like him in the Trinamul municipal party will follow suit and strengthen the Congress on the eve of the civic polls," said leader Somen Mitra.

Last week, several Trinamul councillors of the Bolpur municipality joined the Congress.

Ghosh: 'Homeward' bound?

Mamata, Biman decry telecom FDI hike

HT Correspondent
Kolkata, February 4

TRINAMOOL CONGRESS chief Mamata Banerjee and Left Front chairman Biman Bose may not see eye-to-eye on most matters, but both were united in slamming the UPA government for its decision to increase the FDI in the telecom sector from 49 per cent to 74.

Both of them said that telecom falls within the core sector and was important for security, and that the Centre should never have given so much of the share to foreign players.

"We condemn the attitude of the Centre and also the role that the Left is playing as a partner of the Congress. In this case, I think the Congress and the Left has struck a deal because just the day before the announcement of relaxing the FDI cap in the telecom sector, the UPA had held a coordination committee meeting. Congress doesn't know the trap they are falling into. On the other hand, the Left is all set to sell the nation," said Mamata.

Biman Bose made it very clear that the Left was against the decision and that the LF would launch an all-India agitation on February 7 to protest the hike. "There was a single agenda in today's Left Front meeting and that was to oppose and criticise the Congress-led UPA government's decision," he said.

"In the interim Budget, when the Congress talked about increasing the FDI cap in the telecom sector, we opposed it inside the House. We wrote a letter to the UPA government and they immediately replied. We again wrote a letter. In fact, the day before the announcement, there was a UPA coordination committee meeting in which there was no mention of FDI or telecom. So, we are surprised," added Bose.

He pointed out that the Congress argued that to increase the tele-density there has been an increase in FDI to 74 per cent in the telecom sector. "But in the last two years, the Indian players have increased the tele-density five-fold. So what was wrong with the earlier 49 per cent share to foreign players, when Indian players are playing well," said Bose.

Mamata also criticised the government for taking kudos for increasing the PF interest from 8.5 to 9.5 per cent. "This was originally mooted by the NDA government. There is no reason to go gaga about it," she said.

THE HINDUSTAN TIMES 05 FEB 2005

DMK seeks 'suitable action' against Union Minister

By Our Special Correspondent

CHENNAI, FEB. 27. The Dravida Munnetra Kazhagam today demanded that the Congress take "suitable action" against the Union Minister (E.V.K.S. Elangovan), for criticising the DMK chief, M. Karunanidhi, in an "inappropriate manner."

The party said that it was up to the Congress high command to decide what constituted as suitable action.

The high-level strategy committee, which met here today, condemned the comments made by the Minister without naming him. The DMK leaders too refused to name him at a press conference later. "You know who he is," said Mr. Karunanidhi. When it was pointed out that the Union Minister, E.V.K.S. Elangovan, was considered close to the DMK, Mr. Karunanidhi said he too had thought so.

A two-page resolution adopted by the 23-member decision-making body, said the Prime Minister, Manmohan Singh, and the Congress president, Sonia Gandhi, spoke to the DMK chief and expressed their anguish and assured him that such "undesirable incidents" would not happen again. This was a reflection of their large-heartedness. The committee believed in the assurances given to the DMK president but sought action against the Minister. It said the DMK was the first party that supported the idea of a secular government at the Centre and wanted Ms. Gandhi as the Prime Minister.

Asked whether he would relent on the issue, as Mr. Elangovan expressed regret in New Delhi, Mr. Karunanidhi said that he was bound by the decision of the committee. He maintained that it was not wrong on the part of the Congress or any coalition partner to demand a stake in the Government. It was also up to the DMK to accept or reject the demand. That was not the issue. The issue was that "inappropriate comments" were made against him and his family. The Minister used that (the demand) as a ruse to speak ill of him, Mr. Karunanidhi said.

The DMK too welcomed the idea of Kamaraj rule in the State. "No one can deny this." But the former Chief Minister, Kamaraj, did not accept coalition rule. "Is there any relation between Kamaraj rule and coalition rule," he asked. As far as Tamil Nadu was concerned, coalition experiments never succeeded and the idea was nipped in the bud. The DMK chief dismissed suggestions that the coalition formed for the 2004 Lok Sabha poll was falling apart. All coalition partners were invited to the party's conference at Dindigul.

On the Pattali Makkal Katchi's desire to bring in the Dalit Panthers of India into the coalition, Mr. Karunanidhi said it was yet to be discussed by the DMK. The PMK and the DMK shared good relations. Mr. Karunanidhi said he would flag off the March 22 rally being undertaken by the PMK founder, S. Ramadoss, in Chennai.

On the Bihar Assembly election results, he said they were an outcome of differences between the Bihar unit of the Congress and the Union Minister Lalu Prasad. He did not want to blame anyone. Had his health permitted, he would have talked to Mr. Prasad in the beginning itself (to avert alliance differences), he said.

'Our position clear'

Our New Delhi Special Correspondent reports:

The general secretary, Ambika Soni, in charge of party affairs of the State, said in New Delhi that Ahmed Patel, political secretary to the Congress president, was authorised to keep in touch with the allies of the United Progressive Alliance.

She said the party made its position clear and Mr. Elangovan clarified his remarks and expressed regret, if his statement had caused anguish to the DMK chief.

'Nothing personal'

PTI reports from New Delhi:

In New Delhi, Mr. Elangovan said he had nothing personal against the DMK president.

"I was just talking about strengthening Congress presence in Tamil Nadu," he said, referring to remarks made by him at a closed-door meeting of Congress MPs and MLAs.

THE HINDU 28 FEB 2005

PDP sweeps south Kashmir

MUKHTAR AHMAD

Anantnag Feb. 6: The People's Democratic Party and the Congress have swept the municipal polls in South Kashmir, bagging 54 and 26 seats, respectively.

The PDP won all the nine seats that went to the polls today in Bijbehara municipal committee, the native place of chief minister Mufti Mohammad Sayeed. Four PDP candidates had been elected uncontested.

The PDP won more than half the seats in the municipal committees of Shopian and Pulwama. It also gained control of the Anantnag municipal council.

Around 44 per cent of the electorate turned out in Pulwama and Anantnag district braving icy winds.

The polls were held peacefully despite a poll boycott call by separatists.

The representatives for the municipal committees of Pampore, Khrew, Awantipora and Tral and parts of Shopian, Pulwama, Bijbehara and Anantnag had been elected unopposed while some wards in Anantnag and Pulwama districts were not contested as no nomination papers were filed.

"Militants had issued threats to the candidates in several parts of south Kashmir and that is the reason there was no contest," a police officer told **Telegraph**.

Barring this town, where turnout was 23.52 per cent, brisk polling was reported from other areas of the two districts.

Braving bad weather, many people in Qazigund, Dooru, Kulgam and in Pulwama came out this morning to cast their vote.

"I came early today to vote as this town has been totally neglected by the administration. We are voting to elect our local representative who will hopefully do something to improve civic facilities in Anantnag town," said Bashir Ahma

"It was a peaceful day and voters came out in good numbers in both the districts to exercise their franchise without any fear. The overall poll percentage in south Kashmir is 44 per cent," said a senior police officer in Srinagar.

A resident said he hoped the government would provide funds to the elected representatives so that they could do something for their respective localities.

Both the south Kashmir districts have been strongholds of the ruling People's Democratic Party.

Most of the 17 seats that the ruling PDP has in the 87-member state legislative Assembly belong to the two south Kashmir districts.

The last phase of the civic polls will be held on February 10.

07 FEB 2005

THE TELEGRAPH

Telugu Desam MLA shot dead

By Our Special Correspondent

HYDERABAD, JAN. 24. Unidentified gunmen today shot dead a Telugu Desam Party MLA, Paritala Ravi, representing Penugonda, and two others at the TDP office in Anantapur town of Andhra Pradesh. Eight were injured in the attack.

As news spread about the murder, TDP workers went on the rampage in several towns, setting ablaze dozens of buses of the Andhra Pradesh State Road Transport Corporation. An APSRTC spokesman said 58 buses were burnt and 301 buses partly damaged. Offices of the ruling Congress and government establishments were also attacked.

The Director-General of Police, Swaranjit Sen, said a heavy security cover had been provided for Mr. Ravi as it was perceived that his life was under threat from factions in Anantapur district inimical to him. In fact, five of his 10 gunmen were present at the time of the murder. Several attempts had been made on his life earlier, the

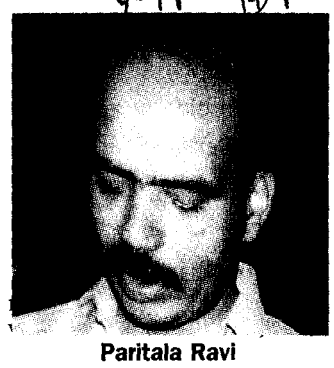

Paritala Ravi

Hills in Hyderabad when a car bomb claimed 26 lives. Mr. Ravi escaped then.

Mr. Ravi was murdered inside the TDP office where he had earlier attended a meeting of the TDP district executive committee. After the meeting, Mr. Ravi came out and was about to board his vehicle when two men appeared on the spot and opened fire to scare away the gathering. They then pumped bullets into the MLA. Two others, who came from outside, started firing at Mr. Ravi's gunmen to prevent them from coming to his rescue. All of them later fled after hurling bombs to scare away the people. Ravi's personal security man, M. Easwaraiah (35), died on the spot while a police gunman, Mahaboob Basha (33), died of his injuries in hospital. TDP workers chased away gunmen of other party leaders present on the spot. They also prevented the Superintendent of Police, R.S. Praveen Kumar, from entering the party office by pelting stones and later forcibly closed all shops and establishments. In the evening, the TDP president, N. Chandrababu Naidu, led a delegation to the Governor, Sushil Kumar Shinde, at the Raj Bhavan demanding the dismissal of the Y.S. Rajasekhara Reddy Government, a judicial inquiry into the murder and the handing over of the probe to the Central Bureau of Investigation. The TDP also gave a call for a State-wide bandh on Tuesday.

Condemning the killing, the Chief Minister, who is touring Visakhapatnam district, promised a comprehensive inquiry into the murder.

Violence across State: Page 8

25 JAN 2005

THE HINDU

Jaya attacks BJP on seer issue

Our Political Bureau
NEW DELHI 16 JANUARY

TAMIL Nadu chief minister Jayalalithaa on Sunday indicated her government's resolve to take on the Kanchi seer when she asserted that the cases against the pontiff will not be withdrawn. In a statement from Chennai, the chief minister also attacked the BJP and charged the saffron party was using the issue to "rehabilitate" itself. Interestingly, the seven page statement from the chief minister chose to remain silent on reports that the state government was planning to take over the mutt.

Refusing to yield to the BJP's demand to withdraw cases against the Kanchi Shankaracharya, the chief minister said in her statement: "I cannot yield to their request contrary to the law of the land, especially when I have taken an oath under the Constitution which is of a secular nature." The pontiff was recently released on bail by the Supreme Court. In its order, the court had punched gaping holes in the state police's investigation into the case. In her statement, Ms Jayalalithaa said the BJP and "certain other vested interests" request to intervene in the probe was "purely politically motivated and their expectations are contrary to the rule of law."

"Even without knowing the basic principle of investigation in a murder case, they have chosen to drag my name into the investigation process purely out of animosity towards me. They should at least now realise this and desist from such scurrilous attacks. When the law empowers the investigation officers to have the necessary and essential power to investigate, how can a chief minister interfere in it one way or the other?" she asked.

"Adherents of the BJP think that religious leaders are above law and no investigation can be conducted against them. It is for the public to think and judge whether their view is right or not. BJP leaders may be interested in taking up this issue in their programme to rehabilitate their party. It is painful to note that such requests are being made by persons who had earlier administered the country," Ms Jayalalithaa said in an obvious reference to A.B. Vajpayee's demand for central intervention.

Ms Jayalalithaa also defended her officers conducting the high-profile investigation. "It is their statutory right. How is it possible legally for me to interfere or intervene in the matter? Also, I have no necessity to do that," she said. According to her, the progress of investigation reached a point where the seer's arrest became inevitable. That law must take its own course required no specific directions or orders, she stated. The Sankararaman murder and the assault on Mr Radhakrishnan and Mr Madhavan posed severe challenge to the police, she said.

The Economic Times 17 JAN 2005

JMM fails to keep RJD promises

Ranchi
15 JANUARY

IN a game of political one-upmanship with the RJD, the JMM on Saturday reneged on its promise about not contesting the seats represented by the RJD and announced to field candidates in those constituencies as well.

Declaring the second list of seats to be contested by the JMM in the first phase of Jharkhand Assembly elections, party chief Shibu Soren, however, said: "Doors for talks are still open as the withdrawal date is January 20 for the first phase." Six out of the eight seats Mr Soren announced on Saturday were represented by the RJD and one by the CPI.

The JMM supremo, who only on Friday night made a fervent appeal to RJD chief Lalu Prasad Yadav to refrain from fielding candidates against his party nominees, however was not categorical on how many seats he would withdraw in case the two sides reached any understanding.

The eight seats were Koderma, Simaria, Jamua, Chhatarpur, Hussainabad Garwah (all represented by RJD), Barkatta (CPI) and Ramgarh (vacant). The names of the candidates, the coal minister said, would be announced by 5 am on January 17, the last date for filing nomination for the first phase elections on February 3.

The names of candidates in the first list, comprising nine seats, were announced earlier. "So the decision to field JMM candidates in RJD seats was made after extensive deliberations among our party leaders," the Union minister added. Taking strong exception to the Congress and the JMM unilaterally deciding on January 7 to contest 33 and 35 seats, respectively, the RJD supremo had said he would field 57 candidates while leaving the rest to the NCP and the Left parties in Jharkhand.

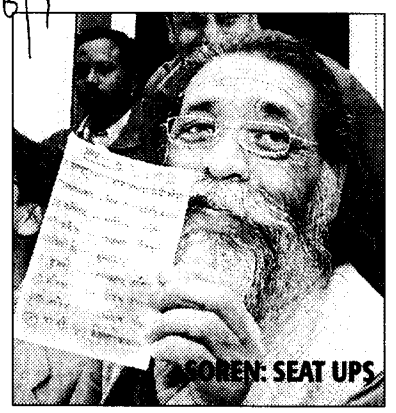
SOREN: SEAT UPS

Mr Soren, however, maintained that he had all respects for Mr Prasad despite the RJD not asking the JMM whether it was interested for a tie-up in Bihar too. The JMM would contest in 10 seats in Bihar, he said. "Before talking to the Congress, I had a long discussion with Mr Prasad, but not even once he bothered to offer any seat to us in Bihar," Mr Soren said and added the RJD did not believe in JMM's strength in the contiguous areas of Bihar.

Claiming the JMM's support had saved the Rabri Devi government in 2000, Mr Soren said: "On one hand Mr Prasad does not want to give a single seat to JMM in Bihar and on the other, he seeks more in Jharkhand." He said the JMM would also extend support to the Congress in Bihar. "We have left the four seats to the Left parties and I expect they will not come under the influence of Mr Prasad."

Mr Soren asked the Left parties not to follow the RJD's footsteps. Otherwise the JMM would field candidates in their quota seats too, Mr Soren, who already announced that JMM would field candidate in the Barkatta seat held by CPI, said. The JMM strongman appealed to the Left to support the JMM and the Congress to overthrow the communal NDA government in the state. — PTI

The Economic Times 16 JAN 2005

Why Congress woos Mamata

By Bhaskar Roy/TNN

New Delhi: The story of

Prime Minister Manmohan Singh offering Trinamul Congress leader Mamata Banerjee a berth in his cabinet has not ended with the mercurial opposition politician's refusal to oblige him.

Talking to reporters at her Kolkata residence on Thursday, Mamata dismissed any such possibility, stressing that so long as the Congress-CPM alliance continued, she would not be part of the Congress-headed government.

However, the issue acquired so much political meaning that Congress spokespersons were instructed not to comment on it.

To begin with, it ruffled many feathers in West Bengal Congress who would not like to be dwarfed by Mamata who, despite recent setbacks, remains the tallest among the non-Marxists in the state. Naturally, one of them termed PM's job offer to the Trinamul leader as a "remark in a lighter vein".

Left was amused, rather than upset, by what it saw as a 'smart' move by a Prime Minister not particularly known for his political acumen.

If Mamata actually fell for the PM's bait that would have considerably weakened whatever had remained of the state's fractured opposition after Congress considerably compromised its ability to seriously challenge the Left parties following its decision to take their support for the survival of the government at the Centre.

With assembly elections due early next year, she is conscious of the need to preserve her credentials as an opposition leader in the state now that Congress has diluted its position as a choice for the anti-Left vote after taking Left support.

THE TIMES OF INDIA 15 JAN 2005

THE TELEGRAPH 13 JAN 2005

Manmohan 'join-us' invitation to Mamata

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

Calcutta, Jan. 12: Prime Minister Manmohan Singh today formally invited Mamata Banerjee to return to the party, kicking off a key element of Sonia Gandhi's grand Congress reunification plan.

At Raj Bhavan, Mamata told the visiting Prime Minister about the CPM's "reign of terror" in Bengal.

"That is why, Mamata, we want Congress rule here. We are missing you," Singh replied, as if delivering a rehearsed line.

"But I am against your government because you're a friend of the CPM," argued Mamata.

"My government?" Singh laughed. And then the invitation: "Why don't you join the cabinet and solve your problems?"

Mamata, who belongs to the rival National Democratic Alliance camp, went to meet the Prime Minister to hand over a cheque of Rs 1 lakh she had collected through sale of her paintings (in addition to Rs 3.25 lakh from the party) and returned with a proposal that will flatter and torment. To go or not to go.

Mamata at Raj Bhavan: To go or not to go

The Trinamul Congress leader would not commit herself one way or another. "Ours is a political party with a definite ideology. The Prime Minister made the offer as he knows me for a long time and has great affection for me."

Singh's noon coup was sandwiched between lavish morning praise for chief minister Buddhadeb Bhattacharjee and an afternoon smiles-and-flowers trip to Jyoti Basu's home with wife Gursharan Kaur.

At the Confederation of Indian Industry's partnership summit, the Prime Minister presented the face of reform with equity — a countenance that will please ally CPM, making steady noises about economic policy — and blessed Bhattacharjee's bid for business.

His overture to Mamata is not the first since the Congress returned to power in Delhi last May that a party leader has made to the Trinamul chief. Defence minister Pranab Mukherjee, who is the Bengal Congress president, has also asked her to come back, but an invitation from the Prime Minister is something else. He will, obviously, be speaking with the sanction of Congress president Sonia Gandhi, who is known to be keen on having her back.

First, Rajiv Gandhi was fond of Mamata and second, having seized power at the Centre, Sonia's game plan now is to strengthen the Congress to cut reliance on allies. And one way of doing that is to bring Congress leaders who left the party over the past 15 years back in.

If Mamata does return to the Congress, Sonia will also have a weapon of deterrence against the CPM, whose support the government in Delhi needs now. It is a leverage the CPM has been employing from the first day in the Manmohan Singh government's life.

Mamata, who had quit the party in January 1998 following sharp differences with the leadership over its hobnobbing with the Left, struck a brief alliance with the Congress just before the 2001 Assembly elections only to return to the NDA as the partnership did not work.

But the power play has changed dramatically since, with the BJP and its allies not only sitting in the Opposition but also perceived to be on the wane while the Congress' fortune is thought to be rising.